উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার

উত্তর-আধুনিক সময়েও একুশের চেতনা আমাদের মনন ও সৃজনে চিরভাস্বর। ১০টি বাছাই করা অণুগল্পের আধারে মায়ের ভাষার শাশ্বত মাধুর্যকে ছুঁয়ে দেখার এক প্রচেষ্টা।

গল্পকণা

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

দিল্লিজুড়ে হাই অ্যালার্ট ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	১৪°	৩২°	১৩°	৩২°	১৪°	২৮°	১৫°

মার্চেই বঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৩

আজ পাওয়ার হিটারদের যুদ্ধ
পিচ নিয়ে নাটক ১৯

শিলিগুড়ি ৯ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 22 February 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 274

অসংগতি যাচাইয়ে ২৩ জেলার বিচারকরা

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচন কমিশন নয়, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) তথ্যগত অসংগতি নিষ্পত্তির দায়িত্ব এখন পশ্চিমবঙ্গের ২৩ জেলার বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের। যাঁদের তদারকি করবেন সংশ্লিষ্ট জেলার বিচারক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শনিবার কলকাতা

কাল থেকে প্রশিক্ষণ

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়।

জেলা বিচারকদের তদারকিতে ওই কাজ করবেন দায়রা বিচারকরা (সিনিয়ার ডিভিশন)। সমস্ত বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কমিটি থাকবে। এখনও পর্যন্ত বিতর্কিত তালিকায় ৪৫ লক্ষ নাম রয়েছে। রবিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ওই তালিকার নিষ্পত্তির কাজ করবে নির্বাচন কমিশন। বাকি তালিকা নিষ্পত্তির জন্য ওই তালিকাকে বিধানসভাভিত্তিক বিন্যস্ত করে তুলে দেওয়া হবে ২৩ জেলার বিচারক ও অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের হাতে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল পরে বলেন, 'আশা করছি,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিচ্ছেন রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ নগেন রায়। একই সময়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ বাম নেতা প্রতীক উর রহমানের। কলকাতায় শনিবার।

উত্তরে পদ্মে কাঁটা, দক্ষিণে লাল-ধস

একদিনে ঘাসফুলের জোড়া চাল

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : উত্তরে পদ্মের পাপড়ি খসার ইঙ্গিত। দক্ষিণে লাল দুর্গে আঘাত। ভাষা দিবসের আয়োজন ছাপিয়ে তৃণমূলের এই দুই কৌশলে বর্ণময় হয়ে উঠল বঙ্গ রাজনীতি। রাজ্য সরকারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের দলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বিজেপি সাংসদ নগেন রায়। স্পষ্ট করে বলেন, 'রাজবংশী সম্প্রদায়ের জন্য বিজেপি কিছুই করেনি। জুটেছে কেবল বঞ্চনা।'

একইদিনে গত লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে ঘাসফুলের পতাকা তুলে নিয়ে যেন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন সিপিএম ত্যাগী প্রতীক উর রহমান। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে যিনি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন, 'এই রাস্তায় যোগদান করে আসল রাস্তা দেখানো হল।'

নগেনকে শনিবার বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাদা রাজ্য গ্রেটার কোচবিহার গঠনের প্রবক্তাকে এই স্বীকৃতি দিয়ে নগেনকে কাছে টেনে নেওয়া হল বলে যে জল্পনা শুরু হয়েছে, তা একেবারে অহেতুক নয় বলেই মনে হচ্ছে। সত্যিই তা হলে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভোটের সমীকরণ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পালটে যাওয়ার সম্ভাবনা সময়ের অপেক্ষা হয়ে দাঁড়াবে।

বিজেপি নেতৃত্বও সেই সম্ভাবনা টের পাচ্ছে। তা তাঁদের কথায় স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উনি বসছেন। নিশ্চয়ই কোনও উপকার পাচ্ছেন। ভালো কথা, উনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উঠছেন, বসছেন।' উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সদস্য বাপি গোস্বামীর আরও ঝাঁঝালো ও ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন।

বাপির কথায়, 'বিজেপি যখন ওঁকে রাজ্যসভা সাংসদ করেছিল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই

এরপর চোদ্দোর পাতায়

টাস্ক ফোর্সের অভিযানে বেআব্রু স্বাস্থ্যবিধি

মোমোয় ছত্রাক, মাংসে পোকা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : মাসদুয়েক শীতঘুমে থেকে খাদ্য সুরক্ষার স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অভিযানে নামতেই পর্দাফাঁস হল শহরের নামীদামি খাবারের দোকানের। অভিযোগ, মুরগির কাঁচা মাংসে পোকা ধরেছে আর মোমোতে বাসা বেঁধেছে ছত্রাক। এমন অবস্থার পরও রেস্তোরাঁটির ঝাঁপ বন্ধ করেননি আধিকারিকরা। নমুনা সংগ্রহের পর বেরিয়ে যান। এর আগেও অবশ্য শিলিগুড়ির বিভিন্ন খাবারের দোকান থেকে নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল, যার রিপোর্ট জনসমক্ষে আসেনি আজও।

শনিবার সকালে ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের এনটিএস মোড় সংলগ্ন এলাকার। সেখানে একটি নামী রেস্তোরাঁর দ্বিতীয় আউটলেট রয়েছে। প্রথমটি অবস্থিত হাকিমপাড়ায়। খাদ্যপ্রেমীদের কাছে পেছনদিকের উঠোনে বসার জায়গাটি বেশ জনপ্রিয়। ফুড ব্লগার, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদেরও মাঝেমধ্যে ঢুঁ মারতে দেখা যায়। সেখানেই এবার ফ্রিজে মজুত রাখা মাংসে পোকা কিলবিল করতে দেখা গেল। অভিযানের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শহরবাসীর 'পেট গোলানো' শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, দেশবন্ধুপাড়ায় একটি বিতর্কিত মিষ্টির দোকানের ফ্রিজ থেকে রান্না করা মাংস মিলেছে। ওই দোকানের কারখানাটিতে ঢুকেও চরম অব্যবস্থার ছবি ধরা পড়ল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানের মালিকদের শুধুমাত্র নোটিশ ধরিয়েছে অভিযানকারী দলটি। অথচ, এদিনই এনটিএস মোড় সংলগ্ন একটি বিরিয়ানির দোকানে হানা দিয়ে শাটার নামিয়ে দেন আধিকারিকরা। তাঁদেরও নোটিশ দিয়ে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরিয়ানিতে ফুড কালার বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার যুক্তিতে এনটিএস মোড়ের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হলেও রেস্তোরাঁ বা বড় দোকানটির ক্ষেত্রে কেন কড়া পথে হাঁটলেন না অভিযানকারীরা, সেই প্রশ্ন উঠছে। স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের এক সদস্য যদিও বললেন, 'সকলকেই নোটিশ দিয়ে জবাব জানতে চাওয়া হয়েছে। দ্বিচারিতা হয়নি।'

বিরিয়ানির মাংসে পোকা পাওয়ার পরেই তড়িঘড়ি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল পুরনিগম। ওই দলে পুরনিগম, পুলিশ, দমকলের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, খাদ্য সুরক্ষা আর ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা রয়েছেন। প্রতি

সপ্তাহে অভিযান চালিয়ে মেয়র গৌতম দেবের কাছে রিপোর্ট দেওয়ার কথা ছিল তাঁদের। অথচ এক সময় অজানা কারণে সাপ্তাহিক অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। শহরের খাবারের দোকানগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে লাগাতার খবর প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এরপরই নড়েচড়ে বসেন গৌতম। ফের সক্রিয় হওয়ার নির্দেশও দেন। গৌতমের বক্তব্য, 'মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনও আপস নয়। আমি আজ দেখলাম, কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

রাজনীতিতে স্বপ্নার স্বপ্নভঙ্গ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : স্বপ্না হতাশ। না হল এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়া, না হল রাজনীতি করা। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, স্বপ্না বর্মনকে তৃণমূলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁকে তৃণমূলের প্রার্থী করা হচ্ছে না। স্বপ্না অবশ্য প্রস্তাব দিয়েছেন রাজগঞ্জে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু দল থেকে তাঁকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের জন্য বলা হয়েছে।

২০১৭ সালে এশিয়ান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে হেপ্টাথলনে প্রথম হয়েছিলেন স্বপ্না বর্মন। ২০১৮ সালে জাকার্তার এশিয়ান গেমসে হেপ্টাথলনে স্বর্ণপদক পান তিনি। ভারত সরকার তাঁকে অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত করে। বর্তমানে স্বপ্না উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে চাকরি করছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

For Retail and Wholesale Orders : • **VIP** - 98300 11120 • **Burra Bazar** - 98300 11135/98300 11136 • **Brabourne Road** - 98300 11139 • **Misti Hub** - 98300 11138 • **Sealdah** - 98300 11140 • **Hazra** - 98300 11137 • **Barrackpore** - 98300 11192 • **G. T. Road** - 98756 11243 • **Baruipur** - 77978 57567 • **Siliguri** - 98300 11143 • **Kankurgachi** - 98300 11134 • **Elliot Road** - 98300 11141

AVAILABLE AT YOUR NEAREST STORE, IN FOOD MARTS AT LEADING SHOPPING MALLS AND ON ALL MAJOR ONLINE PLATFORMS

Corporate Office : **Haldiram Bhujiawala Limited,** VIP Main Road, Kolkata - 52 | Email : enquiry@prabhujipurefood.com

PrabhujiPureFood | For Business Enquiry & Corporate Booking : **+91 98300 11127** | For Trade Enquiry, Call : **98756 11111**

*'PURE' does not represent its true nature. Due to its compound ingredients products.

www.prabhujipurefood.com

Scan to visit our website

Krishna's® HERBAL & AYURVEDA

সুগার কমাতে প্রাকৃতিক উপায় দিনে মাত্র 2 বার

১১টি প্রাকৃতিক আয়ুর্বেদিক গুণে সমৃদ্ধ

CLINICALLY PROVEN
क्लिनिकली प्रमाणित

জামুন বীজ
মেথি
নিম
তুলসি
আমলা
করলা

DIABIC CARE
डायबिक केयर
GOODNESS OF FRESH KARELA & METHI SEEDS
POWERFULL COMBINATION OF 11 HERBS
Juice

No Artificial Flavours | No Extracts Used | GMP Certified | No Added Sugar | Natural Herbs

CHOLESTEROL CARE
কোলেস্টেরল ভারসাম্যের জন্য আয়ুর্বেদিক প্রতিকার

SHE CARE
মহিলাদের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তির টনিক

SHAPEFIX
ওজনের ভারসাম্যের জন্য আয়ুর্বেদিক উপায়

In Compliance with ICH GCP , ICMR , GCLP International & Research Guideline, a Clinical Study Protocol No (ARL/CT/011/24) Was conducted (Single arm ,multicentre study)In management of Type – II Diabetes Mellitus (Madhumeha) Who consumed Diabic Care Juice to assess the efficacy, safety, and tolerability for 12 Weeks ,the effectiveness observed in reduction with FPG Level upto 23.67 % , PPG level fell by 41.80 % also a significant reduction in HbA1c levels upto 15.88 %

হোম ডেলিভারি পেতে QR কোড স্ক্যান করুন

সমস্ত আয়ুর্বেদিক ও মেডিকেল স্টোরে উপলব্ধ
গ্রাহক সেবা: care@krishnaayurved.com
www.krishnaayurved.com

WhatsApp যোগাযোগ করার জন্য QR কোড স্ক্যান করুন
9929561904

ব্যবসায়িক জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করুন: SUMAN CHAUDHARY- 8918003567, ABHIJIT SAHA - 8972386022

শনিবার নদিয়ায়। *ছবি : পিটিআই*

ইনকিলাব ভুলে প্রতীকের জয়বাংলা

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে বৃত্ত সম্পূর্ণ। চব্বিশের লোকসভা ভোটে যে ডায়মন্ড হারবারের ময়দানে দাঁড়িয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়েছিলেন, ছাব্বিশের ভোটের আগে সেই আমতলাতেই তাঁরা হাতে হাত ধরে সহযোদ্ধা! শনিবার বিকেলে এক অভাবনীয় রাজনৈতিক সমীকরণের সাক্ষী থাকল রাজ্য। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ঘাসফুলের পতাকা তুলে নিলেন সিপিএমের সদ্য প্রাক্তন যুবনেতা প্রতীক-উর রহমান। আর যোগদান পর্বটিও হল একেবারে ছকভাঙা কোনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে নয়, সোজা আমতলায় সাংসদ কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

শনিবার দুপুর ১২টা ৩৫ নাগাদ আমতলায় পৌঁছন অভিষেক। বিকেলে তাঁর উপস্থিতিতেই 'ইনকিলাব' ভুলে প্রতীকের গলায় শোনা যায় 'জয় বাংলা'। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যোগদানের কারণ হিসেবে অভিষেকের তির্যক মন্তব্য, 'প্রতীক পথ দেখাল, সিপিএম যেন এবার পথে নামে।' আর প্রতীকের জবাব, 'এই রাস্তাতে যোগদান করে আসলে রাস্তা দেখানো হল।'

অভিষেক এদিন বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করে জানান, প্রতীক কোনও পদের লোভে আসেননি।

> **আপনাদের গায়ে জ্বালা কেন? বলছেন ডিল করেছে। কী ডিল? প্রতীক নিজেই এসে বলেছে সে টিকিট নেবে না, দলের কাজ করবে। রাজনীতিতে চাওয়া-পাওয়া নেই এমন ক'জনকে পাওয়া যায়?**
>
> **-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

তাঁর কথায়, 'আপনাদের গায়ে জ্বালা কেন? বলছেন ডিল করেছে। কী ডিল? প্রতীক নিজেই এসে বলেছে সে টিকিট নেবে না, দলের কাজ করবে। রাজনীতিতে চাওয়া-পাওয়া নেই এমন ক'জনকে পাওয়া যায়? আলিমুদ্দিন সার্টিফিকেট দিলে তবেই কি একজন বামপন্থী হবেন?'

গত এক সপ্তাহে সিপিএমের সব পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তাঁর চিঠি, তারপর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে 'সিপিএমের গব্বর সিং' বলে প্রকাশ্য কটাক্ষ— সব মিলিয়ে পারদ চড়ছিল। শনিবার বিকেলে অভিষেকের সঙ্গে তাঁকে দেখা যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্টি গঠনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারা এবং ৫৬ নম্বর উপধারা প্রয়োগ করে প্রতীককে তড়িঘড়ি বহিষ্কার করে আলিমুদ্দিন। এসএফআই দফতরের তিন নম্বর লকার থেকেও মুছে ফেলা হয় তাঁর নাম।

তবে বহিষ্কারের পরোয়া না করে প্রাক্তন দলকে তুলোধোনা করেছেন ডায়মন্ড হারবারের এই লড়াকু তরুণ। তথাকথিত 'ডিল'-এর জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে তাঁর সাফ কথা, 'আমার নীতি-নৈতিকতা বলে, ফ্যাসিস্ট শক্তিকে আটকাব। বিজেপি যাতে বাংলায় ঢুকতে না পারে, নিশ্চিত করার এটাই ডিল হয়েছে।'

বামেদের নীতিগত দ্বিচারিতা নিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, 'তৃণমূলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে আমরা ভিক্ষা বলেছিলাম বলে দল একদিন আপত্তি তুলল। বলল, মানুষের অপমান। মেনে নিয়ে আমরা তখন ভাতাবৃদ্ধির দাবি তুললাম। দল তো আজ যা বলে, কাল তা পালটে দেয়! আমরা লড়াই করেছি বিজেপিকে আটকাতে। সেই কাজে তৃণমূলই এগিয়ে।'

ভোটের আগেই ৪৮০ কোম্পানি

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ভোট ঘোষণা হোক বা নাই হোক, ১ মার্চের মধ্যেই রাজ্যে ঢুকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। মূলত ভোটারদের মনোবল বাড়ানোর জন্যই প্রথমে ১ মার্চ ও দ্বিতীয় দফায় ১০ মার্চ ২৪০ কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে বলে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ওই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মিনা ও রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডেকে। এলাকাভিত্তিক টহল, ভোটারদের মনোবল বৃদ্ধি, ইভিএমের নজরদারি এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন অনুযায়ী রাজ্যের 'স্পর্শকাতর' চিহ্নিত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাদের ব্যবহার করা হবে। এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাজের সুবিধার্থে তাদের থাকার ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত গাড়ির ব্যবস্থা করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন এলাকায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পাঠানোর প্রয়োজন রয়েছে, সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্ট ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠাতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় দফার বাহিনী মোতায়েনের জন্য রিপোর্ট ৪ মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠাতে হবে।

- ১ মার্চ ২৪০ কোম্পানি ও ১০ মার্চ আরও ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে
- তাদের থাকার ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে
- বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রাজ্য পুলিশকে কাজ করতে নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ১ মার্চ এই রাজ্যে ২৪০ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে সিআরপিএফ থাকবে ১১০ কোম্পানি, ৫৫ কোম্পানি বিএসএফ, ২১ কোম্পানি সিআইএসএফ, ২৭ কোম্পানি ইন্দো-টিবেট বর্ডার পুলিশ ফোর্স এবং ২৭ কোম্পানি সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবির জওয়ান থাকবে। দ্বিতীয় দফায় অর্থাৎ ১০ মার্চ যে বাহিনী আসবে তার মধ্যে ১২০ কোম্পানি সিআরপিএফ, ৬৫ কোম্পানি বিএসএফ, ১৬ কোম্পানি সিআইএসএফ, ২০ কোম্পানি আইটিবিপি এবং ১৯ কোম্পানি এসএসবির জওয়ান থাকবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বাহিনীকে রাজ্যে রাখা হবে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের প্রত্যাহার করা হবে বলেও ওই চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

মুখ্যসচিবকে দেওয়া চিঠিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে রাজ্য পুলিশকে কাজ করতে হবে। প্রতিটি কোম্পানিতে ৮টি করে বিভাগ থাকবে। তার মধ্যে ৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় টহলদারির কাজে নিযুক্ত হবে। একটি বিভাগ কুইক রেসপন্স টিম হিসেবে এবং অন্যটি সহযোগিতার কাজে ব্যবহৃত হবে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ৮ দফায় ভোট হয়েছিল। সেইবার ৮৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এবার তিন থেকে চার দফায় ভোট করা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ফলে এবার বাহিনী আরও বেশি সংখ্যায় আসবে বলেই মনে করছেন রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

মমতার একুশের মঞ্চে নগেন

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার ঠিক মুখেই বঙ্গ রাজনীতিতে আছড়ে পড়ল এক বিরাট চমক। শনিবার দেশপ্রিয় পার্কের অমর একুশে উদ্যানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই প্রবেশ করলেন, এবং তাঁর ঠিক ডানদিকের আসনেই বসলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়। শুধু তাই নয়, রাজবংশী জনজাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে গ্রহণ করলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ'। এই মঞ্চ থেকেই কার্যত গেরুয়া শিবিরের দিকে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন গ্রেটার কোচবিহারের এই নেতা।

এদিন সম্মান প্রদানের পর মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানান, নগেনের বিমান ধরার তাড়া রয়েছে। তাই তাঁকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নগেন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে দাঁড়িয়েই রাজবংশী বীর মহারাজা চিলা রায়ের কবিতা পাঠ করে সগর্বে উসকে দেন নিজের জাত্যাভিমান। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বেরিয়ে যান।

তবে আসল বিস্ফোরণটা ঘটে অনুষ্ঠান মঞ্চের বাইরে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খোদ নিজের দলের বিরুদ্ধেই তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন এই বিজেপি সাংসদ। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, 'বিজেপি কোচবিহার এবং রাজবংশীদের জন্য কিছুই করেনি। দিনের পর দিন আমরা কেবল বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার শিকার হয়েছি।'

এই রাজকীয় রসায়ন অবশ্য একদিনে তৈরি হয়নি। আলাদা রাজ্যের দাবিতেই একটা সময় বিজেপিকে সমর্থন করেছিলেন নগেন। পদ্ম-শিবির তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করলেও, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা গ্রেটার কোচবিহারের দাবি খারিজ করে দেওয়ায় তাঁর মোহভঙ্গ হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, চব্বিশের লোকসভা ভোটে কোচবিহারে তৃণমূলের বিপুল জয়ের নেপথ্যে নগেনের পরোক্ষ আশীর্বাদ ছিল। সেই জয়ের কৃতজ্ঞতা জানাতেই ভোটের পর কোচবিহারে নগেনের 'প্রাসাদে' গিয়ে দেখাও করে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সুতোরই যেন পরবর্তী গাঁথনি দেখা গেল ২০২৬ সালের এই একুশের মঞ্চে।

মুখে বিজেপি নেতারা যাই বলুন না কেন, বিধানসভা মহারণের আগে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভোটব্যাংক নিয়ে তাদের কপালে যে চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া হল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান

ফের বাঙালি অস্মিতায় শান মমতার

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ভাষা শহিদ দিবসে নাম না করে ফের বিজেপিকে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে এই অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষা বলার জন্য ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার নিয়ে ফের সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিহার, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি মানুষ এই রাজ্যে কাজ করেন। আমরা তাঁদের ভাই-বোনের মতো শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বাঙালিদের ওপর ভিনরাজ্যে কেন হামলা করা হচ্ছে? কেন বুলডোজার চালানো হচ্ছে? আমাদের পরিচয়কে অসম্মান করা হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃতিকে অসম্মান করা হচ্ছে ও বাঙালিদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।' এদিন দেশপ্রিয় পার্ক ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষা শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান হয়। কলকাতায় পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনের অফিসে এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান হয় ও প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়।

> **বাঙালিদের ওপর ভিনরাজ্যে কেন হামলা করা হচ্ছে? আমাদের পরিচয়কে অসম্মান করা হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃতিকে অসম্মান করা হচ্ছে ও বাঙালিদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।**
>
> **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রতি বছরই এদিন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমাজের বিভিন্ন জগতের লোকজনকে সম্মান জানানো হয়। এবার রাজবংশী সম্প্রদায়ের নেতা তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের পাশাপাশি বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার পেয়েছেন সংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, লোপামুদ্রা মিত্র, বাবুল সুপ্রিয়, চিত্রশিল্পী গণেশ হালুই, কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গভূষণ সম্মান দেওয়া হয়েছে অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, সংগীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচী, কার্তিক দাস বাউল ও অদিতি মুন্সিকে। সম্প্রতি ফেডারেশনের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে বারবার চর্চায় শিরোনামে থেকেছেন পরমব্রত। তাই তাঁর এই সম্মান পাওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

স্কুল বাছাইয়ে এসএসসি'র কাউন্সেলিং

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : একবার পছন্দমতো স্কুল নির্বাচন করা হয়ে গেলে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না চাকরিপ্রার্থীরা। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের কাউন্সেলিংয়ের আগে নির্দেশিকা জারি করে এমনটাই জানিয়ে দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

কেউ যদি কাউন্সেলিংয়ে অনুপস্থিত থাকেন বা স্কুল নির্বাচন করতে অস্বীকার করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর আবেদন বাতিল করে দেওয়া হবে। কাউন্সেলিং হয়ে যাওয়ার পরও যদি কোনও প্রার্থী ভুল তথ্য দেওয়ার অপরাধে ধরা পড়েন, তাহলে তাঁর আবেদন বাতিল বলে গণ্য করা হবে। বিশেষ কোনও কারণে যদি কেউ কাউন্সেলিংয়ে উপস্থিত না হতে পারেন, তাহলে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অনুমোদিত প্রতিনিধি পাঠানো যাবে বলে জানিয়েছে এসএসসি। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের প্রথম পর্যায়ের কাউন্সেলিং হবে। 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষকরা নিজেদের সুরাহার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এই মর্মে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করেছেন শিক্ষক শাওন আদিত্য।

অধ্যক্ষকে কড়া জবাব শোভনদেবের

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকার বিল আনতে পারেনি বলেই গত পাঁচ বছরে বিধানসভায় সবচেয়ে কমদিন অধিবেশন হয়েছে। শুক্রবার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেছিলেন। তারপরই তৃণমূলের অন্দরে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিমানবাবুর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনে আইন সংশোধনের জন্য বিল আনতে হয়। কিন্তু সেই সংশোধনী খুব বেশি প্রয়োজন না হলে বিধানসভায় কেন বিল আনা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শোভনদেববাবু।

তিনি স্পষ্ট বলেন, 'বিভিন্ন দপ্তর সমসাময়িক প্রয়োজনের জন্য বিল আনে। অপ্রয়োজনে বিল আনা হয় না। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে বিল আনা হয়েছে। তাই অহেতুক বিল আনার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?' খুব অল্পদিন অধিবেশন চলেছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন বিমানবাবু।

সেই প্রসঙ্গে অন্য রাজ্যের উদাহরণ তুলে শোভনদেববাবু বলেন, 'অন্য রাজ্যে ১৫ দিনও বিধানসভা চলে না। তাই বিমানবাবুর এই যুক্তির সঙ্গে আমি সহমত নই।'

বিধানসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে পরিষদীয় মন্ত্রীর এই সম্মুখ বাগযুদ্ধ

ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়াচ্ছে বলেই মনে করছে অনেকে। বিধানসভার অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশনে শোভনদেববাবুর মাইক বন্ধ করে দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। যা সাম্প্রতিককালে বিধানসভার ইতিহাসে নজিরবিহীন। তখন থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে যে বিমানবাবুর সম্পর্ক খুব মসৃণ নেই, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অধিবেশন কমদিন চলা নিয়ে অধ্যক্ষের প্রকাশ্যে ক্ষোভপ্রকাশকে ভালো চোখে দেখছেন না তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই প্রকাশ্যে বিমানবাবুর মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

বেহালায় ফিরেই বিস্ফোরক পার্থ

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ তিন বছর তিন মাস পর চেনা ময়দানে ফিরলেন তিনি। কিন্তু সেই চেনা ছবিটা আর নেই। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জেল খেটে জামিনে মুক্তির পর, শনিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রথমবার নিজের খাসতালুক বেহালা পশ্চিমে পা রাখলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পাঁচবারের দাপুটে বিধায়কের ফেরার দিনে বেহালায় চেনা জাঁকজমক ছিল না। উলটে বেহালা পশ্চিমের ১০ জন তৃণমূল কাউন্সিলরের কেউই তাঁর ছায়াও মাড়াননি। কিন্তু ম্যান্টনে নিজের বিধায়ক কার্যালয়ের সামনে এবং পাঠকপাড়ায় অনুগামীদের ভিড়ে গাড়িতে বসেই চা খেলেন, আর সেই সঙ্গে ছুড়ে দিলেন একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য।

একসময় তৃণমূলের অঘোষিত দু'নম্বর নেতা ছিলেন তিনি। আজ তিনি দল থেকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ডেড। তবু দলের প্রতি তাঁর 'আনুগত্য' এতটুকুও টলেনি বলে দাবি করলেন এই প্রাক্তন মহাসচিব। দল তাঁকে আসন্ন নির্বাচনে টিকিট দেবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা থাকলেও পার্থর গলায় শোনা গেল আত্মবিশ্বাসের সুর, 'দল পাশে থাকল কি না বড় কথা নয়। আমি দলের সঙ্গেই আছি। ভোটে দাঁড়াব কি না, তা দলই ঠিক করবে।'

সেই ২০০১ সালে বহুজাতিক সংস্থার কর্পোরেট চাকরি ছেড়ে সিপিএমের দাপুটে নেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়কে হারিয়ে বেহালা পশ্চিমে প্রথমবার জয়ী হয়েছিলেন পার্থ। ২০০৬-এর ভরাডুবিতেও জিতেছিলেন, হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। এরপর ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১— টানা জয়। কিন্তু ২০২২ সালের জুলাইয়ে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর সব অঙ্ক বদলে যায়। মন্ত্রিত্ব যায়, দল থেকে সাসপেন্ড হন।

তবে শনিবার সবচেয়ে বড় চমক ছিল তাঁর মন্তব্যগুলো। নিয়োগ দুর্নীতির দায়ে যাঁর জেলে যাওয়া, সেই পার্থর মুখেই শোনা গেল কর্মসংস্থানের আক্ষেপ! সাফ জানালেন, 'ভাতা নয়, কর্মসংস্থানই প্রধান ইস্যু হওয়া উচিত। ২ কোটি লোকের চাকরি দেব বলেছিলাম, ২ জনকেও দিতে পারলাম না। এটা মেনে নেওয়া যায় না।' এখানেই না থেমে তাঁর বিস্ফোরক সংযোজন, 'যাদের ধরা উচিত, তাদের ধরছেন না।' শিক্ষা দপ্তর একটি স্বশাসিত সংস্থা, এ কথা মনে করিয়ে দিয়ে পার্থর দাবি, তিনি কোনও বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। উলটে যারা তাঁকে কালিমালিপ্ত করেছে, সময় এলে আইনি পথেই তাদের দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

মাঝগঙ্গায় ঝাঁপ বিএলও'র

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিএলওর কাজে মাত্রাতিরিক্ত চাপের জেরে অবসাদে মাঝগঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন প্রধান শিক্ষক। হুগলির শ্রীরামপুর ফেরিঘাট থেকে যাত্রীবোঝাই একটি লঞ্চ ব্যারাকপুর ফেরিঘাটের দিকে যাচ্ছিল। সেখান থেকেই বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কাঁচরাপাড়ার একটি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহম্মদ কায়ামুদ্দিন। তড়িঘড়ি লঞ্চের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। আপাতত তিনি সুস্থ আছেন।

কায়ামুদ্দিনের দাবি, তাঁর বুথে ১২৪৫ জন ভোটার রয়েছেন। বিএলওর দায়িত্ব পালন করার সময় নথি ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে তাঁর সমস্যা হচ্ছে। কারণ, তিনি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে অতটা সমর্থ নন। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের এই বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। দিনের পর দিন এসআইআরের কাজ করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে।

তাই এসআইআরের নথিভর্তি ব্যাগ ও মোবাইল লঞ্চে রেখে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শী ফেরিঘাটকর্মী মহম্মদ বাবলু জানিয়েছেন, কায়ামুদ্দিনকে উদ্ধার করে পুলিশ ও তাঁর পরিবারকে খবর দিয়েছিলেন তাঁরাই। শ্রীরামপুর পুরসভার কাউন্সিলার সন্তোষকুমার সিংহের অভিযোগ, এই মানসিক অবসাদের দায় বিজেপির। মানুষ নির্বাচনে এর জবাব দেবেন।

মিম পোস্টে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা চুঁচুড়ায়

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশের ট্রাফিক স্লোগান নিয়ে নিছক রসিকতা। তার জেরেই 'রাষ্ট্রদ্রোহ' আইনের নতুন রূপ হিসেবে পরিচিত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫২ নম্বর ধারায় গ্রেফতার হতে হল চুঁচুড়ার এক সমাজকর্মীকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের অতিসক্রিয়তা এবং রাজ্যে বাকস্বাধীনতা খর্ব হওয়ার গুরুতর অভিযোগ তুলছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

গত ২৭ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি পুলিশের একটি স্লোগান, 'মদ খেয়ে গাড়ি চালাবেন না'-কে ব্যঙ্গ করে অমিত নন্দী নামের ওই সমাজকর্মী তথা ইনফ্লুয়েন্সার ফেসবুকে লেখেন, 'গাড়ি খেয়ে মদ চালাবেন না'। নিছক এই শব্দের খেলার জেরে গত ২৮ জানুয়ারি তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কাঁথি থানার পুলিশের দাবি, বিপুল ফলোয়ার থাকা এই যুবকের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পোস্টটি পুলিশের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কুৎসা এবং তাঁদের জন্য চূড়ান্ত মানহানিকর।

অমিতের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন, মানহানি ও মিথ্যা খবর ছড়ানোর পাশাপাশি বিএনএস-এর ১৫২ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা মূলত ভারতের অখণ্ডতা বিপন্ন করার মতো গুরুতর অপরাধে ব্যবহৃত হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলির অভিযোগ, ভিন্নমত ও সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতেই নয়া ফৌজদারি আইনকে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের বাকস্বাধীনতার টুঁটি চিপে ধরা হচ্ছে এবং বেছে বেছে তার প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ORIENT GROUP
SINCE 1963

ORIENT®
JEWELLERS

সোনালী সঞ্চয়

সোনার গয়নায়
মেকিং চার্জ
9%*

*T&C apply

অফারটি 23 থেকে 28শে ফেব্রুয়ারি 2026 অবধি চলবে

+91 83730 99950 customercare@orientjewellers.co.in www.orientjewellers.in

চাকদহ - 83730 99949 | বেথুয়াডহরী - 83730 99925 | সাঁইথিয়া - 83730 99936 | মল্লারপুর - 83730 99926 | বেলডাঙা - 83730 99944 | রঘুনাথগঞ্জ - 83730 99927
ধুলিয়ান - 83730 99992 | কালিয়াচক - 83730 99912 | সুজাপুর - 83730 99916 | গাজোল - 83730 99915 | বালুরঘাট - 83730 99953 | কালিয়াগঞ্জ - 83730 99903
রায়গঞ্জ - 83730 99964 | রায়গঞ্জ (গ্র্যান্ড) - 83730 99906 | ইসলামপুর - 83730 99965 | শিলিগুড়ি - 83730 99952 | মালবাজার - 83730 99904
জলপাইগুড়ি - 83730 99922 | ধুপগুড়ি - 83730 99960 | ফালাকাটা - 83730 99985 | আলিপুরদুয়ার - 83730 99943 | মাথাভাঙ্গা - 83730 99959

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যক্তিগত কাজে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের আগমনে আনন্দ। ব্যবসার জন্য এ সপ্তাহে ঋণ করতে হতে পারে। পরিবারে কোনও সদস্যের জন্য শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। জনহিতকর কোনও কাজে যোগ দিয়ে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সাহায্যে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন।

বৃষ : কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। কারণ বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। হারানো প্রেম ফিরে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। পরিবারের সঙ্গে কোনও আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আনন্দ। বহুজাতিক নামী স্বদেশি বা বিদেশি কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

মিথুন : ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা নিতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। সহজ কোনও কাজ করতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে পারেন। খেলোয়াড়রা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বাইরে কোনওরকম তর্কবিতর্কে জড়াবেন না। আর্থিক উন্নতি, সঞ্চয় ও সম্পত্তি বৃদ্ধির যোগ।

কর্কট : সামান্য কারণে সংসারে অশান্তি হওয়ায় মানসিক কষ্ট। নতুন কোনও গাড়ি কেনার ইচ্ছে পূরণ হবে। পথে যেতে হলে খুব সতর্ক থাকবেন। সংসারে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে উগ্র মেজাজের কারণে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

সিংহ : অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সমস্যায়। সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। নিজের চেষ্টায় একাধিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির খবর পেতে পারেন। জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি চলবে।

কন্যা : ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে। কোনও গোপন তথ্য প্রকাশে আসায় সমস্যা। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। কাউকে বিশ্বাস করে টাকা ধার দিয়ে অনুতাপ করবেন। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে।

তুলা : চাকরিপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা। নিজের প্রচেষ্টায় বহুদিনের আটকে থাকা কোনও কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরে তৃপ্তি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেশ কিছু অর্থ খরচ হবে। উদাসীনতা কাটিয়ে নতুন কাজে উদ্যোগী হলে সফলতা মিলবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিয়ে সমস্যায়।

বৃশ্চিক : ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কোনও গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নিজের শরীর নিয়ে বেশি সচেতনতা কাজের ক্ষতি করবে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বাড়ি সারাইয়ের কাজে নেমে সমস্যায়।

ধনু : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। মায়ের শরীর নিয়ে সপ্তাহটা উৎকণ্ঠায় কাটবে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। ছেলের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি হবেন। নতুন কোনও অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। খুব শান্ত মাথায় থাকুন। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। এ সপ্তাহে রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন।

মকর : দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন এবং সাফল্য আসবে। ব্যবসার জন্য বেশ কিছু অর্থ ধার করতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য অযথা দুশ্চিন্তা। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। খুব তাড়াতাড়ি কোনও কাজ করতে যাবেন না। রাস্তায় খুব সতর্ক হয়ে চলুন। বন্ধুর সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই মনোমালিন্য হওয়ায় কষ্ট পাবেন। নতুন ব্যবসার কারণে বেশ দূরে যেতে হতে পারে। পেটের কারণে ভোগান্তি। একাধিক সূত্র থেকে অর্থলাভ ও আর্থিক উন্নতির যোগ।

মীন : সপ্তাহটি যাবে খুব পরিশ্রমে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়ে আজ আনন্দ। জলকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয় হবেন। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কমবে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। নতুন বাড়ি কেনার পরিকল্পনা সার্থক হবে। সম্পত্তিগত মামলা মোকদ্দমা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হবেন।

পাত্র চাই

■ কর্মকার, 33/5'-2", M.A., Hist. (H), শিক্ষক, ডিভোর্সি (দুই সন্তান) পাত্রীর জন্য 40 মধ্যে চাকুরে সুপাত্র কাম্য। (M) 7362940777. (C/120718)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ পাত্রী সাহা, 29+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/120442)

■ সাহা, শিলিগুড়ি নিবাসী, 27+/5', B.Com., Accounts (H), Computer Course করা আছে। ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। সাহা অগ্রগণ্য। (M) 8436002268. (C/120740)

■ পাত্রী রাজবংশী, 29, উচ্চতা ৫', এমএসসি, বিএড। সরকারি ব্যাংক অফিসার। জলপাইগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত রাজবংশী পাত্র কাম্য। ফোন-7384512223, 7908297746. (K)

■ বালুরঘাটবাসী, রাজবংশী পাত্রী, এমএ, বিএড, ভদ্র পরিবারের (২৯)। দঃ দিনাজপুরের রাজবংশী পাত্র কাম্য। M.No. 7501380063. (C/120751)

■ প্রাথমিক শিক্ষিকা, জলপাইগুড়িতে কর্মরতা, 36/5'-3", কায়স্থ, M.A., B.Ed., যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9434179701. (C/120292)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, বৃশ্চিক, 5'-2", ফর্সা, M.A., B.Ed. (School Teacher) Gurugram, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি নিবাসী অগ্রগণ্য। Ph : 8509924004, 9593445141. (C/120760)

■ পাত্রী 33, রাজবংশী, Dental Surgeon (BDS), শিক্ষা+ইন্টার্নশিপ ও প্রকৃত প্র্যাকটিস ব্যাঙ্গালোরে সম্পূর্ণ। শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য ডাক্তার বা অন্যান্য পারদর্শী প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। Mobile : 9474393619. (C/120764)

■ কায়স্থ, 29/5'-1", সরকারি চাকুরে। 30-34'এর মধ্যে সঃ চাকরি পাত্র চাই। কোচঃ, জলঃ, আলিঃ, শিলিঃ অগ্রগণ্য। মোঃ 9832469770. (C/120765)

■ পাত্রী ফর্সা, সুশ্রী, 28/5'-2", ব্রাহ্মণ (ভরদ্বাজ), M.Tech. (CSE), MNC-তে কর্মরতা। উপযুক্ত উচ্চপদস্থ MNC চাকরিরত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। W/A : 8617067014. (8 P.M. - 10 P.M.). (C/120766)

■ ক্ষত্রিয়, 29+/5'-3", M.A., D.El.Ed., সুশ্রী, কম্পিউটারে ডিপ্লোমা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। সরকারি কর্মচারী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। দিনহাটা। মোঃ 9883787328. (C/119575)

■ ব্রাহ্মণ, 1984/5'-3", M.A. (Eng. Hons.), ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী, নামমাত্র বিবাহ, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7001193550. (C/120460)

■ ব্রাহ্মণ, পরমা সুন্দরী, M.A. (Eng.), পিতা Retd. সরকারি অফিসার, পাত্রী নম্র, ভদ্র, ঘরোয়া সুপাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9733066658. (C/120460)

■ উঃ দিনাজপুর নিবাসী, 24, গভঃ চাকরিরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 9734488572. (C/120460)

■ বারুজীবী, 34/5'-3", M.A. পাশ, প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরতা, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ব্যবসায়ী, চাকুরে চলবে। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9832369626. (C/120460)

■ কায়স্থ, 25/5'-1", M.A., B.Ed., সংগীতজ্ঞা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9474379980. (U/D)

■ কায়স্থ, 36, M.A., B.Ed., 5'-4", পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635540357. (C/120772)

■ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, নিরামিষভোজী, MBBS, 29/5ft. ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর 32 অনূর্ধ্ব ডাক্তার (MBBS/MD), প্রফেসর, সরকারি ইঞ্জিনিয়ার, গেজেটেড অফিসার, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। মোবাইল : 9434127104. (K)

■ পাত্রী ঘোষ, কুলিন, নরগণ, মাঙ্গলিক নয়, ৩১+/৫'-৬", ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার, জলপাইগুড়ি নিবাসী, হায়দ্রাবাদে কর্মরত, অভিজাত পরিবারের একমাত্র কন্যা। জলপাইগুড়ি কিংবা উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হায়দ্রাবাদে কর্মরত, সুশিক্ষিত, ভদ্র পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। মোবাইল : 7908153016. (K)

পাত্র চাই

■ কোচবিহার, ২৬ বছর, ব্রাহ্মণ, বাৎস্য গোত্র, ৫'-১", MCA, একমাত্র কন্যার জন্য অনূর্ধ্ব ৩১, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8927020992. (C/119577)

■ কায়স্থ, 25+, B.A., B.Ed., I.C.D.S-এ কর্মরতা, ফর্সা, সুমুখশ্রী পাত্রীর সরকারি চাকুরে, কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 8967629350, (6-10 P.M.). (S/C)

■ পাত্রী মোদক, 27+/5'-3", M.Pharm, Gold Medalist, Asstn. Professor, Ph.D অধ্যয়নরত। সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 9775829118. (C/120786)

■ কায়স্থ, উঃ দিঃ নিবাসী, 28+/5', M.A. পাশ, D.El.Ed., একমাত্র কন্যা, ফর্সা, উঃ ও দঃ দিনাজপুর নিবাসী, সঃ/বেসরকারি চাকুরে সুপাত্র কাম্য, 33-এর মধ্যে। অভিভাবকেরা সরাসরি যোগাযোগ করিবেন। (M) 9434961236 (8-10 P.M.). (C/120786)

■ ব্রাহ্মণ, 31, শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য অধ্যাপক/রেল/ব্যাংক/সঃ অফিসার পাত্র চাই। উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9002875953. (C/120788)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে, জন্মসন 1990, ফর্সা, সুদর্শনা, M.A., B.Ed., 5'-3", শান্ত স্বভাবের পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 40 উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ-8918850806. (C/120470)

■ 29 বছর, B.Sc. (Biology), Presidency University, SBI কর্মরতা, কর্মস্থল শিলিগুড়ি। স্বর্গীয় পিতা পশ্চিমবঙ্গ Development Officer, মাতা গৃহিণী। সুপ্রতিষ্ঠিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। বয়স অনূর্ধ্ব 32 (শিলিগুড়ি অগ্রাধিকার), শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। 9476304733. (C/113706)

■ ব্যবসায়ীর কন্যা, সাহা, ফর্সা, 1997 সাল, H: 5'-2", Eng. Mede. থেকে পড়া Master Deg., সুপাত্র প্রয়োজন। (M) 9434106318, 8967190372. (C/120798)

■ Gen., 27, B.Sc., সুশ্রী, 5'-3", বাবা অবসরপ্রাপ্ত সঃ চাঃ, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 9832685524, সময় : 7 P.M. - 10 P.M. (C/113704)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, দেবারি, 29/5'-5", MBA, MNC-তে কর্মরতা, At least 5'-8", সুদর্শন, সুযোগ্য পাত্র চাই। শুধু অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। Ph : 7384400141. (C/113707)

■ পাত্রী SC, শিলিগুড়ি নিবাসী, 28/5', B.Sc. (Hons.), B.Ed., M.Ed., NET, CTET পাশ। উত্তরবঙ্গের ভদ্র, শিক্ষিত, সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। Caste no bar. WhatsApp করবেন- 8250714019. (C/113708)

■ পাল, 31/5'-3", M.A., B.Ed., শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 8509914223. (C/120904)

■ ইসলামপুর নিবাসী, দেবনাথ (গোস্বামী মতে), DOB : 11/12/97, B.E (1st ক্লাস), সুন্দরী, 5'-4", পাত্রীর চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8972265005. (C/120470)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, ফর্সা, সুন্দরী, গানে বিশারদ, M.Sc., B.Ed., প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। 9382435745. (C/120784)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর, M.Sc., সরকারি চাকরিজীবী, পিতা ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9382769159. (C/120784)

■ সরকার, নমশূদ্র, দেবারিগণ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা, 27/4'-9", পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, অনূর্ধ্ব 35 পাত্র কাম্য। (M) 7478347182. (C/120793)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 27/5', LLM, Legal Practitioner, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8617664721, 8597662897. (C/120794)

■ রাজবংশী, ২৬+/৫'-৩", M.Sc., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য Govt. A/B Gr. পাত্র কাম্য। মোঃ 9832596963. (C/119579)

■ ব্রাহ্মণ, 37/5', M.A., সুশ্রী, সঃ চাঃ পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। Mob : 8167560312. (C/120803)

■ General, 30/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য লম্বা, সুদর্শন, সরকারি চাকুরে, 36-এর মধ্যে General পাত্র চাই। 9734928302, 6294695481. (C/120288)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, এমএ (ইংলিশ), বিএড, 26/5'-5", স্মার্ট, সুন্দরী, উপযুক্ত সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। Ph : 9564811777. (C/120189)

■ কায়স্থ, নরগণ, ২৭/৫'-২", B.A.(H), D.El.Ed., গানজানা, স্লিম, আংশিক মাঙ্গলিক, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সঃ চাকরিজীবী, মাঙ্গলিক পাত্র কাম্য। মোঃ 9775425929. (A/K)

■ পাত্রী কায়স্থ, বয়স 25/5', Tax Office-এ কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারিজীবী পাত্র কাম্য। দিনহাটা। (M) 8116769760. (D/S)

■ জেনারেল, বয়স ২৭ বছর, ৫'-১", শিক্ষাগত যোগ্যতা M.A. Pass (Bengali) অনার্স, B.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে উপযুক্ত পাত্র চাই। উঃ ও দঃ দিনাজপুর, মালদা জেলা অগ্রগণ্য। মোঃ 9332102705. (C/120903)

■ রাজবংশী, ২৭+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Com. পাশ, গৃহশিক্ষিকা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8967180345. (C/120469)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, M.A., B.Ed. পাশ ও প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ, কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-এর পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/120469)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭+, M.Sc. পাশ, সুশ্রী ও বর্তমানে পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/120469)

■ বয়স 25, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রকৃত সুন্দরী, ঘরোয়া, পিতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 6297679754. (K)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 22 বছর বয়সি, বাঙালি, সুন্দরী, Siliguri-র সম্মানিত ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা। উপযুক্ত ও সুসংস্কৃত পাত্রের প্রয়োজন। 080-69072051. (C/120469)

■ পাত্রী ২৮+, শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Com. পাশ ও বর্তমানে গভঃ চাকরি-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ কনিষ্ঠ কন্যার জন্য পাত্র চাই। (M) 8918177819. (C/120469)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, ৩৫+, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা, পাত্রী গৃহশিক্ষিকা। পিতা রিটায়ার্ড ও মাতা গৃহবধূ। পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9831093073. (C/120469)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্রী নামমাত্র ডিভোর্সি, বয়স ২৮+, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। লোকেশন নোবার। (M) 9831093073. (C/120469)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৬ সাল, সুশ্রী, M.Sc. পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ স্কুলে কর্মরতা। এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/120469)

■ বয়স 50, বিধবা, হাইস্কুলে কর্মরতা, নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6002707992. (K)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুশ্রী, 27+, B.Sc., B.Lib., 5'-4", জলপাইগুড়ি নিবাসী, সঃ চাঃ পাত্র কাম্য (ম্যাট্রিমনি নয়)। (M) 6297944815, 8016597471. (C/120806)

পাত্রী চাই

■ দক্ষিণ দিনাজপুর, কায়স্থ, 32/5'-7", Ph.D., কলেজের অধ্যাপক। সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী চাই। (M) 7501607175. (C/120758)

পাত্রী চাই

■ WB, ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, দেবারিগণ, 32/5'-3", M.Com., MBA, ব্যাংক অফিসার (বর্তমানে ম্যাঙ্গালোরে চাকরিরত), পিতা Ex-RBI, ভবানীপুরে স্বগৃহ। অনূর্ধ্ব 30, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Mobile, W/App : 7605804816, 8961569733. (C/120434)

■ পাল, 31/5'-6", বিএ পাশ, সরকারি ব্যাংকে অস্থায়ী কর্মরত সঙ্গে নিজস্ব কেরিয়ার ব্যবসা। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। অতিসত্বর যোগাযোগ-9749128556. (C/120729)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, দেব, 33+/5'-8", B.Tech., Electrical, IRCON Manager (Cont.), চাকরিরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/120426)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৩+, মকর রাশি, নরগণ, পুনেতে IT সেক্টরে কর্মরত, রায়গঞ্জে নিজের বাড়ি, সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, ২৫-৩০ মধ্যে যোগ্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9609787510. (K)

■ কায়স্থ, 35, উচ্চমাধ্যমিক, 5'-6", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের ন্যূনতম মাধ্যমিক, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 7384325664. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, ২৯, শাণ্ডিল্য, শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-5", একমাত্র পুত্র, Polytechnic (Architect)+B.A., মাল্টিন্যাশনাল Co.-তে উচ্চপদে কর্মরত, একমাত্র পুত্র, সুন্দরী, অনূর্ধ্ব ২৫, সুপরিবারের যোগ্য পাত্রী চাই। 9474085661. (C/120742)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, 5'-7", একমাত্র পুত্র, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব ব্যবসা, মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/120741)

■ অপরূপা সুন্দরী, সুন্নি শেখ, নামাজী, M.A. পাঠরতা পাত্রীর সুচাকুরে পাত্র চাই। ফোন-8617896733. (C/120469)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮+, MCA পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। গ্রহণযোগ্য পাত্র কাম্য। লোকেশন নো বার। (M) 7679478988. (C/120469)

■ পাত্রী ২৫+, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, M.Sc. পাশ, গভঃ ব্যাংক-এ ক্লার্ক। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ, গুয়াহাটি নিবাসী পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/120469)

■ কায়স্থ, সাহা, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৬/৫'-৮", নিজস্ব কাপড়ের ব্যবসা, তিনতলা বাড়ি। ঘরোয়া পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলিবে। মোঃ 9064521725. (C/120756)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কর্মকার, 32/5'-7", সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, শিক্ষিত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 29, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9832571690 (5 P.M. - 9 P.M.). (C/120444)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-6", B.Tech., ম্যানেজার-প্রোজেক্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনঃ পদে মালদাতে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ/বৈদ্য, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 8001575691/ Bio : www.bakshi.in.net

■ Gen., 33/5'-9", জলপাইগুড়ি, কলকাতায় কর্মরত, রাজ্য সরকারি কর্মচারী (Group-B), উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9641333564. (C/120746)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-6", শাণ্ডিল্য গোত্র, জলপাইগুড়ি প্রাথমিক শিক্ষক পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। মোঃ 9382068177. (C/120286)

■ সাহা, 33/5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, সিপলা কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9641480868. (C/120467)

■ 31/5'-4", সুদর্শন, সরকারি ব্যাংক অফিসার পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, অনূর্ধ্ব 26, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8584856482.

পাত্রী চাই

■ বারুজীবী পাল, 31/5'-2", মাধ্যমিক, মালবাজার নিবাসী, নিজস্ব কাপড়ের ব্যবসা, পাত্রের জন্য ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। (M) 9126590143, 8337813342. (C/120464)

■ পাত্র কায়স্থ, 43/5'-8", B.Tech. (ডিভোর্সি), ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়িতে বাড়ি, কলিকাতায় নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। সুশ্রী, শিক্ষিতা, শান্ত স্বভাবের পাত্রী চাই। (M) 9064247727, 7003032400. (C/113700)

■ কায়স্থ, একমাত্র সন্তান, M.A., 5'-6"/34+, রাজ্য সরকারের স্থায়ী কর্মী। M.A./M.Sc., ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 9332669115. (C/120770)

■ বৈশ্য সাহা, ৪১/৫'-১০", ডিভোর্সি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক (২০১০ নিয়োগ), একমাত্র পুত্র, পিতার স্টেশনারি দোকান, নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি। পাত্রী কাম্য। মোঃ 7031881521. (S/N)

■ ফালাকাটা কর্মরত, বাড়ি শিলিগুড়ি, ৩১, MBBS, MD পাত্রের বিবাহযোগ্য রাজবংশী পাত্রী কাম্য। যোঃ 7908848104. (C/120759)

■ বৈশ্য, চৌধুরী, 32/5'-6", B.A. পাত্র ব্যবসায়ী মালদা নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, (25-28) মধ্যে ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। স্বঃ/অসঃ চলিবে। 7098944200. (M/115466)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, বয়স ২৮, নিবাস কোচবিহার, একমাত্র সুদর্শন পুত্র। পরিবারে বাবা, মা ও পুত্র। পিতা ও পুত্র প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। শহরে নিজস্ব বাড়ি আছে দুইটা। ব্রাহ্মণ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষিদ্ধ। (M) 8906704055. (C/119573)

■ বালুরঘাট, কুণ্ডু, 34, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী পাত্রের 27 মধ্যে উপযুক্ত সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। (M) 6294166458. (C/120763)

■ রাজবংশী, 35+/5'-7", M.A., B.Ed., Eng.(H), SSC, IX, X, XI, XII, SLST পাশ, ব্যবসা। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9800416643. (K/D/R)

■ স্টেট (SBI) Bank Asst. ম্যানেজার এবং পারিবারিক ব্যবসা, প্রতিষ্ঠিত সরকারি কর্মজীবী পাত্রের জন্য ভালো পাত্রী চাই। 9330848518. (C/120460)

■ ঘোষ, 34, M.Sc. (Math), WBCS অফিসার, পিতা Late, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী চাই। 9836935367. (C/120460)

■ 32/5'-8", ডিভোর্সি, জেনারেল, নিজস্ব ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ডিভোর্সি/বিধবা পাত্রী চাই। মোঃ 9434840464. (C/120460)

■ B.Tech., MBA, Masters (IIT Kanpur), HSBC (Global Bank) কলকাতায় কর্মরত, দমদমে নিজস্ব ফ্ল্যাট, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, মাঙ্গলিক (কাটানো), দেবারি, ধনু, 32/5'-8", পাত্রের স্বঃ/অসবর্ণ সুশ্রী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী চাই। মোঃ 9434424039. (C/120771)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, বৈশ্য, 35/5'-7", M.A., B.Ed., বেসরকারি International Eng. Med. স্কুলে কর্মরত পাত্রের জন্য M.Sc., B.Ed./ M.A., B.Ed. (Eng.), ইংরেজি এবং হিন্দি বলা আবশ্যক, সুন্দরী, নম্র পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য, তবে শিলিগুড়ি পর্যন্ত চলবে। (M) 8759306456. (U/D)

■ কায়স্থ, ঘোষ, 35+/5'-4", MBA, গাড়ির ব্যবসা, একমাত্র পুত্র, বাবা-মা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8101287571. (B/S)

■ সাহা, 30/5'-3", M.Sc., জলপাইগুড়ি, বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ, CBSE স্কুল (H.S.) শিক্ষকের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9474425797. (K)

■ মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 34/5'-5", মা বর্তমান, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। 7001878141. (C/120781)

■ পাত্র মাহিষ্য, ৩২/৫'-১০", এমএসসি (অঙ্ক), প্রাথমিক শিক্ষক। বালুরঘাট নিবাসী, অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীর একমাত্র সন্তান। অনূর্ধ্ব ২৭, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-৬২৯৪৩০৮৬৫৯. (C/120783)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-7", M.A., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। কর্মস্থল শিলিগুড়ি, বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে। পাত্রী চাই (অনূর্ধ্ব 30)। অভিভাবকরা যোগাযোগ করতে পারেন। (M) 9775474834, 8927550360. (C/120285)

■ জেঃ, 35/5'-11", B.A.(H), নিজ ব্যবসা, একমাত্র পুত্র, সুশ্রী পাত্রী চাই। অভিভাবক ফোন করুন। মোঃ 8145942277. (C/120290)

■ মাধ্যমিক পাশ, ৩৫ বছর/৫'-৫", একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। নিজ ব্যবসা ও বাড়ি। যোগাযোগ-(M) 9832649789. (C/120293)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 33/5'-3", স্বর্ণ ব্যবসায়ীর জন্য ঠাকুরভক্ত, ফর্সা, সুন্দরী, সাংসারিক মনোভাবাপন্ন পাত্রী প্রয়োজন। সত্বর বিবাহের জন্য- M.No. 9733123260. (C/120296)

■ কায়স্থ, 44/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 46+ এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য), শিক্ষিত, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ Gen., 32, MBBS ডাঃ, 5'-6", সরকারি হাসপাতালের Dr., ডিভোর্সি পাত্রের ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/120785)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, দত্ত (গন্ধবণিক), B.Tech., 31+/5'-6", কলিতে কর্মরত, 25-27'এর মধ্যে স্নাতক, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। 9434352894. (C/113705)

■ ব্রাহ্মণ, ডিভোর্সি, একমাত্র পুত্র, বেসরকারিতে কর্মরত, পিতা মৃত, মা সরকারি কর্মচারী, রিটায়ার্ড বিধবা বা ডিভোর্সি পাত্রী চাই, সন্তান গ্রহণযোগ্য নহে, No কাস্টবার, প্রকৃত অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। কোনও ম্যাট্রিমনি যোগাযোগ করবেন না। (M) 8509068645. (C/120901)

■ পাত্র সরকারি কর্মী, SC, 33/5'-8", ফর্সা। শান্ত, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। Caste no bar. WhatsApp করবেন- 9734951238. (C/113708)

■ সাহা, 33/5'-7", B.Tech., English Medium, মেডিসিন ব্যবসায়ী, একাধিক প্রপার্টির মালিক, এমন পাত্রের জন্য সুশ্রী, স্মার্ট, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, ননবেঙ্গলি পাত্রী চাই। Caste no bar. (M) 9800264262. (C/120471)

■ দেবনাথ, কোচবিহার নিবাসী, 37/5'-7", পুলিশে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। এইরূপ পাত্রের জন্য চাকরিরতা/ ঘরোয়া পাত্রী চাই। অসবর্ণও চলিবে। (M) 7029613548, 8101245557. (C/120790)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9382435745. (C/120784)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, ডিভোর্সি, PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত, এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। ইস্যু গ্রহণযোগ্য। 9832125114. (C/120784)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৪ বছর, সরকারি ব্যাংক-এ উচ্চপদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9382769159. (C/120784)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৮ বছর, Ph.D., সরকারি কলেজের অধ্যাপক, এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9382769159. (C/120784)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বৈশ্য, সাহা, বয়স ২৮+, উচ্চতা ৫'-৬", Bangalore IT Sect. Senior Software Developer জন্য সুন্দরী, কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 7908182272, 9064432731. (C/120465)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ২৮+/৫'-৬", B.Tech. Pass, নিজস্ব বাড়ি, প্রাইভেট ব্যাংক-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সাংসারিক, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8900542432. (C/120791)

■ ব্রাহ্মণ, 33+, জলপাইগুড়ি নিবাসী, MBA, বন্ধন ব্যাংক-এর ডেপুটি ম্যানেজার, একমাত্র পুত্র। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (M) 9932410419. (A/B)

■ পাত্র সাহা, 43+/5'-8", ডিভোর্সি, সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9126689736. (A/B)

■ কায়স্থ, 42/5'-11", সুদর্শন, শিলিগুড়ি, নেশাহীন, 90,000/- PM, পাত্রী চাই, 18-36, বিধবা, অবাঙালি চলিবে। 7074256313. (C/120800)

■ পাল, 32/5'-9", দেবারিগণ, বিটেক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 8918369131. (C/120802)

■ রাজবংশী, ৩৩+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্টেট গভঃ-এর বনবিভাগে কর্মরত। পিতা সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 8967180345. (C/120469)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Com. পাশ ও বর্তমানে গভঃ পাবলিক সেক্টর ব্যাংক-এ কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ, কলিকাতা নিবাসী পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/120469)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে CPWD-তে ইঞ্জিনিয়ার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/120469)

■ দত্ত, 29/5'-7", MBA, বেসরকারি ব্যাংক ম্যানেজার, শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, সুদর্শন, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ফর্সা, স্লিম, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9832695047. (C/120469)

■ সাহা, জেনারেল, 31/5'-9", B.Tech. (IT) ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত। সুপাত্রী চাই। (M) 9593850098. (C/120469)

■ পাত্র মোদক, 28+/5'-7", B.Tech., Bengaluru (MNC)-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, Bengaluru-তে কর্মরত পাত্রী কাম্য, অনূর্ধ্ব 26+. 6296241574. (C/120789)

■ পাত্র বাঙালি, ১৯৯৫ সালে জন্ম, Bangalore-এর একটি Reputed MNC-তে কর্মরত। বার্ষিক প্যাকেজ ৬০ লক্ষ+, উপযুক্ত ও শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9046250029. (C/120469)

■ পাত্র কায়স্থ, বাঙালি, ৩৫ বছর, Divorced, Govt. হেল্থ ডিপার্টমেন্টে কর্মরত। ভালো পরিবারভুক্ত ও শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 080-69070646. (C/120469)

■ কায়স্থ, ডিভোর্সি, 46+/5'-8", Ex-servicemen, এখন ব্যবসায়ী, বাড়ি শিলিগুড়িতে, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 8509924578. (C/120469)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৩, M.Tech. ও বর্তমানে IT সেক্টরে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/120469)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, পাত্রের বয়স ২৯+, পাত্র রাজ্য সরকারি কর্মচারী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পরিবারের ছোট ছেলের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9242295120. (C/120469)

■ শিলিগুড়ি, পাত্র ২৮+ ও সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও মাতা শিক্ষিকা। পাত্রী চাই। সইচ্ছুক পরিবারের যোগাযোগ কাম্য। (M) 8918177819. (C/120469)

■ ৪১+, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, পাত্র গভঃ স্কুল শিক্ষক, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণে আগ্রহী। (M) 9831093073. (C/120469)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৫, ডিভোর্সি, গভঃ ব্যাংক কর্মচারী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। (M) 9831093073. (C/120469)

■ বয়স ৩২, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Tech. পাশ করে হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এ অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 7596994108. (C/120469)

■ সাহা, 36+/5'-5", B.Com. পাশ, Pvt. কোম্পানীতে কর্মরত, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া/চাকরিজীবী পাত্রী চাই। W/M : 9641345446 এই নম্বরে ফোটো পাঠান। (C/120470)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, নমশূদ্র, B.A. (Hist. Hons.), D.El.Ed., 37+/5'-8", জলপাইগুড়ি সরকারি অফিসে কর্মরত (চুক্তিভিত্তিক)। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংক কর্মী। লম্বা, ফর্সা, সুশ্রী, কমপক্ষে স্নাতক পাত্রী কাম্য। 7384672918, 7384672897. (C/120808)

■ পাত্র নমশূদ্র, 27+, উচ্চতা 5'-10", পাত্র প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য নমশূদ্র পাত্রী কাম্য। (M) 7908604517. (C/120807)

■ বয়স 40, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, হাইস্কুলে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-6296009923. (K)

■ বয়স 35, ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, রেলে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তানসহ গ্রহণে আগ্রহী। (M) 9230648112. (K)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/120469)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 7439175810. (C/120469)

ঘটক চাই

■ ঘটক চাই। সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন- 8918425686. (C/120470)

ডিজিটাল ২৫ ডব্লিউ-ডিএইচএফ সেটের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি/এপিডিজে/৫৯ তারিখঃ ১৯-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৫৯-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের সমগ্র স্টেশনে ভইচ রেকর্ডিং সহিত ডিজিটাল ২৫ ডব্লিউ-ডিএইচএফ সেটের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ২,৮০,৫৯,৩২৮.৯৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৯০,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ১৮-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৮-০৩-২০২৬ তারিখের ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি)/আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

DHUPGURI MUNICIPALITY
Amader Para Amader Samadhan'25
ENIT NO. & ID
WBMAD/DHUPGURI/81/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5012647_1
WBMAD/DHUPGURI/83/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5012649_1
WBMAD/DHUPGURI/85/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5012653_1
Sd/- Administrator Dhupguri Municipality

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of C.C. Road as per NIT No.- 26/HRP/PS/DD/25-26/ 1st Call, Dated- 17.02.2026. Last date of submission: 24.02.2026 upto 15.00 PM. Date of opening tender : 26.02.2026 after 15.00 PM

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

চাকরি নিয়ে সেমিনার

জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : ইন্টারভিউ কিংবা চাকরিক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শনিবার একটি সেমিনার হয় জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন কো লিমিটেড-এর চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রাণী ঘোষ ও বেচটেল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ইভলিন ভুনিয়া।

'ব্রিজিং দ্য গ্যাপ' এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই সেমিনার। বক্তব্য রাখতে গিয়ে জ্যোতির্ময় বলেন, 'কলেজের পড়াশোনার পাশাপাশি গরম ও শীতের ছুটির ফাঁকে ইন্টার্নশিপ করা খুবই প্রয়োজন। সেখানে গিয়ে প্রোজেক্ট সম্পর্কে জানতে হবে। ফিল্ডে গিয়ে কীভাবে তা ব্যবহার হচ্ছে, তাও শেখা জরুরি। আসলে বুঝতে হবে কোম্পানি কী চায়। সেইমতো নিজেকে তৈরি করলে চাকরির জগতে বাধা কম আসবে।' ইন্দ্রাণীর বক্তব্য, 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর জন্য চাকরি হারানোর ভয় পান অনেকে। এই ভয়কে যত তাড়াতাড়ি কাটানো যাবে, তত দ্রুত নিজেকে আপগ্রেড করা যাবে। সিলেবাসের বাইরে গিয়ে নিজেকে আপগ্রেড করা জরুরি। কারণ চাকরি পেলেই হল না, টিকে থাকতে হবে।' এই সেমিনারের পরামর্শগুলি ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বলে জানান কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র অভ্রদীপ চক্রবর্তীর মতো অনেক পড়ুয়াই।

নির্বিকার বন দপ্তর, ভয়হীন ভেলুয়ারডাঙ্গাবাসী

বুনোর ডেরায় ঢুকে অবাধ স্নান

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : কথায় আছে 'বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।' কিন্তু গন্ডার-মানুষে একই নদীতে স্নান করে এমন দৃশ্য বোধহয় সত্যিই বিরল। আর এই বিরল দৃশ্যই 'স্বাভাবিক' গরুমারার জঙ্গলের বুধুরাম বিটে মূর্তি নদীর স্রোতে। আর তাতেই বাড়ছে আশঙ্কার পারদ। তবুও সাবধানতা নিয়ে নির্বিকার এলাকাবাসী থেকে শুরু করে বন দপ্তর। জঙ্গলের একেবারে এই গভীর এলাকায় শুধু স্নান নয়, দিনের পর দিন গন্ডার-হাতি-বাইসনের আতঙ্ক উড়িয়ে একই নদীতে চলছে মাছ ধরাও।

গরুমারা জঙ্গলের মাঝে মূর্তি নদী। নদীর এপারে চা বাগানে ঘেরা ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট্ট গ্রাম ভেলুয়ারডাঙ্গা। মেরেকেটে ১৫ পরিবারের বাস সেখানে। নদী পেরিয়ে এই গ্রামে কখনও দেখা দিয়ে যায় হাতি আবার কখনও বাইসন, গন্ডার। আর সেখানেই থাকা মূর্তি নদীতে গ্রামের প্রায় অনেকেই স্নান করেন। অব্যাহত থাকে মাছ ধরার কাজও। আর তাঁদের সামনেই কখনও নদীর বুকে আবার কখনও নদীর পাশে ঘাসবনে ঘুরে বেড়ায় গন্ডার, বাইসন কিংবা হাতি। ভেলুয়ারডাঙ্গা গ্রামের কিছুটা দূরেই গরুমারার মেদলা নজরমিনারে কুনকি হাতিরাও কোনওসময় চলে আসে এই নদীর ধারে জঙ্গলের বিশেষ ঘাসের লোভে। তাদের সঙ্গেও যেন একাত্ম হয়েছে এই গ্রাম।

গ্রামের বাসিন্দা মহাদেব মুন্ডা, শিবু মুন্ডারা স্থানীয় চা বাগানের শ্রমিকের কাজ করেন। তাঁরা জানান, বছর কয়েক আগেও এই স্থানে কোনও বন্যপ্রাণীর আনাগোনা ছিল না। তবে ধীরে ধীরে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বাড়ায় হাতি, গন্ডার, বাইসন আসতে শুরু করে তাঁদের আস্তানায়। তবে বন্যপ্রাণীর দ্বারা কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি তাঁদের। গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা বিফাই মুন্ডা বলেন, 'আমাদের দেখে কোনও বন্যপ্রাণীর তেড়ে আসা বা আঘাত করার ঘটনা মনে করতে পারি না।' এর মধ্যে আবার স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন, এখনও কিছু হয়নি মানেই যে ভবিষ্যতেও কিছু হবে না, তার নিশ্চয়তা নেই।

যখন-তখন আসতে পারে গন্ডার, বাইসন। তার মধ্যেও মূর্তিতে চলছে স্নান।

মানুষের প্রবেশ আটকাতে ওই এলাকায় ইলেক্ট্রিক ব্যাটারিচালিত ফেন্সিং বসানো হয়েছে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই বেড়া অনেকটাই বিকল হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। নজরদারির জন্য একটি ওয়াচটাওয়ারও রয়েছে। তবে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী। রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত

সমিতির সদস্য বিনয় ঝা জানান, দীর্ঘদিন ধরে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর এই সহাবস্থান চলছে গ্রামে।

উত্তরবঙ্গ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'যেখানে প্রতিনিয়ত বন্যপ্রাণীর যাতায়াত, সেখানে সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়াত বন্ধ করা জরুরি। বন দপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।' এ বিষয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না। তাঁর আশ্বাস, 'ওই এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of C.C. Road as per NIT No.- 19/HRP/PS/DD/25-26/ 2nd Call, Dated- 17.02.2026 & eNIT No. 27/HRP/PS/DD/25-26/1st call, Dated-20.02.2026. Last date of submission: 26.02.2026 upto 15.00 PM. Date of opening tender : 28.02.2026 after 15.00 PM

Sd/- Block Development Officer,
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD-I/ BDO-ET/29/2025-2026 Dt. 20/02/2026, Last date and time for bid submission-02/03/2026 at 18.00 hours. For more information please visit- www.wbetenders.gov.in

Sd/- Block Development Ofiicer, Alipurduar-I Development Block, Panchkolguri :: Alipurduar

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সুমন পান্না, পিতা স্বর্গীয় পিক্রুষ পান্না, বাসস্থান ভুট্টা বাড়ি, উপজাতি-তফশীল, থানা - বাগডোগরা, পোস্ট অফিস - বাগডোগরা, জেলা দার্জিলিং, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট, পিন কোড- ৭৩৪০১৪, আমি ২০২৪ সালে, শিলিগুড়ি এর মহামান্য আদালতের SPCL ADJ 1st Court এ (GR Case no 10/2024) শ্রী বিপ্লব দাস এবং তার পিতা শ্রী বিভূতি দাস এর নামে একটি মামলা দায়ের করি। সেই মামলাটি আমাদের শিলিগুড়ি আদালতে কিছুদিন চলে, কিন্তু কিছুদিন পর আমি জানতে পারলাম যে আমার সঙ্গে ছল করে সেই মামলাটি করানো হয়েছিল। তারপর আমি শ্রী বিপ্লব দাস মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি এবং সেই মামলা সম্বন্ধে সরাসরি কথাবার্তা বলি, সেখান থেকে আমি জানতে পারি যে দুজন ব্যক্তি আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, আমার নাম করে শ্রী বিপ্লব দাসের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলো সেই সমস্ত কথা যেনে, আমি শিলিগুড়ি আদালতে গিয়ে সমস্ত ঘটনা নিয়ে আমি একটা অ্যাফিডেভিট প্রদান করি।
এই মর্মে আমি খুবই লজ্জিত এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে তাই আমি এই মাধ্যমে শ্রী বিপ্লব দাস এবং তার স্বর্গীয় পিতা বিভূতি দাস এর কাছে করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

হোলী বিশেষ রেল

হোলী ২০২৬ এর সময়ে যাত্রীগণের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অর্থে, নিম্নলিখিত হোলী বিশেষ রেল (টিওডি) চালানোর জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণ নীচে দেওয়া হয়েছে:

রেল নং ০৩১২৯ কলকাতা থেকে ২৮-০২-২০২৬ তারিখে (শনিবার) ট্রিপ = ০১ টি
রেল নং ০৩১৩০ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০১-০৩-২০২৬ তারিখে (রবিবার) ট্রিপ = ০১ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
শনিবার	—	২৩.৪০	কলকাতা	০০.৪০	—	সোমবার
রবিবার	০৬.২০	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.২০	রবিবার
	০৮.২৫	০৮.২৭	কিশনগঞ্জ	১৩.৫৫	১৩.৫৭	
	১০.৪৫	—	নিউ জলপাইগুড়ি	—	১২.৪৫	

গঠনঃ এসি -৩ টায়ার (চারটি), স্লীপার শ্রেণী (দশটি), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (ছটি), এসএলআরডি (দুটি) = ২২ টি কোচ।
অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: নৈহাটি, ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটওয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই এবং আলুয়াবাড়ি রোড।

রেল নং ০৭০৪৬ সেকেন্দ্রাবাদ জংশন থেকে ২৭-০২-২০২৬ তারিখে (শুক্রবার) ট্রিপ = ০১ টি
রেল নং ০৭০৪৭ নাহরলগুণ থেকে ০২-০৩-২০২৬ তারিখে (সোমবার) ট্রিপ = ০১ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
শুক্রবার	—	০৮.৩০	সেকেন্দ্রাবাদ জংশন	২২.০০	—	বুধবার
	১৪.২৫	১৪.৩৫	বিজয়াওয়াড়া জংশন	১৩.৪০	১৩.৫০	
রবিবার	০১.৪৮	০১.৫০	কিশনগঞ্জ	০৫.০৫	০৫.০৭	মঙ্গলবার
	০৩.২৫	০৩.৩৫	নিউ জলপাইগুড়ি	০৩.৪৫	০৩.৫৫	
	১০.১৫	১০.২০	রঙ্গিয়া জংশন	১৮.৩৫	১৮.৪০	সোমবার
	১৬.০০	—	নাহরলগুণ	—	১৩.০০	

গঠনঃ এসি -২ টায়ার (একটি), এসি -৩ টায়ার (চারটি), এসি -৩ টায়ার ইকোনমী (এগারোটি), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (চারটি), লাগেজ ভ্যান- (দুটি) = ২২ টি এলএইচবি কোচ।
অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহ: চার্লাপল্লী, নালগোণ্ডা, মিরিয়ালাগুডা, নদিকুদে জংশন, সত্তেনাপল্লী, গুন্টুর জংশন, ইলুরু, রাজামুন্দ্রী, সামালকোট জংশন, ইলামানচিলি, অনকাপল্লী, দুভ্বাডা, কোট্টাবালাসা, বিজয়নগরম জংশন, শ্রীকাকুলম রোড, পালাসা, বেরহামপুর, বালুগান, খুর্দা রোড জংশন, ভুবনেশ্বর, কটক, জাজপুর কে রোড, ভদ্রক, বালাসোর, খড়গপুর জংশন, আন্দুল, ডানকুনি, বর্ধমান, বোলপুর শান্তি নিকেতন, রামপুর হাট, মালদা টাউন, আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ কোচবিহার, কোকরাঝাড়, নিউ বঙ্গাইগাঁও, বরপেটা রোড, উদালগুড়ি, রঙ্গাপারা নর্থ এবং হারমতী।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিট (জিএমইউ এবং এসএমইউ)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ মাল জং, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি রোড, কামাখ্যাগুড়ি, ধুবরি, চ্যাংরাবান্ধা, ফকিরাগ্রাম জং, জলপাইগুড়ি রোড, কামাখ্যাগুড়ি, ফকিরাগ্রাম জং-এ ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-ক্যাটারিং-২; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১৮২৬। নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময়: ০৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টা।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-এপিডিজে-এনএমজেড-এসএমইউ-১৩-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	নিউ মাল জংশন রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ এ চা স্টল-১।
এএ/২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেওজে-এসএমইউ-৭৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-২।
এএ/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-এনওকিউ -এসএমইউ-২৪-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-১।
এবি/১	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই-জিএমইউ-৬০-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-৪ (নাশতা)।
এবি/২	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬৩-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ এ চা স্টল-২।
এবি/৩	সিএটিজি-এপিডিজে-ডিবিবি-জিএমইউ-১০১-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ধুবরি রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় অনারক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চা স্টল (ক্যাটারিং পরিষেবা)।
এবি/৪	সিএটিজি-এপিডিজে-সিবিডি-জিএমইউ-৩৯-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ এ চা স্টল-১।
এবি/৫	সিএটিজি-এপিডিজে-এফকেএম -জিএমইউ-১০৩-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং-১ এ অনারক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চা স্টল-১ (ক্যাটারিং পরিষেবা)।
এবি/৬	সিএটিজি-এপিডিজে-এফকেএম -জিএমইউ-১৪৪-২৬-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২ এ অনারক্ষিত শ্রেণির অধীনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে চা স্টল-২ (ক্যাটারিং পরিষেবা)।
এবি/৭	সিএটিজি-এপিডিজে-জেপিই -জিএমইউ-৬১-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-২।
এবি/৮	সিএটিজি-এপিডিজে-কেএএমজি-জিএমইউ-৬২-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-৩ এ চা স্টল-৩।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:১০ টায়। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিভিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

যত কাণ্ড কলকাতাতেই (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
রাত ৮.০০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ হিরো, দুপুর ২.০০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৫.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ৮.০০ পাওয়ার, ১১.১৫ রাবণ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ নায়ক : দ্য রিয়েল হিরো, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.০০ নাটের গুরু, রাত ১০.০০ বিন্দাস

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ দেবীবরণ, বেলা ১১.৩০ প্রজাপতি, দুপুর ২.৩০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, রাত ৮.০০ যত কাণ্ড কলকাতাতেই, ১০.৩০ হাতিয়ার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সংসার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রথম ভালোবাসা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৮.৫০ ম্যায় হুঁ না, দুপুর ১.২০ দাগ-দ্য ফায়ার, বিকেল ৪.০০ বিনাশক, সন্ধে ৬.৫০ রাজা হিন্দুস্তানি, রাত ১০.৩০ কুঁয়ারা

স্টার গোল্ড : সকাল ৯.৩১ ফির হেরা ফেরি, দুপুর ১.০০ সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী, বিকেল ৩.২৪ হাউসফুল-ফোর, রাত ১১.০০ মর্দানি-টু

স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.৪৬ ম্যায় তেরা হিরো, দুপুর ১.১০ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, বিকেল ৫.০০ ভাগ মিলখা ভাগ, রাত ৯.০০ হলচল, ১১.৪৫ এনিমি

আইসিসি মেন'স টি২০ ওয়ার্ল্ড কাপ

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধে ৬.৫০ মিনিট থেকে
সরাসরি দেখুন স্টার গোল্ডে

সেদিন দেখা হয়েছিল
বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
দুপুর ১.০০ স্টার গোল্ড

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ৩ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারি. ২০২৬, ৯ ফাগুন, সংবৎ ৫ ফাল্গুন সুদি, ৪ রমজান। সূঃউঃ ৬।১১ অঃ ৫।৩২। রবিবার, পঞ্চমী দিবা ১১।৫৮। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ৬।৫৫। শুক্রযোগ দিবা ২।২০। বালবকরণ দিবা ১১।৫৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।৫৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৬।৫৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১১।৫৮ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ১০।২৬ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৬ গতে ৩।১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।২২ গতে পূর্বেও নিষেধ, দিবা ১১।৫৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১০।২৬ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সীমান্তোয়ন পঞ্চামৃত নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪০ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ১।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৮ গতে ৭।১৭ মধ্যে ও ১২।১০ গতে ৩।২৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪০ গতে ৯।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৭ গতে ৮।৫৪ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৭৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬২৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

নারী চরিত্র বেজায় জটিল — SHOW TIME 10.45 AM, 4.15 PM BENGALI (U/A)

O'Romeo — SHOW TIME 1.00 PM, 7.00 PM HINDI (A)

শিক্ষাদীক্ষা

■ পঃবঃ সরকারের, 1) Electrical Supervisor/Wireman, 2) Dip-Surveyor (Amin), 3) Dip-interior Decoration & Design কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। ট্রেনিং শেষে ১০০% কাজের ব্যবস্থা আছে। Cont: YVTC (Govt. of WB)-Alipurduar- M: 8167258938. (C/120134)

টিউশন

■ Spoken English batch started. AI Global Institute, Near Jailkhana More, Raiganj. M : 9564926834 (Dr. Binay Laha) (C/120786)

Physics Class

■ For CBSE/ICSE/WB/ NEET/JEE (Main & Advance) Foundation Course for IX-X at Ashrampara, Siliguri and Class will conduct by an experience IITian. 8837030364. (C/119791)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস্ (জলপাইগুড়ি)

■ হিমাচল+ অমৃতসর 20/3, কাশ্মীর1/4, অরুণাচল+কাজিরাঙা 3/4, 21/5, লে-লাদাখ 21/5, আন্দামান ও ভুটান যে কোনও দিন মার্চ ও এপ্রিলে। 9733373530. (K)

কর্মপ্রার্থী

■ অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট। শিলিগুড়ি/ জলপাইগুড়ির মধ্যে মেডিসিনের দোকানে কাজ করতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ - 82504-47909. (C/113709)

কিডনি চাই

■ কিডনি চাই A+ বয়স /35-এর মধ্যে। পুরুষ বা মহিলা। Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No : 8942897413. (C/120905)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ Buy & Sell Green Tea Leaf online through "The Green Access." Download the app now from play store and register/create account for free. (C/120470)

ক্যাটারার

■ অন্নপ্রাশন থেকে বিয়েবাড়ি, সাথে জন্মদিন, হোক না কোনও ঘরোয়া ছোট -বড় অনুষ্ঠানে সুস্বাদু ভুঁড়ি ভোজের জন্য যোগাযোগ শিলিগুড়ি অন্যতম নিউ মা অন্নদাত্রী ক্যাটারার। যোগাযোগ - 8509068645. (C/120901)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/120464)

ভাড়া

■ Rent for Godown 4200 sq.ft 2 $^{1}/_{2}$ Mile Checkpost. Call 9434049894, 9851414992. (C/120745)

ভাড়া

■ জলপাইগুড়ি (মহন্তপাড়া P.O.) পাশে Gr. Floor-এ (Office/ Business) Purpose ভাড়া দিতে চাই। Ph. : 79080-39420. (C/113702)

■ শিলিগুড়ি কলেজের কাছে সুভাষপল্লিতে একতলায় বড় 2 BHK Room ভাড়া দেওয়া হবে। Family/students M : 94348-84919/83898-70499. (C/113703)

■ জলপাইগুড়ি শহরের রায়কত পাড়াতে তিনটে বেডরুম সহ বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। পরিবার অগ্রগণ্য। M :8617838822. (C/120474)

PAYING GUEST

■ P.G only for girls near- Bidhan Market Siliguri - 9641510611. (C/120446)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

ক্রয়

■ শিলিগুড়ি শহরে/লাগোয়া এলাকাতে 12-15 লাখের 1 BHK Flat নীচের তলায় হলে ভালো। বিক্রেতা সরাসরি যোগাযোগ করুন। 9635471206/ 9641055013. (C/120298)

বিক্রয়

■ 1150 sq.ft 3 BHK 1st floor flat for sale in Subhaspally, Siliguri. (8389999599) (C/120769)

■ Flat for Sale in South Bharat Nagar Siliguri. First Floor 3 BHK 1350 sq.ft, 3rd floor 3 BHK 1050 sq.ft. & 2 BHK 700 sq.ft, 850 sq.ft. Ph. : 9933042000. (C/120730)

■ শিলিগুড়ি নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যালের নিকটে এবং ডাবগ্রাম মাতৃসদনের সামনে ও শক্তিগড়ে ফ্ল্যাট বিক্রয়। 9434181429/ 8101905858. (C/120473)

■ 2 BHK ফ্ল্যাট (760 sq.ft) 2 বাথরুম, মোডুলার কিচেন লিফট সুবিধা বিক্রি হবে। কোচবিহার। M : 7001667221. (C/119576)

■ শিলিগুড়ি বাবুপাড়ায় গভর্নমেন্ট হাউসিং-এর পাশে হিমালয় রেসিডেন্সিতে নিট ১০০০ বর্গফুট পূর্ব ও দক্ষিণ খোলা চারতলায় ফ্ল্যাট বিক্রয় কারপার্কিং সহ। লিফট ও কমিউনিটি হলের সুবিধাযুক্ত। যোগাযোগ- 8334826265. (C/120780)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭ $^{1}/_{2}$ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮ $^{1}/_{2}$' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮ $^{1}/_{2}$'। (M) 9735851677. (C/120465)

■ সিপাহীপাড়া পাকারাস্তা জনবসতির মধ্যে ৬২'x৭২', ৬ কাঠা ২ ছটাক দুটো বাড়ি বানানোর যোগ্য বাউন্ডারিওয়াল দিয়ে ঘেরা সত্বর নিজ জমি বিক্রি হবে। দালাল ছাড়া ইচ্ছুক ক্রেতা যোগাযোগ করুন। 9932544595. (C/120467)

বিক্রয়

■ কোচবিহার থেকে আসামগামী ৩১ নং জাতীয় সড়কের সাথেই ঘোগারকুঠিতে ২৩ কাঠা নিষ্কণ্টক জমি জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ : 9434644467. (C/120795)

■ জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন উত্তম পরিবেশে ৮ কাঠা, ৪ কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয়। M : 7812088464. (C/120796)

■ রায়গঞ্জে সুপরিবেশে 4 $^{1}/_{2}$ কাঠা জমি বিক্রয় হবে সত্বর (দুই দিকে ৮ ft করে রাস্তা) যোগাযোগ Ph. : 94347-57749.(C/120467)

■ জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডে 2 BHK ফ্ল্যাট (2nd floor) গ্যারাজ সহ/ ছাড়া বিক্রি হবে। M : 7318794323. (C/120801)

■ জলঃ মহামায়া পাড়ায় ১ $^{1}/_{2}$ কাঠা জমি সহ পাকা ১ তলা বাড়ি বিক্রয়। M : 94343-44349. (C/120299)

■ On Sale Siliguri 1185 sq.ft. 2 BHK 2 Balcony 2nd floor Akshayneer Appt, near Donbosco and 8 Katha vastu Land at Baikunthapur 8336906014. (C/120469)

■ জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যে, আদর্শ পরিবেশে, আশালতা স্কুলের উল্টোদিকের গলিতে চারকাঠা জমি বিক্রয়। মূল্য ২২ লক্ষ টাকা (প্রতি কাঠা) No Negotiation। সরাসরি যোগাযোগ করুন- 9932278967. (C/120809)

জমি বিক্রয়

■ ছোট ও বড় প্লটে শিলিগুড়ির সন্নিকটে পাঘালুপাড়া (সাহুডাঙ্গি) ভালো পরিবেশে বাড়ি করার জমি সুলভ মূল্যে বিক্রয় আছে। বিস্তারিত 9832477228. (C/120470)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি অমিত রায়, পিতা - শ্রী অনুপ রায় আমার জন্ম শংসাপত্রে, আমার মায়ের নাম ভুল থাকায় গত 06-02-2026 তারিখে জলপাইগুড়ি JM 2nd কোর্ট - 5098 - হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Mukti Roy এবং Manika Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলেন। (C/12081)

কর্মখালি

■ ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের ভিতরে ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ এর জন্য ওষুধের কাজ জানা সেলসম্যান এবং ফার্মিসিস্ট প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন (M) - 9830057488/ 9830559072. (C/120462)

কর্মখালি

■ Accountant with GST knowledge, Civil Engineer Required. Ph : 9873326269. (C/120774)

■ শিলিগুড়িতে মেয়েদের হস্টেলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মহিলা রাঁধুনি ও হেল্পার চাই। দিনরাত থাকতে হবে। বেতন ১৫ দিন কাজ দেখে ঠিক করা হবে। 9474498655. (C/120463)

■ ছোট পরিবারের বাড়ির কাজের জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। যোগাযোগ করুন - 9002376470/ 9735771848. (C/120787)

■ শিলিগুড়িতে Tally Erp - 9 জানা ৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১ জন দক্ষ Female Candidate চাই। (M) - 97330-66255. (C/120464)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি সারদাপল্লীতে রান্নাসহ বাড়ীর সমস্ত কাজের জন্য ৮টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কর্মঠ মহিলা চাই। 7586960327. (C120792)

■ Private Car Driver চাই। Mobile No - 9064714278. (C/120797)

■ শিলিগুড়িতে দুধের গাড়ি চালানোর জন্য Commercial লাইসেন্স সহ Driver প্রয়োজন। থাকার ব্যবস্থা আছে। M : 98324-94825. (C/120469)

■ মিলনমোড় শিলিগুড়ি, বাড়ীর কাজের লোক সত্বর চাই। স্বামী স্ত্রী/মহিলা/মেয়ে ২ জন। থাকা খাওয়া সহ বেতন ৫/৬ হাজার। (M) 89107-50023. (C/120468)

■ নতুন সোনালিকা ট্র্যাক্টর বিক্রি করার জন্য Salesman চাই। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি জেলার জন্য। M - 8910746867. (C120902)

■ ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ ঃ মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/120469)

■ Vacancy : Asst. Manager-1 & JR. Asst-3 for Tea Factory at Daspara, Chopra. Send CV @ 9851136807. (C/120470)

■ Tea Company needs B.Com graduate Purchase Assistant for Siliguri Office. Please contact (M) - 8972169294 Email- sondeepteasales@gmail.com. (C/120471)

কর্মখালি

■ জলপাইগুড়িতে দোকানে কাজের জন্য ২১-২৪ বৎসর পরিশ্রমী যুবক প্রয়োজন। Mo. - 7478263545. (C/120282)

■ Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/-. পর্যন্ত। 9434117292. (C/120472)

■ সমগ্র উত্তরবঙ্গে Kitchen Chimney and Domestic Water Purifier Install & Servicing করার জন্য Contractual basis স্থানীয় টেকনিসিয়ান প্রয়োজন। নিজস্ব বায়োডাটা শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ করুন - Mob : 9832363462.

■ Sales Executive to visit in school's preferred with Two Wheeler @ 12K+ Incentive. M:- 73188-99878. (C/120471)

■ Required 1 Male Graduate, Age upto 35 Yrs, Knowledge in Tally, Word, Excel in Cooch Behar. PH No.- 9679676181. (C/119578)

অফিস বয় চাই

■ শিলিগুড়িতে নামী অফিসে লোকাল ছেলে চাই। বেতন 16000/- to 18000/- নিজস্ব টুহুইলার থাকা আবশ্যক। ইন্টারভিউ সোমবার 23/02/2026, 5P.M. to 7.P.M., যোগাযোগ - প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd ফ্লোর, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (C/120474)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কাঁটা উত্তরবঙ্গ লবি?

শেষমুহূর্তে স্বাস্থ্যকর্তাদের শিলিগুড়ি সফর বাতিল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ফের সক্রিয় হচ্ছে উত্তরবঙ্গ লবি! ভোটের মুখে এমন ধারণা ঝেড়ে ফেলতেই শিলিগুড়ি সফর এড়ালেন স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ দুই কর্তা?

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) জোনাল কনফারেন্স হচ্ছে। প্রথম দিন অর্থাৎ শুক্রবার সেখানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ স্বপন সোরেন, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, স্বাস্থ্য নিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা আইএমএ-র রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় নেতা বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায় এবং ডাঃ সুশান্ত রায়ের। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই চারজনের একজনকেও এদিনের কনফারেন্সে দেখা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজেরও উত্তর দেননি। ডাঃ সুশান্ত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুনেই ফোন কেটে দেন।

২০১৫-১৬ সাল থেকে রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গ লবি। মূলত

■ ২১-২২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে আয়োজিত হচ্ছে আইএমএ-র জোনাল কনফারেন্স

■ সেখানেই থাকার কথা ছিল স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার

■ যদিও শেষমুহূর্তে সেই সফর বাতিল করা হয়

জলপাইগুড়ির এক প্রবীণ চিকিৎসক তথা আইএমএ-র দীর্ঘদিনের নেতা এই লবির মূল মাথা। লবিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক প্রাক্তনী, কলকাতার একাধিক চিকিৎসক নেতা রয়েছেন। অভিযোগ, চিকিৎসক, আধিকারিকদের পোস্টিং, নতুন নিয়োগ সবেতেই এই লবি ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছিল। আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে

> স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা আসতে পারছেন না বলে আমাদের জানিয়েছেন।
> **ডাঃ সজল বিশ্বাস**
> *সম্পাদক, আইএমএ শিলিগুড়ি শাখা*

তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার পর উত্তরবঙ্গ লবি চর্চায় চলে আসে। সেই থেকেই কিছুটা হলেও কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন এই লবির চিকিৎসক নেতারা।

যদিও আরজি করের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এই লবি স্বাস্থ্য ভবনে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি সূত্রে খবর। এরই মধ্যে শিলিগুড়িতে ২১-২২ ফেব্রুয়ারি আইএমএ-র উত্তরবঙ্গ জোনাল কনফারেন্সের আয়োজন হয়। মৈনাক পর্যটন প্রপার্টিতে দু'দিন ধরে চলা এই কনফারেন্সে কোচবিহার থেকে মালদা জেলার আইএমএ-র ২৮টি শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব অংশ নিচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা শিলিগুড়িতে আসছেন ধরে নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বৈঠক হতে পারে বলেও ধারণা তৈরি হয়েছিল। প্রস্তুতি সারা ছিল। কিন্তু তাঁরা কেউই শেষ পর্যন্ত আসেননি। স্বাস্থ্যকর্তাদের না আসা নিয়ে আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাসের বক্তব্য, 'স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা আসতে পারছেন না বলে আমাদের জানিয়েছেন।'

প্রশ্ন উঠছে, কথা দিয়েও শেষ মুহূর্তে কেন স্বাস্থ্যকর্তারা পিছিয়ে গেলেন? সূত্রের খবর, বিধানসভা ভোটের আগে স্বাস্থ্যকর্তারা উত্তরবঙ্গ লবির নেতাদের পাশাপাশি বসুন এটা তৃণমূলের চিকিৎসক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন চাইছে না। সে কারণেই এমন পদক্ষেপ।

আ মরি বাংলা ভাষা... *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।*

ভূমি আন্দোলনকে সমর্থন মেয়রের!

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত কাওয়াখালির মাঠ ছাড়া হবে না বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। প্রয়োজনে আন্দোলন বৃহত্তর করা হবে বলে জানিয়েছে কাওয়াখালি পোড়াঝাড় ভূমিরক্ষা কমিটি। শনিবার সেই মঞ্চে গিয়ে জমিদাতাদের দাবিতেই কার্যত সিলমোহর দিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘুরিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন গৌতম। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পাশাপাশি জমিদাতারা যাতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ পান তার জন্য বিষয়টি রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

আন্দোলনকারীদের একটি দল শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে এসে নিজেদের দাবির কথা তুলে ধরার পাশাপাশি মেয়রকে ধর্না মঞ্চে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই মতো এদিন সকালে ভূমিরক্ষা কমিটির ধর্না মঞ্চে যান শিলিগুড়ির মেয়র। জমিদাতাদের দাবিগুলি শোনেন তিনি। জমিদাতাদের তথ্যও চান। সেই মঞ্চেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে গৌতম বলেন, 'প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টানা ২৪ দিন ধরে অনেকে ধর্না মঞ্চে রয়েছেন। সুস্পষ্ট আশ্বাস না পেলে ওঁরা ধর্না মঞ্চ থেকে উঠবেন কি না, জানি না। আমিও একসময় এমন অনেক আন্দোলন করেছি। তাই হঠাৎ করে আন্দোলন তুলে নেওয়ার অনুরোধ আমি করতে চাই না।'

এদিন মেয়রকে কাছে পেয়ে আন্দোলনকারীরা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্য মিঠুন সরকারের কথায়, 'সমস্ত দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত কাওয়াখালির মাঠ আমরা ছাড়ছি না। আমাদের কাছে সমস্ত বৈধ কাগজ রয়েছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনও রাজনীতির যোগ নেই। তবে নির্বাচনের আগে আমাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে হবে। নয়তো আমরা রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করতে বাধ্য হব।' এদিকে, নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরত, বাকি কৃষকদের পুনর্বাসন সহ একাধিক দাবিতে কাওয়াখালি মাঠে ঘর বানিয়ে গত ২৯ জানুয়ারি থেকে ধর্না প্রদর্শন করছে ভূমিরক্ষা কমিটি। এরই মধ্যে বিক্ষোভকারীরা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) অফিসে গিয়েও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এদিন নিজের বক্তব্যে গৌতম জানান, প্রয়োজনে তিনি এসজেডিএ-র চেয়ারম্যানের সঙ্গেও কথা বলবেন। গৌতমের কথায়, 'জমিদাতাদের আন্দোলনে আমরাও ছিলাম। জমিদাতাদের অনেকে রয়েছেন যাঁরা প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ পাননি। বাম আমলে যে কাগজ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ত্রুটি ছিল। সংক্ষিপ্ত আকারে সমস্ত তথ্য চেয়েছি। কলকাতায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সমস্তটা তুলে ধরব।'

এদিকে, এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার জানিয়েছেন, আন্দোলনকারীদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। মেয়রের সঙ্গে কথা হয়েছে। রাজ্য সরকার এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে। শীঘ্রই এই সমস্যা সমাধান হবে।

ভূমি আন্দোলনের মঞ্চে গৌতম দেব। শনিবার। -সঞ্জীব সূত্রধর

সিটংয়ে ইকো ট্যুরিজম ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : দার্জিলিংয়ের ঔষুধি উদ্ভিদের ইতিহাস তুলে ধরা হবে দ্য দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম ফেস্টিভালে। গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) উদ্যোগে সিটংয়ের লাটপাঞ্চারের থামদাড়ায় আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ১ মার্চ এই ফেস্টিভালের আয়োজন করা হবে।

সিঙ্কোনা ছাড়াও পাহাড়জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন রকমের ঔষুধি গাছ। সেগুলির গুণাগুণও প্রচুর। মধুমেহ নিয়ন্ত্রণে রাখতে জঙ্গল সুপারি, ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে গোথালা বাহারার ছাল সহ আরও বিভিন্ন রকমের পাহাড়ি ঔষুধি গাছের ব্যবহার করা হয়। তবে প্রচার কম থাকায় পাহাড়ের ন্যাচারোপ্যাথির বিষয়টি অনেকেরই অজানা। সেই বিষয়গুলিকেই ফেস্টিভালে তুলে ধরা হবে।

এছাড়াও ফেস্টিভালে পাহাড়ি ঐতিহ্যবাহী রান্না, বার্ড ওয়াচিং, অ্যাডভেঞ্চার, ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট) এবং হিমালয়ান হোমস্টে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় জিটিএ এই ফেস্টিভালের আয়োজন করবে। ফেস্টিভাল নিয়ে শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানে অ্যাক্টের তরফে রাজ বসু বলেন, 'বায়োডাইভার্সিটি, খাবার ও পাহাড়ি ঔষুধি গাছের গুণাগুণ তুলে ধরা হবে। জিটিএ এলাকার হোমস্টের মালিকরা এই ফেস্টিভালে যোগ দেবেন। এছাড়াও নেপাল, ভুটান, নর্থইস্ট থেকেও ট্যুর অপারেটররা আসবেন। তাঁদের দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, খাবারের সঙ্গে পরিচয় করানো হবে।'

স্কুলে ড্রাফটিং টিচার

চোপড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে ড্রাফটিং টিচার দিয়ে চালু করা হল কালীগছ আদিবাসী জুনিয়ার হাইস্কুল। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কালীগছ জুনিয়ার হাইস্কুলে শিক্ষকের অভাবে চলতি শিক্ষাবর্ষে ৩৩ জন পড়ুয়াকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এরইমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে স্কুল চালুর দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। চোপড়া নর্থ সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত স্কুল পরিদর্শক ফারুক মণ্ডল বলেন, 'কালীগছ আদিবাসী জুনিয়ার হাইস্কুলে আপাতত স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের দুজন ড্রাফটিং টিচার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে একজন শিক্ষক স্কুলে যোগ দিয়েছেন।' এলাকার চাদরাগছ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ধনঞ্জয় সিংহ বলেন, 'আপাতত আমি কয়েকদিন ধরে স্কুল আসা শুরু করেছি। পড়ুয়াদের মধ্যে দু'-একজন করে আসতে শুরু করেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ১০ জন পড়ুয়া পাওয়া গিয়ছে। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা স্কুল চত্বরে অবস্থিত প্রাইমারি স্কুলেই রয়েছে। রবিবার অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার পরই রুটিনমাফিক ক্লাস চালু করা হবে।

ধস্তাধস্তি

চোপড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার চিতলঘাটা এলাকায় শনিবার সন্ধ্যায় অন্যের জমির উপর দিয়ে বালিবোঝাই গাড়ি নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে জমির মালিক ও বালি কারবারিদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। চোপড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জমির মালিক রেজুয়ান আলম বলছেন, 'স্থানীয় বালি কারবারিদের একাংশ আমার জমির ওপর দিয়ে গাড়ি চালালে আপত্তি করায় এদিন আমার পরিবারের লোকজনের ওপর চড়াও হয়।' তবে এ ব্যাপারে কোনওরকম লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। নতুন করে যাতে ঝামেলা তৈরি না হয়, সেজন্য পুলিশের নজরদারি জারি আছে।

হাতির হামলা থেকে বাঁচলেন রেঞ্জ অফিসার

বাগডোগরা, ২১ ফেব্রুয়ারি : 'রাখে হরি মারে কে'- এই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য বাস্তবে পরিণত হয়েছে ব্যাংডুবি এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষের জীবনে। শনিবার বিকেলে নতুন জীবন পাওয়ার কথা বলতে গিয়ে বারবার গলা কেঁপে উঠছিল মানসের।

কী হয়েছিল? এদিন বিকেল তখন ৪টে ৪৫ মিনিট। বাগডোগরা জঙ্গলের টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটের কাছে বনের পথে গাড়ি নিয়ে ডিউটি করছিলেন বনকর্মীরা। তার ঠিক পিছনের একটি গাড়িতে একাই ছিলেন মানস। তাঁরা দেখতে পান, হাতির একটি দল সামরিক বিভাগের সাপ্লাই ডিপোর জঙ্গলের দিক থেকে রাস্তা পার হয়ে ১৯৫৫-এর প্ল্যান্টেশনের দিকে যাচ্ছে। বন বিভাগের কর্মীরা কিছুটা দূর থেকে নজর রাখছিলেন। পিছনে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে মানসও নজর রাখছিলেন। এর মধ্যে হঠাৎ করে একটি হাতি এসে মানসের ওপরে চড়াও হয়। মানস দ্রুত ছুটে পালান।

মানসের নাগাল না পেয়ে হাতিটি গাড়ির ওপরে হামলা চালায়। গাড়িটি ঠেলে কিছুটা দূরে নিয়ে যায়। এর পরে একটি শাবকও চলে আসে সেখানে। বনকর্মীরা এগিয়ে এসে হাতি দুটিকে বনের গভীরে পাঠিয়ে দেন।

মানস বলেন, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে নজর রাখছিলাম। দলটি জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এভাবে পিছন থেকে এসে আক্রমণ করবে তা ভাবতেও পারিনি।' এদিকে দুই দাঁতাল এবং এক মাকনার মধ্যে সঙ্গিনী দখল করা নিয়ে লড়াই স্তিমিত হয়েছে। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তিন হাতি বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতির লড়াই চলায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পট বন্ধ রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে।'

ফের বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি : রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ফের উত্তাল হল গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিলোজি গ্রাম। শনিবার মূল রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে শামিল হলেন গ্রামবাসীরা। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি একই দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন নিলোজি গ্রামের সাধারণ মানুষ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ৩৫ থেকে ৪০ বছর ধরে এই এলাকা উন্নয়নমূলক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। বারবার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও শুধু আশ্বাস মিলেছে।

এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য মৌসুমি খাতুন গ্রামবাসীকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, 'কাজ অবশ্যই হবে, তবে ধৈর্য ধরতে হবে।' এদিকে, এলাকাবাসী জানিয়েছেন দ্রুত রাস্তা সংস্কার না করা হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

মোবাইল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার ওয়্যারহাউস থেকে চুরি যাওয়া ১৫টি মোবাইল উদ্ধার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। গত ১৮ তারিখ ওই ওয়্যারহাউসের আধিকারিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সংস্থারই কর্মী সমীর চৌধুরী ও রোহিত ভগতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে চুরির কথা স্বীকার করে ধৃতরা। শেষমেশ শুক্রবার রাতে সমীরের বাড়ি থেকে মোবাইলগুলি উদ্ধার হয়। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানান, অভিযুক্তরা আরও কোনও চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মিলছে না তপশিলি বন্ধু ভাতা

জন্মমৃত্যু পোর্টালে দু'বছর আগেই 'মৃত'

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : জীবিত কিন্তু মৃত! শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। তবে এসআইআর-এ নয়। তাহলে? রাজ্যের জন্মমৃত্যু পোর্টালে শেষ দু'বছর ধরে মৃত করে দেওয়া হয়েছে খড়িবাড়ি ব্লকের অধিকারী বারাসতভিটার ৭২ বছর বয়সি জ্যোৎস্না মণ্ডলকে। এই কারণে তাঁর তপশিলি বন্ধু ভাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি একাধিকবার প্রশাসনের দরজায় ঘুরেও কোনও লাভ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং খড়িবাড়ির বিডিওকে অভিযোগ জানান বৃদ্ধা। তারপরই গত বৃহস্পতিবার গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বৃদ্ধাকে একটি লাইফ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে।

জ্যোৎস্নার কথায়, 'আমি তো জীবিত। অথচ আমাকে মৃত বলা হচ্ছে। আর এটা এখন প্রমাণ করার জন্য এই বয়সে প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হচ্ছে।' তিনি জানান, প্রায় ৪ বছর ধরে ভাতা পেয়েছেন। তবে দু'বছর ধরে হঠাৎ টাকা ঢোকা বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত ভাতা চালু করার দাবি জানিয়েছেন বৃদ্ধা।

ওই বৃদ্ধাকে মৃত দেখানো হলেও, দু'বছর ধরে তিনি দিব্যি রয়েছেন বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এমনকি বৃদ্ধা এসআইআর-এর জন্য এনুমারেশন ফর্মও জমা করেছেন। খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁর নামও রয়েছে। অথচ সরকারি জন্মমৃত্যু পোর্টালে দু'বছর আগে তাঁকে মৃত করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বৃদ্ধার পাশাপাশি হতবাক তাঁর পড়শিরাও।

বৃদ্ধার ছেলে গোবিন্দ মণ্ডল বলছেন, 'মা জীবিত। এসআইআর-এর জন্য এনুমারেশন ফর্ম জমা করেছেন। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির জন্য কোনও নোটিশ আসেনি। খসড়া ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। আর এদিকে সরকারি পোর্টালে মাকে মৃত দেখানো হয়েছে। বহুবার বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত অফিস ঘোরাঘুরি করেও লাভ হয়নি। মা অসুস্থ, পেনশনের টাকাটা ওষুধের জন্য খুবই জরুরি।'

পুরো বিষয়টি নিয়ে রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংয়ের বক্তব্য, 'ঘটনাটা জানা ছিল না। জীবিত মানুষের সরকারি সুযোগসুবিধা বন্ধ থাকার কথা নয়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।' জ্যোৎস্না জানিয়েছেন, দু'বছর আগে চিকিৎসার জন্য ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। তবে সেখানে গিয়ে জানতে পারেন তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা বন্ধ

■ রাজ্যের জন্মমৃত্যু পোর্টালে দু'বছর ধরে 'মৃত'

■ ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তপশিলি বন্ধু ভাতা

■ প্রশাসনের দরজায় একাধিকবার গিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ

হয়ে গিয়েছে। বিডিও অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন জন্মমৃত্যু পোর্টালে তিনি মৃত। এই কারণে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার মরিয়া প্রচেষ্টা করেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ বৃদ্ধার।

যদিও খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বলছেন, 'জ্যোৎস্না মণ্ডল অভিযোগপত্র জমা করেছেন। ঠিক কী সমস্যা হয়েছে দেখতে হবে। তদন্ত করে বিষয়টি ঠিক করে দ্রুত ভাতা চালু করা হবে।'

চা মহল্লার নাবালিকাকে 'ধর্ষণ', ধৃত দুই

নকশালবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : নকশালবাড়িতে চা মহল্লার এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হলেন দীনেশ চিকবড়াইক ও রোমান ওরাওঁ। প্রথমজন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত ও অপরজন হাতিঘিসার বাসিন্দা।

ঘটনার সূত্রপাত মাস তিনেক আগে। অভিযোগ, ধৃত এই দুজন চা বাগানের এক নাবালিকাকে ফুসলিয়ে বাগানে নিয়ে যান। পরে সুযোগ বুঝে তাঁরা তাকে ধর্ষণ করেন। কাউকে কিছু বললে খুন করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয় ওই নাবালিকাকে। প্রথমদিকে ভয়ে ওই নাবালিকা কাউকে কিছু বলেনি। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধৃত দুই তরুণ পরে ওই নাবালিকার সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করেন বলে অভিযোগ। দিন কয়েক পরে পরিবার ওই নাবালিকার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার বিষয়টি জানতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদে ওই নাবালিকা ঘটনাটি পরিবারের সদস্যদের খুলে বলে। নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতেই অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

হাইটেনশন তারের নীচে ঝুঁকির হাট

ফাঁসিদেওয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি : পেট বড় বালাই। জীবনধারণের তাগিদে রুজিরুটির সংস্থানই যেখানে মুখ্য, সেখানে প্রাণের ঝুঁকিও যেন তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই চরম ঝুঁকি নিয়ে মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া হাইটেনশন বিদ্যুৎবাহী তারের নীচেই পসরা সাজিয়ে বসছেন শয়ে-শয়ে কৃষক ও ব্যবসায়ী। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গোয়ালটুলি হাটের। ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েতের এই হাটটি আগে মহানন্দা ক্যানাল সেতুর অপর প্রান্তে কান্তিভিটা এলাকায় বসত। ২০১৭ সালে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ফোর লেন তৈরির কাজ শুরু হলে হাটটি স্থানান্তরিত করে গোয়ালটুলি মোড়ে নিয়ে আসা হয়। জাতীয় সড়কে দ্রুতগামী যানবাহনের হাত থেকে কৃষকদের ফসল ও যাতায়াত সুরক্ষিত করতেই তখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এখন হাটটি বসছে একটি ব্যক্তিগত জমিতে, যার ঠিক

ওপর দিয়েই গিয়েছে হাইটেনশন বিদ্যুৎবাহী লাইন।

কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়ায় এই হাটে ছোট ও মাঝারি কৃষকদের ভিড়ই বেশি। মূলত প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার এবং শনিবার এখানে হাট বসে। টাটকা শাকসবজি কিনতে আশপাশের এলাকা থেকে কয়েক হাজার ক্রেতা এই বাজারে ভিড় করেন। মাঝে হাট স্থানান্তরের জেরে ব্যবসায় কিছুটা মন্দা দেখা দিলেও, বর্তমানে বাজারটি বেশ জমে উঠেছে। এক কৃষক আক্ষেপের সুরে বলেন, 'সবজি বিক্রি করার জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গার দরকার। সরকার তো তেমন কোনও ব্যবস্থা করেনি।' সবজি ব্যবসায়ী কানু সরকারের কথায়, 'সরকার যদি হাটের জন্য নির্দিষ্ট সুরক্ষিত জায়গা করে দেয়, তবে কাউকেই এভাবে ঝুঁকি নিতে হয় না।' বাজার করতে আসা স্থানীয় বাসিন্দা নগেন বর্মন মাঝেমধ্যেই আতঙ্কিত চোখে তাকাচ্ছিলেন ওপরের তারের দিকে। তিনি বলেন, 'ভগবান না করুন, কোনওদিন যদি তার ছিঁড়ে পড়ে, তবে দ্বিতীয় সুযোগ কেউ পাবেন না।'

ফাঁসিদেওয়ার প্রধান অণিমা রায়ের দাবি, 'আগে হাট সরানোর ফলে অনেক ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয়েছিল। এখন ব্যবসায়ীরা চাইলে আমরা সরকারের তরফে নতুন একটি ফাঁকা জমিতে হাট তৈরির পরিকল্পনা করতে পারি। চোপড়ামারি এলাকায় পড়ে থাকা কয়েক বিঘা সরকারি জমিতে শেড তৈরি করে সব ধরনের সুযোগসুবিধা দেওয়া সম্ভব।'

অর্কিডের রংয়ে পৃথিবীকে উপলব্ধি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : যখন সুখের একটি দরজা বন্ধ হয়ে যায়, অন্যটি খুলে যায়। কিন্তু প্রায়শই আমরা বন্ধ দরজার দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে থাকি যে আমাদের জন্য যেটি খোলা হয়েছে, তা আমরা দেখতে পাই না, নিজের সংগ্রাম ও অন্ধত্বের অভিজ্ঞতার থেকে কথাগুলি বলেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান লেখক হেলেন কেলার। তাঁর সম্পর্কে জানা তো দূরের কথা, হেলেনের নামও শোনেননি কালিম্পংয়ের রিশপের বাসিন্দা দাওয়া অ্যাঞ্জেল শেরপা। কিন্তু হেলেনের মতো তিনিও মনুষ্যসৃষ্ট নয়, ঈশ্বরের তৈরি পৃথিবী দেখেন।

শুধু দেখেন না, দেখাতে চান আরও পাঁচজনকে। যে কারণে ৮০ শতাংশ দৃষ্টিহীন হয়েও নিজের বাগানে অর্কিডের ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছেন দাওয়া, বছরের পর বছর ধরে। লাল, সাদা, গোলাপি, হলুদ, সবুজ- তাঁর বাগানে রংয়ের অভাব নেই। কমতি নেই অনুভূতির। নিজস্ব অনুভূতি দিয়েই ৫৭ বছরের দাওয়া রঙিন করে তুলছেন পাহাড়কে। তাঁর হাতে তৈরি ইলিয়ট, পিচ স্ট্যান্ডার্ড, লেডিস ডুক বেলে তৈরি ভিস্তা, কুরালটা পার্কের মতো উন্নত প্রজাতির অর্কিডের চারা এখন পৌঁছে যাচ্ছে পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে। অর্কিড চাষে তিনি অনুপ্রাণিত করছেন পাহাড়ের তরুণ-তরুণীদের, দরজা খুলে দিতে চাইছেন কর্মসংস্থানের। নিজস্ব উদ্যোগে প্রযুক্তিগত সাহায্যের ক্ষেত্রে দাওয়া অবশ্য পাশে পেয়েছেন কালিম্পংয়ের জেলা উদ্যানপালন, কৃষি ও জলসম্পদ দপ্তরকে।

অর্কিড ফুলের শোভা বাড়িয়েই কালিম্পংয়ের দাওয়া এখন পাহাড়ে পরিচিত নাম। কিন্তু ২৫ বছর আগে যখন অর্কিড চাষ শুরু করেছিলেন, তখন তাঁকে তেমন কেউই চিনতেন না। আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে বেছে

নিয়েছিলেন বাড়ির কিছুটা জায়গা, তৈরি করেন অর্কিড বাগান। তখন অবশ্য তাঁর দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক ছিল। বংশগত চোখের রোগে ধীরে ধীরে দৃষ্টি হারাতে থাকেন তিনি। ২০০৮ সাল থেকে দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু থেমে না গিয়ে হেলেনের মতোই নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। গাছের পরিচর্যার মাঝে দাওয়ার স্মৃতিরোমন্থন, 'পাহাড়ে বিভিন্ন রকমের ফুলের গাছ রয়েছে। বাবার সঙ্গে সেই গাছেই পরিচর্যা করতাম। এই পরিচর্যার মাঝে অর্কিড ভালোবাসা। ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড চাষ শুরু করলাম।'

সেই ভালোবাসার টানে প্রতিদিন সকাল পাঁচটা থেকে শুরু হয় দাওয়ার অর্কিড প্রেম। সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন অর্কিডে নানান ফুল ফোটে। রিশপে ঘুরতে আসা পর্যটকরা দাওয়ার বাগানে পা রাখেন, মুগ্ধ হন। কেউ কেউ পছন্দের গাছ কিনে নেন। তাঁর বাগানের অর্কিড এখন কিনছে বিভিন্ন হোমস্টে এবং পাহাড়ের নার্সারিগুলি। এ সময় ৩০-৪০ হাজার অর্কিড বিক্রি হয় বলে জানান দাওয়া। দৃষ্টিশক্তির সমস্যার জন্য বিভিন্ন মেলায় অংশ নেন না বা নিতে পারেন না তিনি। অন্যথায় রোজগারটা আরও ভালো হত। জলসম্পদ অনুসন্ধান উন্নয়ন বিভাগের আদমি প্রোজেক্টের দুজন কৃষি বিশেষজ্ঞ সুধাকর লামা ও বরুণকুমার পান্ডের বক্তব্য, কীভাবে উন্নত পদ্ধতিতে অর্কিড চাষ করা যায়, তা তাঁরা শেখালেও, অর্কিড চাষে দাওয়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতা তাঁর চাষকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। পাহাড়ি ফুলটিকে অন্য উচ্চতা দিতে চাইছেন দাওয়াও।

শিলিগুড়ির ট্রাফিক ব্যবস্থায় ক্ষোভ

সেনার ক্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : কর্তব্যরত অবস্থায় সেনাবাহিনীর ক্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আঘাত পেয়ে মৃত্যু হল এক ট্রাফিক কনস্টেবলের। শনিবার বিকেলে শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় সেনার ক্রেনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনার পর শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ট্রাফিককর্মীর নাম অমিত ওরাওঁ (৪২)। তিনি আলিপুরদুয়ারের শালকুমারহাটের বাসিন্দা। দেড় বছর ধরে তিনি জংশন ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত ছিলেন। থাকতেন পুলিশ লাইনে। তাঁর দুই সন্তান ও স্ত্রী বাগডোগরায় থাকে। শনিবার বিকেলে দার্জিলিং মোড়ে ট্রাফিক কিয়স্কের কাছে কর্মরত ছিলেন অমিত। তখন সেনাবাহিনীর একটি ক্রেন যাওয়ার সময় বাঁ দিকে ঘেঁষে ওই ট্রাফিককর্মীর সামনে চলে আসে। প্রত্যক্ষদর্শী অন্য ট্রাফিককর্মীরা জানিয়েছেন, ক্রেনটি বাম পাশের অংশ দিয়ে ওই ট্রাফিককর্মীর মাথায় সজোরে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে ওই ট্রাফিককর্মী ছিটকে পড়েন। এই ঘটনায় অমিতের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। দ্রুত তাঁকে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন সন্ধ্যায় সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

আবার প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে জানাচ্ছেন, ধাক্কা মারার পর ক্রেনের চাকা ওই কনস্টেবলের ওপরে উঠে গিয়েছিল। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সেনার ওই ক্রেনটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্রেনের চালককে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতকে রবিবার

- দার্জিলিং মোড়ে ট্রাফিকের কিয়স্কের কাছেই ছিলেন কনস্টেবল অমিত ওরাওঁ
- সেনার ক্রেনটি ওই ট্রাফিককর্মীর মাথায় সজোরে ধাক্কা মারে
- তাঁকে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সন্ধ্যায় সেখানেই মৃত্যু হয়

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এ নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলছেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, ক্রেনের বাম দিকের অংশ আমাদের কর্মীর দিকে চেপে এসে ধাক্কা মারে। তদন্তে আরও কিছু উঠে আসে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, শিলিগুড়িতে গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। এতে ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জংশন ট্রাফিক গার্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং মোড়ে ট্রাফিক কিয়স্কের সামনে টোটো, সিটি অটো ও বাস দাঁড়ানোর ফলে সবসময়ই যানজট তৈরি হয়। তাই ওই জায়গায় যাতে কোনও ধরনের যাত্রীবাহী গাড়ি দাঁড়াতে না পারে, সেজন্য একজন করে ট্রাফিককর্মী মোতায়েন করা হয়। এদিন সেই দায়িত্বেই ছিলেন অমিত। ইন্দ্র দাস নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন, 'সেসময় আমি দার্জিলিং মোড়ে ট্রাফিকের কিয়স্কের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। দার্জিলিং মোড় দিয়ে সুকনা যাওয়ার টার্নিংয়ের অংশে গাড়ির লম্বা লাইন থাকায় মিলিটারি ক্রেনটি বাঁদিকে চলে আসে। ক্রেনটি বাঁদিকে এতটাই চলে আসে যে, কিয়স্কের ওই অংশে কর্তব্যরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিককর্মীর সরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না।' সরে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও অমিতের মাথায় একপাশে ক্রেনের বাম পাশের অংশ গিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটনার পরেই সেনাবাহিনীর ওই ক্রেনটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

শহরের বাসিন্দা বিপুল বিশ্বাস বলছেন, 'বর্তমানে যা পরিস্থিতি, দিন হোক কিংবা রাত, শহরের রাস্তায় কেউই এখন আর নিরাপদ নন।'

যানজটে নাকাল

চাকুলিয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি : চাকুলিয়া বাজার সহ কালীবাড়ি এলাকায় যানজট স্থানীয় বাসিন্দাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শনিবার হাটের দিন এই সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। তার ওপর যুবসাথীর ফর্ম জমা দিতে চাকুলিয়া ব্লক অফিসে ভিড় উপচে পড়েছিল। ব্লক অফিসে আসা অনেকেই রাস্তার ধারে বাইক পার্ক করে রাখায় যানজট আরও বাড়ে। কিন্তু এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষোভ জমছে।

এদিন যানজটের জেরে টোটোচালকরা যাত্রী নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকেন। রাকেশ দাস নামে এক ভুক্তভোগী তরুণের কথায়, 'এত তীব্র যানজটের মধ্যেও যান নিয়ন্ত্রণে কোনও ট্রাফিক পুলিশকর্মীকে দেখা যায়নি। ফর্ম জমা দিতে গিয়ে আমাদের ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়।' তপন দাস নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলছেন, 'প্রতিদিন বাজারে আসা-যাওয়ার সময় নাকাল হতে হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ থাকলে অন্তত কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হত।'

স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন, চাকুলিয়া বাজার ও কালীবাড়ি এলাকায় স্থায়ী ট্রাফিক ব্যবস্থা করা দরকার। এই বিষয়ে চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন বলছেন, 'এলাকার যানজটের সমস্যা দীর্ঘদিনের। যানজট নিরসনে আমরা বিকল্প রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করছি। বাংলার যুবসাথী প্রকল্পের ফর্ম জমা দেওয়া শুরু হয়েছে। আজ হাটের দিন যানজটের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। আগামী দিনে যাতে সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর থাকবে। সমস্যা সমাধানের জন্য পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।' এদিকে চাকুলিয়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার উপর টোটো, বাইক রাখার জন্য যানজটের সমস্যা বাড়ছে। এ বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ফের ভিডিও ভাইরাল

ইসলামপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর থানার কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলে সালিশি সভায় মারধরের পুরোনো ভিডিও ভাইরালের (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি ও এক মহিলাকে গ্রাম্য সালিশি সভায় বসিয়ে মারধর করা হচ্ছে। অভিযোগ, মৌলানি এলাকার বাসিন্দা দুই সন্তানের বাবা এক তরুণীকে নিয়ে পালিয়ে যান। পরে তাঁরা গ্রামে ফিরলে সালিশি সভা ডেকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়া হয় বলে দাবি। তৃণমূলের বর্তমান সুজালি অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তার বলছেন, 'ভাইরাল ভিডিওটি পাঁচ বছর আগের।' এ বিষয়ে তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লকের সহ সভাপতি তথা সুজালি অঞ্চল কোর কমিটির চেয়ারম্যান মহম্মদ কামালউদ্দিন বলছেন, 'তৎকালীন অঞ্চল সভাপতি আবদুল হকের নির্দেশে এসব চলত।' তবে অভিযুক্ত আবদুলকে সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে এবং ৭টা ৪৫ মিনিটে দু'বার ফোন করা হলেও প্রযুক্তিগত কারণে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ত্রয়ী।। গুজরাটে কচ্ছের রনে গ্রেট ফ্লেমিংগোগুলির ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির অভিরূপ দে।

পৃথক রাজ্যের পক্ষে নেই বড় দলগুলি

কাকে সমর্থন, দ্বিধায় কামতাপুরি দলগুলি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : মহা ফ্যাসাদে রাজ্যভাগের দাবিদার ছোট দলগুলি। শাসক বা বিরোধী বড় দলগুলি বিভিন্ন সময় বিশেষ করে রাজবংশীদের স্বার্থে নানা আশ্বাস দিয়েছে। বিজেপির একাংশ একসময় সরাসরি আলাদা উত্তরবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে সওয়ালও করেছিল। তৃণমূল তো স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, এসব দাবিতে তাদের সায় নেই। বরং বিধানসভায় বাংলা ভাগ বিরোধী প্রস্তাবের পক্ষে তৃণমূল ও বিজেপি ভোট দিয়েছে।

ফলে আরেকটা বিধানসভা ভোটের আগে এখন কামতাপুর বা গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবিদার দলগুলি ফাঁপরে পড়েছে। বড় দলগুলিকে সমর্থন করলে কীসের ভিত্তিতে করবে, বুঝেই পাচ্ছে না তারা। আবার আলাদা লড়লে অস্তিত্ব সংকটের সম্ভাবনা টের পাচ্ছেন ওই দলগুলির নেতারা। আক্ষেপ আর হতাশা তাই ঝরে পড়ছে তাঁদের মুখে।

কেএলও'র শীর্ষ নেতা জীবন সিংহ অনেকদিন থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। যদিও তাঁদের দাবিপূরণ হয়নি। শনিবার তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'ভোট এলে কলকাতার লোকজনের আনাগোনা বাড়ে শুধু এ অঞ্চলের মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্য। এরা সব ভাঁওতাবাজ।'

শনিবারই কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিয়েছেন গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের নেতা তথা বিজেপি সাংসদ নগেন রায়। যদিও তাঁর বক্তব্য, 'পাগলের প্রলাপ নাকি। সম্মান নিলেই কাউকে সমর্থন করা হয় না। যাঁরা জাতি, মাটির পক্ষে, তাঁদের সঙ্গে আমরা।'

কিন্তু কারা এই 'জাতি ও মাটির স্বার্থে' তা নিয়ে ধন্দ কম নয়। অনেক সংগঠনই আলাদা উত্তরবঙ্গ রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবিতে আন্দোলন করছে। এই দলগুলির কোনওটির দাবি কোচবিহার রাজ্য

> ভোট এলে কলকাতার লোকজনের আনাগোনা বাড়ে শুধু এ অঞ্চলের মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্য। এরা সব ভাঁওতাবাজ।
>
> **জীবন সিংহ**
> *কেএলও'র শীর্ষ নেতা*

পুনরুদ্ধার, কেউ বা কামতাপুর রাজ্য গঠনের দাবিতে সরব। এছাড়া রাজবংশী বা কামতাপুর ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি রাজবংশীদের তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দান, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন এবং আরও কয়েকটি দাবি আছে তাদের।

কামতাপুর (প্রগ্রেসিভ) পার্টির নেতা বুধারু রায়ের বক্তব্য, 'রাজনৈতিক দলের নেতারা ভোট এলেই আলোচনায় বসতে চান। আমাদের দাবিগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। কিন্তু ভোটের পরে তাঁদের আর দেখা পাওয়া যায় না। এখন সব দল বলছে, তাদের সমর্থন জানাতে। এটা নতুন বিষয় নয়। ভোট এলেই হয়। ফলে এবার ভাবতে হচ্ছে আমাদের।'

ওই দলের আরেক নেতা অধীর রায়ের বক্তব্য, 'রাজনৈতিক দলগুলির ছক বোঝার আর বাকি নেই। এবার ভোটের আগে আমাদের দাবি পূরণ না করলে ভাবতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা আলাদা লড়াই করব।' তৃণমূল নেতা তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের অবশ্য স্পষ্ট বক্তব্য, 'রাজ্যভাগের আশ্বাস তৃণমূল কখনও দেয়নি। তাতে যদি কোনও সংগঠন মনে করে পক্ষে থাকবে, তাহলে থাকবে।'

বিজেপির রাজ্য কোর কমিটির সদস্য বাপি গোস্বামী বলেন, 'আমরা রাজ্যভাগের পক্ষে নই ঠিকই, তবে উত্তরবঙ্গকে রাজ্য সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে আমরা সোচ্চার। তাতে স্থানীয় সংগঠনগুলির দাবিগুলি কিছুটা রক্ষা পেতে পারে।' বিজেপির একাংশ প্রথম দিকে এসব দাবির পক্ষে বললেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে এখন মুখে কুলুপ।

পৃথক রাজ্যের দাবিদার সংগঠনগুলি প্রায় প্রতিটি ভোটে এসব দাবি পূরণে আশ্বাসের ভিত্তিতে কোনও না কোনও বড় দলকে সমর্থন করে থাকে। এবার কাকে সমর্থন জানাবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে দোটানা। দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মনের দাবি, 'আমরা এবার কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের কথা বলিনি। দেখা যাক কী হয়।'

'বাংলার বাড়ি'তে ক্ষোভ মাটিগাড়া-১ পঞ্চায়েতে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : নগরোন্নয়নের ছোঁয়ায় পালটে গিয়েছে চম্পাসারি। পুরনিগমের এলাকা তো বটেই, এখানকার গ্রামীণ পথের দু'ধারে এখন বহুতলের সারি। কিন্তু বাংলার বাড়ি প্রকল্পে মাটিগাড়া ব্লকে চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই উপভোক্তার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দু'দফায় এখানে উপভোক্তার সংখ্যা ৩০৭। অথচ মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উলটো ছবি। সেখানে দুই দফায় মাত্র ৩০ জন উপভোক্তা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে পাকা ঘর পেয়েছেন। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায়ের বক্তব্য, '২০১৮ সালের সমীক্ষার তালিকায় যোগ্য থাকার পরেও অনেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তার ফলেই মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অনেকে প্রকল্পের সুবিধা পাননি। তবে তাঁদের পাকা বাড়ির স্বপ্ন যেন বাস্তবায়িত হয়, সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হয়েছে। আশাবাদী সকলেই দ্রুত বাংলার বাড়ি প্রকল্পে পাকা ঘর পাবেন।'

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মাটিগাড়া ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে দুই দফায় মোট ৭৬০ জন উপভোক্তা পাকা বাড়ি পেয়েছেন। ওই তালিকায় চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৩০৭ জনের নাম রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানকার ২৬৭ জন উপভোক্তা প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। আঠারোখাই, পাথরঘাটা ও মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা দু'দফা মিলিয়েও দুই অঙ্কে আটকে। সবচেয়ে নীচে থাকা মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দু'দফা মিলিয়ে উপভোক্তার সংখ্যা ৩০। যে কারণে এলাকায় রয়েছে ক্ষোভ। প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরেও সরকারি ঘর পাননি বলে আবেদনকারীদের বক্তব্য। এখানকার মমতাপাড়ার বাসিন্দা সোমা রায় ও লীলা মহন্তরা জানান, টিনের বাড়িতে কোনওভাবে তাঁরা বসবাস করছেন। ঝড়-বৃষ্টির রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারেন না। কিন্তু একাধিকবার আবেদন করার পরেও তাঁরা সরকারি ঘর পাননি। এই পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলছেন, 'অনেক আবেদনকারী বাংলার বাড়ি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। তাঁরা যাতে পাকা ঘর পান, সেক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছি।' বিরোধী দলনেতা রানা রায়ের কটাক্ষ, 'এ রাজ্যে যোগ্যরাই বঞ্চিত। এক্ষেত্রেও তা প্রমাণিত হয়েছে।'

পরিদর্শন

ইসলামপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। মালদা বিভাগের পরিবর্তন যাত্রা শুরু হবে ইসলামপুর থেকে। এই বিভাগে উত্তর এবং দক্ষিণ মালদা সহ উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শনিবার বিকেলে সেই জায়গাটি পরিদর্শনে আসেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল।

অম্বিকানগরে পুড়ে যাওয়া দোকানের জায়গাতেই বসেছে বাজার।

গ্রেপ্তার মা-মেয়ে

খড়িবাড়ি ও শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে বাড়িতে মাদক কারবার চালাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন মা ও মেয়ে। ধৃতদের নাম পুতুল খাতুন ও আকালি খাতুন। দুজনের বাড়ি পানিট্যাঙ্কি গৌরসিংজোত এলাকায়। তাঁরা পানিট্যাঙ্কিতে বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে খুচরো মাদক বিক্রির ব্যবসা চালাচ্ছিলেন বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল। শনিবার দুপুরে খড়িবাড়ি পুলিশের একটি দল তাঁদের বাড়িতে হানা দেয়। তল্লাশি চালিয়ে ১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ১৬ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের খড়িবাড়ি থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনতোষ সরকার বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা করা হয়েছে। রবিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।'

এদিকে, শুক্রবার রাতে মাটিগাড়া বাজার এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম ময়না খাতুন। বাড়ি মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনি এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রেলের জমিতে ছাই দোকান

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার রাতে রেলের জমিতে থাকা অম্বিকানগর বাজারে অবৈধ একাধিক দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু শনিবার ফের সেই এলাকাতেই পুড়ে যাওয়া দোকানের জায়গায় কয়েকজন সবজির পসরা সাজিয়ে বসে পড়েন। আগুন লাগার ঘটনা যাতে রেল জানতে না পারে, সেজন্য চেষ্টা চালাতে দেখা যায় স্থানীয় কিছু দাদাকে। এদিন বাজারে ঢুকে পুড়ে যাওয়া দোকানের ছবি তুলতে গেলে শুরু হয় দাদাগিরি। ছবি তুলতে বাধা দিয়ে কয়েকজন কার্যত তেড়ে আসেন। কোনও পুড়ে যাওয়া দোকানের ছবি তোলা যাবে না বলে হুঁশিয়ারিও দেন।

অম্বিকানগর বাজারটি যেভাবে রয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা এড়ানো যাচ্ছে না। অম্বিকানগর রেলগেট লাগোয়া বাজারটি তুলে দেওয়ার জন্য আরপিএফের তরফে একাধিকবার অভিযান চালানো হয়। কিছু দোকান ভেঙেও দেওয়া হয়। কিন্তু বাঁশ, কাঠ, টিন দিয়ে আবার অস্থায়ী দোকান বানানো হয় সেখানেই। অভিযোগ, স্থানীয় দাদাদের অঙ্গুলিহেলনে সবটা চলছে। বিষয়টি নিয়ে এডিআরএম অজয় সিং বলছেন, 'আগুন লাগার বিষয়টি জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখছি। এর আগে অম্বিকানগরের বাজার তুলে দেওয়া হয়েছে। অবৈধ বাজারের বিরুদ্ধে ফের অভিযান হবে।'

শুক্রবার আগুনে পুড়ে গেলেও শনিবার ফের সেই জায়গায় কয়েকজন সবজির পসরা সাজিয়ে বসেন। শুক্রবার রাতে আগুন লাগার পর দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এনজেপি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। এদিকে, আগুন লাগার ঘটনা রেল জানলে ফের পুলিশ নাকি অভিযান করবে, সেই আশঙ্কা থেকে স্থানীয় দাদারা গোটা খবরটি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বাজারে ঢুকলে এদিন দুই তরুণ দাদাগিরি শুরু করেন। তাঁদের নাম জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলতে চাননি। ফোন নম্বর চাওয়া হলেও কেউ দিতে চাননি। একজনের কথায়, 'বাজারে কোনও ছবি তোলা যাবে না। কোনও খবর হোক, আমরা চাই না। ছবি করলে সেটা ভালো হবে না।' কথা বলার মাঝেই এক তরুণ কার্যত তেড়ে এসে বাজার থেকে চলে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

রাজ্য সড়কে ইটের তাপ্পিতে ভোগান্তি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সড়ক নাকি ইটের রাস্তা- তা চেনা দায়। শিলিগুড়ি-খড়িবাড়ি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কের পিডব্লিউডি মোড় থেকে কদমতলা মোড় পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার এখন এমনই ভয়াবহ দশা। দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই বেহাল পরিস্থিতি। তাই স্থানীয় মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। গত বছর স্থানীয়রা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ দেখানোর পর, পুজোর আগে জরুরি ভিত্তিতে উঁচুনীচু করে ইট বিছিয়ে রাস্তাটি কোনওরকমে যাতায়াতের যোগ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর পাঁচ মাস কেটে গেলেও স্থায়ী সংস্কারের কোনও লক্ষণ নেই। ধুলোর আস্তরণে ঢেকেছে বাড়িঘর ও দোকানপাট। রাতে হুহু করে বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পার যাওয়ার বিকট শব্দে মানুষের ঘুম উবে গিয়েছে।

বেহাল দশা শিলিগুড়ি-খড়িবাড়ি সড়কের।

এই ভোগান্তি নিয়ে আমবাড়ি হাইস্কুলের লাইব্রেরিয়ান জয়ন্ত নাথ অভিযোগ করেছেন। বলেন, 'জনবহুল এলাকার অন্যতম ব্যস্ত এই রাজ্য সড়কের পাশে বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত অফিস, গ্যাস অফিস ও একাধিক স্কুল রয়েছে। ৫০-৮০ টনের ডাম্পার ও ট্রাক বিহারে যাতায়াতের জেরে রাস্তার এই করুণ দশা হয়েছে। রাতে ইটের রাস্তা দিয়ে ডাম্পার চলাচলের সময় যে বিকট শব্দ হয়, তাতে ঘুমানো যাচ্ছে না। তিন বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল থাকলেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।' ধুলোর জন্য দোকানের সব সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফুলবরজোতের ব্যবসায়ী আশিসরঞ্জন সরকারের। জানালেন, দোকান তো বটেই, এমনকি বাড়িতেও ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়ে গিয়েছে।

বিজেপি নেতা গণেশ দেনাথের বাড়িও এই সড়কের পাশেই। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'রাজ্য সড়ক কি কখনও ইট দিয়ে তৈরি হয়? উন্নয়নের হাল এই রাস্তা দেখলেই বোঝা যায়। আসন্ন বিধানসভা ভোটে মানুষ এর উপযুক্ত জবাব দেবে।'

খড়িবাড়ি পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান পরিমল সিংহ মানুষের ক্ষোভের আঁচ টের পেয়েছেন। বলছেন, 'রাস্তা নিয়ে মানুষের অভিযোগ শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। প্রশাসনিক বৈঠকে পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের জানিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এই বেহাল রাস্তাই এবার ভোটে আমাদের ডোবাবে।' খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউও এই ভোগান্তির হাত থেকে রেহাই পাননি। তিনিও বারবার পূর্ত দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়েছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভোটের আগে এখন আর এই রাস্তা তৈরি সম্ভব নয়। আর পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সনিউল ইসলামও জানিয়েছেন, রাস্তার ডিপিআর অনেক আগেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু এখনও অনুমোদন মেলেনি। তাই ভোটের আগে রাস্তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা প্রায় অসম্ভব।

গাড়ি বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : সাইবার ক্রাইমের মাধ্যমে প্রতারণা করে পাওয়া লক্ষাধিক টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল বিলাসবহুল গাড়ি। সম্প্রতি রাজস্থানের বাণী পার্ক থানার পুলিশ সাইবার প্রতারণার ঘটনায় ডন বসকো রোডের দুই ব্যবসায়ী বিকাশ পোদ্দার ও বিনয় পোদ্দারকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই দুই ব্যক্তি গাড়িটি কিনেছিলেন।

রাজস্থান পুলিশের অনুরোধে ওই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

ডাকাতির ছক বানচাল

খড়িবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : নেপাল থেকে দুষ্কৃতীদের ডেকে এনে ভারতে ডাকাতির পরিকল্পনা ছিল। তবে শেষে সেই ছক বানচাল করে দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধরা পড়ে যান ৪ দুষ্কৃতী। যদিও আরও দুই-তিনজন পালিয়ে গিয়েছেন। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি পুলিশ।

গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে শুক্রবার রাত ১টা নাগাদ নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি নিউ মার্কেট এলাকায় বেশকিছু দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছেন। খবর পেয়েই খড়িবাড়ি পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দুষ্কৃতীদের ঘিরে ফেলে। তবে অন্ধকারের সুযোগে দুই-তিনজন চম্পট দেন। পুলিশের জালে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান ৪ জন। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে রড, চপার, ভোজালি, ছুরি ও হাতুড়ি।

ধৃতদের গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে রাতভর জেরা করে পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেন, পানিট্যাঙ্কি এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যেই জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা। ডাকাতির কাজে নেপালের ৩ দুষ্কৃতীকে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ জানতে পারে, পলাতক দুষ্কৃতীরা প্রত্যেকে ভারতীয়। তাঁদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে তিনজন নেপালের ধুলাবাড়ির বাসিন্দা। এঁদের নাম মহম্মদ কামরুদ্দিন, রমেশ রাজবংশী এবং বিশাল রাজবংশী। ভারতীয়দের মধ্যে অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ দাস খড়িবাড়ির অন্ধরুজোতের বাসিন্দা। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার বলেন, 'পলাতক দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। আজ আদালতে বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পানীয় জলের শোচনীয় হালেই সংক্রমণের শঙ্কা

রামপ্রসাদ মোদক ও রণজিৎ ঘোষ

রাজগঞ্জ ও শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : এবার কপালজোরে বেঁচে গিয়েছে সন্ন্যাসীকাটা, বাঁচেনি পানিকৌরি। গোটা রাজগঞ্জ ব্লকে পানীয় জল পরিষেবার শোচনীয় হাল। ব্লকের ৯০ শতাংশ এলাকায় পাইপলাইন পাতা হলেও সেখানে পানীয় জল পৌঁছায় না। আর ১০ শতাংশ এলাকায় জলের পাইপই নেই। দূষিত জল থেকে বারবার হেপাটাইটিসের সংক্রমণ ঘটছে। তবে, শুক্রবার নতুন করে যে আটজনের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল, প্রত্যেকটিই নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে বলে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় জানিয়েছেন। পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় ভালো। তারা পরীক্ষায় বসছে।

পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কাজে বিপাকে পড়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরও। দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, হেপাটাইটিস, লেপ্টোস্পাইরার মতো রোগগুলি ছড়ানোর পিছনে দূষিত পানীয় জলই অন্যতম কারণ। বারবার রাজগঞ্জ ব্লকের মানুষ এই রোগগুলিতে আক্রান্ত হলেও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর কেন পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করতে পারছে না এই প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। পিএইচইর দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজগঞ্জ ব্লকের নির্বাহী বাস্তুকার শ্রেয়সী রায় অবশ্য দাবি করেছেন, 'টাকার অভাবে দেওয়া যাচ্ছে না পানীয় জল। বেশিরভাগ ঠিকাদার যেটুকু কাজ করেছেন সেই কাজের টাকাই এখনও তাঁরা পাননি। ফলে বাকি কাজ শেষ করার জন্য তাঁদের উপর চাপ দেওয়া যাচ্ছে না। মূলত টাকার অভাবের কারণেই বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ ব্যাহত হয়েছে। শুধু রাজগঞ্জ ব্লক নয়, প্রায় জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে ২০২৫ সালের মে মাস থেকে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে।' নির্বাহী বাস্তুকার জানান, তারপরেও জেলা শাসকের নির্দেশ মোতাবেক গত বছরের সংক্রামিত এলাকা চেকরমারি এবং পেলকুগছ গ্রামে পাইপলাইন বসিয়ে রাস্তার পানীয় জলের ট্যাপ থেকে জল সরবরাহের কাজ শুরু করা হয়েছে।

বেহাল দশা কলের। -সংবাদচিত্র

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বাস্তুকারের এই কথার রেশ টেনে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নিতাই মণ্ডল বলেন, আমি যতটুকু জানি জল জীবন মিশন প্রকল্পে তিন দফায় রাজ্যকে ৬৭ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার এই ফান্ডের টাকা নিশ্চয়ই অন্য খাতে খরচ করেছে। ঠিক যেমন মিড-ডে মিলের টাকা অন্য খাতে খরচ করেছে সরকার।

পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ রাজগঞ্জ ব্লকে থমকে আছে কেন, এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি রাজগঞ্জের বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডল। তিনি বলেন, 'পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই কমবে। কারণ মাস দেড়েকের মধ্যে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে ১৫০টি সোলার সিস্টেমে পানীয় জলের ইউনিট বসানো হবে।' তিনি বলেন, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে পানীয় জলের বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হবে। প্রয়োজনে সংক্রামিত এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে শনিবারও রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে জ্বর নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা ছিল বেশি। রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'প্রাথমিকভাবে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি পানীয় জল থেকেই এই রোগগুলির সংক্রমণ ছড়াচ্ছে।' কাওয়ারবাড়ি এলাকাতেও পোলট্রি ফার্ম রয়েছে। গত বছর একটি পোলট্রি ফার্মকে নিয়ে চেকরমারি এলাকায় আন্দোলন হয়েছিল। এই প্রশ্নে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'পোলট্রি ফার্ম সংক্রমণের কারণ নয়। তবে রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না।'

তারা সুন্দরী

বাংলা নাট্যশালার এক বিস্ময়

দীপ সাহা

মিনার্ভা থিয়েটারের গ্রিনরুমে তখন দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। স্বয়ং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মাথায় হাত দিয়ে বসে। একে তো থিয়েটারের অন্যতম স্তম্ভ অর্ধেন্দুশেখর দল ছেড়েছেন, তার ওপর প্রধান অভিনেত্রী তিনকড়িও ‘করমেতি বাই’ নাটকের মাঝপথে থিয়েটার ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন। এখন উপায়? টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে, দর্শক অপেক্ষায়। গিরিশচন্দ্র খবর পাঠালেন এক তরুণীকে। অনুরোধ কেবল একটাই- দু’রাত্রির জন্য ‘করমেতি’ সেজে মানরক্ষা করতে হবে। অসম্ভব জেদি সেই মেয়ে মাত্র তিনদিন সময় নিলেন। ওই তিনদিনে সেই বিশাল ভূমিকা মুখস্থ করে যখন মঞ্চে নামলেন, প্রেক্ষাগৃহ স্তম্ভিত। অভিনয়ের শেষে গিরিশচন্দ্র সেই তরুণীর পিঠে সজোরে এক চপেটাঘাত করে বলেছিলেন, ‘বেটি, তুই আমার মুখ রক্ষা করিয়াছিস। আমার আশীর্বাদে কালে বঙ্গনাট্যশালায় তুই একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হবি।’

গিরিশচন্দ্রের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। সেদিনের সেই মেয়েটিই ছিলেন তারা সুন্দরী, বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক বিস্মৃত অগ্নিকন্যা। যাঁর জীবন ও অভিনয়শৈলীকে সম্প্রতি ধুলো ঝেড়ে মঞ্চে ফিরিয়ে এনেছেন অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী।

১৮৭৮ সালে কলকাতার এক অখ্যাত পল্লিতে নিতান্তই এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া তারা সুন্দরীর জীবনটা ছিল পদ্মপাতার মতো, টলমলে অথচ বর্ণময়। সংসারে মা আর দিদি নৃত্যকালী ছাড়া কেউ ছিল না। অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। কিন্তু ভাগ্যের লিখন বুঝি একেই বলে... যে পল্লিতে তারার বাস, ঠিক সেখানেই থাকতেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের তৎকালীন নক্ষত্র বিনোদিনী দাসী। মায়ের সঙ্গে সখ্য থাকার সুবাদে বিনোদিনীর হাত ধরেই তারা প্রথম পা রাখে স্টার থিয়েটারে। যদিও প্রথমে বিশেষ কোনও ভূমিকা জুটত না। ‘চৈতন্যলীলা’ নাটকে বালক সেজে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা দিয়েই শুরু।

তারা সুন্দরীর বয়স তখন মাত্র নয় বছর, স্টার থিয়েটারে একদিন চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহড়া কক্ষে ঢুকে দেখলেন, একটি বালিকা অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে। তিনি হেসে প্রশ্ন করলেন, ‘তুই কে রে?’ বালিকার নির্ভয় উত্তর, ‘আমি তারা’। সেই মুহূর্তেই গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল মিত্রকে বলেছিলেন মেয়েটিকে যত্ন করতে, এর মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

শুরু হল অমৃতলালের কাছে তালিম নেওয়া। ‘নসীরাম’ নাটকে সামান্য এক ভীল বালকের চরিত্রে অভিনয় দিয়েই তাঁর প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ। এরপর ‘সরলা’ নাটকে গোপালের চরিত্রে এবং ‘হারানিধি’ নাটকে বড়লোকের আদুরে ও জ্যাঠা মেয়ে হেমাঙ্গিনীর চরিত্রে অভিনয় করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, তিনি কেবল নটী নন, তিনি শিল্পী। তবে দর্শক তাঁকে প্রথম হৃদয়ে স্থান দেয় ‘প্রফুল্ল’ নাটকে যাদবের চরিত্রে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন তিনি বলতেন, ‘কাকাবাবু, একটু জল দাও’- সেই আর্তনাদে দর্শকের চোখ ভিজে যেত।

তারা সুন্দরীর অভিনয় জীবনের সবচেয়ে ট্র্যাজিক এবং রোমাঞ্চকর অধ্যায়টি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘চন্দ্রশেখর’ নাটককে ঘিরে। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু তাঁকে ‘শৈবলিনী’র চরিত্রটি দিয়ে বলেছিলেন, ‘এই ভূমিকাটির অভিনয়ের উপর তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।’ প্রাণপণ মহড়া দিলেন তিনি। মঞ্চে যখন শৈবলিনী হয়ে নামলেন, সারা বাংলা ধন্য ধন্য করে উঠল। সমালোচকরা বললেন, ‘বঙ্কিমের শৈবলিনী যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে’। কিন্তু হায়! মাত্র তিন রাত্রি। খ্যাতির তুঙ্গে থাকা অবস্থায় যৌবনের প্রবল প্রলোভনে পড়ে মাত্র তিন রাত অভিনয়ের পরই তিনি থিয়েটার ছেড়ে নিরুদ্দেশ হন। এই ঘটনাটি যেন নটীজীবনের এক চিরন্তন অভিশাপ, যা তারা সুন্দরীকেও গ্রাস করেছিল।

কিন্তু তিনি ফিরে এসেছিলেন, বারবার ফিরে এসেছিলেন। কখনও ‘রিজিয়া’ হয়ে, কখনও ‘জনা’ হয়ে। অরোরা থিয়েটারে ‘রিজিয়া’ নাটকের মহড়ার সময় মুস্তোফী সাহেব (অর্ধেন্দুশেখর) তাঁকে বলেছিলেন আগের শেখা সব ভুলে যেতে। তাঁর অধীনে নতুন করে শিখে তারা সুন্দরী রিজিয়ার যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সমসাময়িকরা বলতেন, তাঁর মৃত্যুর পর আর কেউ অমন রিজিয়া হতে পারবেন না। আবার ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে আয়েষা বা ‘বলিদান’-এ সরস্বতী- প্রতিটি চরিত্রেই তিনি ছিলেন অনবদ্য।

তাঁর গলায় গানের সুর তেমন খেলত না বলে প্রথমে সমস্যা হত, কিন্তু রামতারণ সান্যালের কাছে গান শিখে তিনি ‘বঙ্গভাষা’ ও অন্যান্য চরিত্রে সেই দুর্বলতাও কাটিয়েছিলেন। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা এতটাই সর্বগ্রাসী ছিল যে, ‘হরিরাজ’ নাটকে মাত্র দু’দিন আগে নোটিশ পেয়ে তিনি ‘শ্রীলেখা’র মতো জটিল চরিত্র আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন, যা অন্য অভিনেত্রীরা ভাবতেও পারতেন না। অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু তাঁর দাপট দেখে বলেছিলেন, ‘সাবাস, বলিহারি যাই! একা তোমায় পাইলেই একটা দল অনায়াসেই চালাইতে পারা যায়।’

তৎকালীন সমালোচকদের মতে, বিনোদিনী ছিলেন ধীর-স্থির বাৎসল্য ও শান্ত রসের প্রতীক, আর তিনকড়ি ছিলেন উগ্র ও ভয়াবহ রসের জাদুকর। কিন্তু তারা সুন্দরী ছিলেন এই দুইয়ের অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ। একদিকে ‘কিন্নরী’ নাটকে লঘু চটুল উৎপল কিংবা ‘বিবাহ বিভ্রাট’-এ বিলাসিনী কারফর্মা, অন্যদিকে ‘জনা’ বা ‘রিজিয়া’র গাম্ভীর্য- সব রসের ভাণ্ডই ছিল তাঁর দখলে। চেহারা বা মেকআপ দিয়ে নিজেকে পালটানোর বিশেষ ক্ষমতা তাঁর ছিল না ঠিকই, কিন্তু কেবল কণ্ঠস্বরের জাদুতে তিনি দর্শকদের বশ করে রাখতেন। শেষ জীবনে তিনি যখন অভিনয় ছেড়ে নিভৃতে দিন কাটাচ্ছেন, তখন অনেকেই আক্ষেপ করতেন, তারা সুন্দরী না থাকলে বাঙালির আর প্রকৃত অভিনয় দেখা হবে না।

ইতিহাসের এই বর্ণময় অথচ বিস্মৃত চরিত্রটিকেই দীর্ঘদিন পর আবার পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছেন অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ‘তারা সুন্দরী’-তে গার্গী যেন কেবল অভিনয় করছেন না, তিনি ধারণ করছেন তারা সুন্দরীকে। যে তারাসুন্দরী একদিন যৌবনের ভুলভ্রান্তি, সমাজের লাঞ্ছনা আর শিল্পের তাগিদের মধ্যে পিষতে পিষতে নিজেকে নিঃশেষ করেছিলেন, গার্গী তাঁকে নতুন জীবন দিয়েছেন।

তারা সুন্দরীর গল্প যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা জানেন তাঁর ‘লাউড অ্যাক্টিং’ বা দরাজ গলা কিংবা ‘জনা’ সেজে মঞ্চ কাঁপানোর কথা, কিন্তু গার্গীর অভিনয়ে সেই হারানো সময়টা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। গার্গী যখন মঞ্চে তারা সুন্দরীর যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলেন, তখন মনে হয়- এ কেবল এক অভিনেত্রীর গল্প নয়, এ হল শিল্পের বেদিতে উৎসর্গীকৃত এক আত্মার আর্তনাদ। গার্গী রায়চৌধুরী এই নাটকে তারা সুন্দরীর জীবনের সেই ঘাতপ্রতিঘাত, গিরিশ ঘোষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক এবং থিয়েটার পাড়ার রাজনীতি ও বঞ্চনার ইতিহাসকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। নটীর জীবনের যে ট্র্যাজেডি, আলো ঝলমলে মঞ্চ আর নেপথ্যের অন্ধকার একাকিত্ব- তা ‘তারা সুন্দরী’ নাটকে গার্গীর অভিনয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

তারা সুন্দরীর জীবন আমাদের শেখায়, প্রতিভা থাকলে তাকে ছাইচাপা দিয়ে রাখা যায় না। স্টার থিয়েটারের সেই ছোট্ট মেয়েটি, যে একদিন গিরিশবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল ‘আমি তারা’, সে জানত না একদিন তার নামেই চিহ্নিত হবে এক যুগ। গার্গীর এই প্রয়াস কেবল একটি নাটক নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক সেতুবন্ধন, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়- তারা সুন্দরীরা মরেন না। তাঁরা ফিরে আসেন উত্তরসূরিদের কণ্ঠে, ভাবে আর ভাষায়।

যতদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চ থাকবে, ততদিন রিজিয়া, শৈবলিনী বা জনা’র রূপে তারা সুন্দরী বেঁচে থাকবেন এক অনন্য বিস্ময় হয়ে।

তারা সুন্দরীর অভিনয় জীবনের সবচেয়ে ট্র্যাজিক এবং রোমাঞ্চকর অধ্যায়টি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘চন্দ্রশেখর’ নাটককে ঘিরে। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু তাঁকে ‘শৈবলিনী’র চরিত্রটি দিয়ে বলেছিলেন, ‘এই ভূমিকাটির অভিনয়ের উপর তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।’

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারে ২২০ কোটি

রণজিৎ ঘোষ

কালিম্পং, ২১ ফেব্রুয়ারি : সেবক থেকে কালিম্পং এবং সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক মেরামতি ও সম্প্রসারণের কাজ হাতে নিয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। এই রাস্তায় বিভিন্ন ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে নদীর দিকে অনেকটা নীচ থেকে কংক্রিটের দেওয়াল তুলে ধস আটকানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। এই কাজ পুরোপুরি শেষ করতে আরও এক বছর সময় প্রয়োজন।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলছেন, ‘কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইনকে সচল রাখতে সব চেষ্টা করা হচ্ছে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাস্তার সম্প্রসারণ এবং সংরক্ষণ নিয়ে ডিটেইলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট হচ্ছে।’

কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা চলছে। মাঝেমধ্যেই পাহাড় থেকে ধস নেমে পুরো রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। গত বছরও এভাবে বেশ কিছুদিন করে কালিম্পং ও সিকিমের সঙ্গে সমতলের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য কালিম্পং ও সিকিমে যাতায়াতের বিকল্প সড়ক তৈরির কাজ চলছে। কিন্তু এখনও সেই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় আপাতত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কই ভরসা। গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে দেড় বছর আগে এই রাস্তাটি রাজ্য পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দেওয়া হয়।

সেবকের পর থেকে কালিঝোরা, বিরিকদাড়া, লোহাপুল, ২৯ মাইল, শ্বেতিঝোরার মতো ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে তিস্তা নদীর চরের কাছাকাছি জায়গা থেকে কংক্রিটের গার্ডওয়াল তুলে রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। আগামী বর্ষার কথা মাথায় রেখে প্রতিটি জায়গায় একসঙ্গে প্রচুর শ্রমিককে কাজে নামানো হয়েছে। বিরিকদাড়ায় কর্মরত একজন জব অ্যাসিস্ট্যান্ট বলছেন, ‘এখানে প্রায় ২০০ শ্রমিক কয়েক মাস ধরে কাজ করছেন। এই গার্ডওয়ালের কাজ শেষ হতে আরও অন্তত চার-পাঁচ মাস সময় প্রয়োজন হবে। ২৯ মাইল এবং রঙ্গির মাঝে রাস্তার কিছুটা অংশ খারাপ থাকলেও মোটের ওপর কালিম্পংয়ে যাতায়াতের রাস্তা বর্তমানে অনেকটাই উন্নত হয়েছে।’ সূত্রের খবর, এই কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক প্রথম পর্যায়ে প্রায় ২২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

নদীর দিকের গার্ডওয়ালের পাশাপাশি পাহাড়ের দিকেও অনেক জায়গায় কংক্রিটের দেওয়াল তুলে ধস মোকাবিলার কাজ চলছে। সেবক থেকে কালিঝোরার মাঝে এই কাজ শুরু হয়েছে।

মঞ্চ প্রস্তুত, আলো জ্বলতে আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা

শিলিগুড়ি ও বালুরঘাটের শিল্পানুরাগী দর্শকের জন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন

তারা সুন্দরী

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নিপুণ নির্দেশনায় এবং
স্বনামধন্য অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরীর
অবিস্মরণীয় একক অভিনয়ের জাদুতে
দুই শহরের বুকে আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে
থিয়েটার জগতের এক অনন্য অধ্যায়।
এটি শুধু একটি নাটক নয়, বাংলার নাট্য-ইতিহাসের
এক সোনালি যুগে ফিরে যাওয়ার দুর্লভ সুযোগ।

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট
দীনবন্ধু মঞ্চ, শিলিগুড়ি

১ মার্চ, ২০২৬
সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট
রবীন্দ্র ভবন, বালুরঘাট

প্রবেশ আমন্ত্রণমূলক

Principal Sponsor
THE LION BREW PUB
A UNIT OF YUNAY BUILDERS PVT. LTD.

In association with :
AASTHA MEDICAL
HOPE & HEAL CANCER HOSPITAL AND RESEARCH CENTER
EIILM KOLKATA JALPAIGURI CAMPUS
DREAMLAND THE FUN WORLD
Bina Mohit Memorial School

কিমচি থেকে কে-পপ

বাঙালির হৃদয়ে কোরিয়া

বিটিএস ব্যান্ড।

ড্রয়িংরুমের টিভি থেকে হেঁশেলের নুডলস- ভারতীয় জেন জেড থেকে গৃহিণীদের মনে এখন শুধুই দক্ষিণ কোরিয়ার দাপট।

কোরিয়ান সিরিজ : স্কুইড গেম।

কমেডি ড্রামা : 'স্ট্রং উম্যান ডু বং সুন'।

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের অসম লাগায়ো ছোট্ট সীমান্ত শহরটা সন্ধে নামলেই ঝিমিয়ে পড়ত। মধ্যবিত্ত ড্রয়িংরুমে তখন রাজত্ব করত শাশুড়ি-বৌমার কূটকচাল আর পরকীয়ার চেনা ছক। সায়নী বর্মন তখন একাদশ শ্রেণিতে। সেই বয়সে, যখন মনটা একটু অন্যরকম কিছু খোঁজে, তখনই এক বন্ধুর মুখে প্রথম শোনা— 'বিটিএস'। সাতজন কোরিয়ান তরুণ, যাঁদের গান নাকি জাদুর মতো। প্রথমে পাত্তা দেয়নি মিষ্টু। ভেবেছিল, ওই আর পাঁচটা ব্যান্ডের মতোই হবে। কিন্তু যেদিন কানে হেডফোন গুঁজে প্রথম গানটা শুনল, সেদিনই বদলে গেল তার জগৎ। একটা গান থেকে আরেকটা, তারপর আরেকটা। সুরগুলো যেন তার মনের কথাই বলছে। শুধু গান নয়, এরপর এল কোরিয়ান ড্রামা বা কে-ড্রামা। একটা শেষ তো আরেকটা শুরু। সায়নী এখন চব্বিশের তরুণী, পেশায় কনটেন্ট রাইটার। জীবন ব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু সেই কোরিয়ান প্রেম কমেনি। ১৫০-র বেশি কে-ড্রামা দেখা শেষ, আর প্লে-লিস্টে বিটিএস তো আছেই।

সায়নী একা নন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং পাহাড়ের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এই কোরিয়ান ঢেউ বা 'হালু'-র গর্জন। স্মার্টফোনের স্ক্রিন থেকে কলেজ ক্যান্টিন, শপিং মল থেকে রান্নাঘর— সর্বত্রই এখন কোরিয়ার জয়জয়কার। কিন্তু কেন? কেন হাজার হাজার মাইল দূরের একটা দেশ, যাদের ভাষা আমাদের অজানা, সংস্কৃতি আলাদা, তারা এমনভাবে আমাদের মনের দখল নিল? এটা কি শুধুই হুজুগ, নাকি এর শিকড় আরও গভীরে?

অলীক কল্পনা নাকি আবেগের আশ্রয়?

কলকাতার লরেটো কনভেন্টের ছাত্রী, ১৬ বছরের কৃত্তিকা বসু। ক্লাসে সবার মুখে বিটিএস-এর নাম শুনে কৌতূহলবশত ইউটিউবে সার্চ করেছিল। আটকে গেল গানের লিরিক্সে। বিটিএস-এর বিখ্যাত গান 'ম্যাজিক শপ'। সেখানে একটা লাইন আছে— 'তুমি আমাকে আমার সেরাটা দিয়েছ, তাই তুমিও তোমার সেরাটা পাবে।' কৃত্তিকা বলছে, 'অনেক সময় নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়, মনে হয় হারিয়ে যাই। তখন এই গানগুলো আমাকে শক্তি দেয়।'

আসলে, কে-পপ বা কে-ড্রামা শুধু বিনোদন নয়, এটা একটা 'ইমোশনাল শেলটার' বা আবেগের আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলিউডের নায়করা যখন সিক্স-প্যাক অ্যাবস দেখিয়ে ভিলেন পেটায়, কিংবা টলিউডের সিরিয়ালে যখন অকারণ ষড়যন্ত্র চলে, তখন কে-ড্রামার নায়ক অন্য রূপে ধরা দেয়। তারা কাঁদে, তারা প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা করে, তারা মেয়েদের সম্মান করে।

কলকাতার ইশিকা সিনহা সিঙ্গাপুরে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর কথায়, 'কে-ড্রামা অনেকটা ২০০০ সালের আগের বলিউড রোমান্টিক সিনেমার মতো। সেই স্নিগ্ধতা, সেই প্রেম, যা এখনকার ভারতীয় কনটেন্টে আর পাওয়া যায় না।' 'ক্র্যাশ ল্যান্ডিং অন ইউ'-এর মতো সিরিজে উত্তর কোরিয়ার সেনা অফিসার আর দক্ষিণ কোরিয়ার ধনী তরুণীর প্রেম শুধু রোমান্স নয়, সেখানে রয়েছে পরিবারের প্রতি সম্মান, বয়োজ্যেষ্ঠদের ভয়— যা ভারতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ইশিকার মতে, 'পশ্চিমী সিরিজে মা-বাবার প্রতি যে ভয় বা ভক্তি দেখানো হয়, তা আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু কোরিয়ান ড্রামায় যখন দেখি মায়ের ভয়ে সন্তান তটস্থ, তখন আমরা রিলেট করতে পারি। মনে হয়, এ তো আমাদেরই গল্প!'

পাহাড় যখন গেটওয়ে

গোটা ভারত আজ যখন কোরিয়ান জ্বরে কাঁপছে, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দার্জিলিং-সিকিমের পাহাড় কিন্তু এই ঢেউয়ে ভেসেছে অনেক আগেই। জগদীশ রেড্ডি, যিনি কোরিয়ান কালচার সেন্টারের প্রাক্তন কিউরেটর, তিনি বলছেন, 'ভারতের মূল ভূখণ্ডে কে-পপ ঢোকার অনেক আগেই মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং আমাদের পাহাড়ের মানুষ পাইরেটেড সিডি বা কেবলের মাধ্যমে কোরিয়ান ছবি দেখত।'

দার্জিলিং, কালিম্পং বা শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটে যাঁরা নিয়মিত যান, তাঁরা জানেন কোরিয়ান ফ্যাশন সেখানে নতুন কিছু নয়। সেখানকার তরুণ-তরুণীদের চুলের ছাঁট থেকে জুতোর স্টাইল— সবেতেই কে-পপ আইডলদের ছায়া। দিল্লির গবেষক বিবেক শর্মার মতে, এই সাংস্কৃতিক রপ্তানি কিন্তু আকস্মিক নয়। দক্ষিণ কোরিয়া খুব সচেতনভাবে তাদের সংস্কৃতিকে পণ্য হিসেবে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের জনসংখ্যা কমছে, তাই তারা চায় তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বেঁচে থাকুক বিদেশের মাটিতে। আর সেই কৌশলেই আজ শিলিগুড়ির বা জলপাইগুড়ির কোনও কিশোরী অনর্গল কোরিয়ান শব্দ 'আন্নিওংহাসেও' (হ্যালো) বা 'সারানঘে' (ভালোবাসি) বলছে। ডুয়োলিঙ্গোর রিপোর্ট বলছে, ভারতে এখন কোরিয়ান ভাষা শেখার আগ্রহ মারাত্মক হারে বেড়েছে। ইংরেজি বা হিন্দির পরেই তরুণ প্রজন্মের পছন্দ এখন কোরিয়ান ভাষা।

ড্রয়িংরুমের বিপ্লব

মুম্বইয়ের ২৫ বছরের অ্যাভ্রিল পেরেইরার গল্পটা বেশ মজার। ইনস্টাগ্রাম রিলস দেখতে দেখতে কে-ড্রামায় আসক্তি। এখন সপ্তাহান্তে তাঁর বাড়িতে মেনু— কোরিয়ান রামেন, কিমচি আর কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন। তবে চমকটা অন্য জায়গায়। অ্যাভ্রিলের বাবা, ৫৪ বছরের অসি পেরেইরা, যিনি পেশায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট, তিনিও এখন কে-ড্রামার ভক্ত। শুরুতে মেয়েকে বকাঝকা করতেন, 'কী সব চিনে-জাপানি দেখিস সারাদিন?' কিন্তু একদিন ইউটিউবে একটা ক্লিপ দেখে কৌতূহল জাগল। এখন বাবা-মেয়ে মিলে দেখেন 'দ্য গ্লোরি' বা 'মাই ডিমন'-এর মতো সিরিজ। এমনকি তাদের পোষ্য কুকুরটির নাম রাখা হয়েছে কোরিয়ান ড্রামার নায়িকার নামে— 'দো দো হি'।

হায়দরাবাদের ৩২ বছরের অভ্যুদয়া যেমন বলছেন, 'আগে যা পেতাম তাই দেখতাম। এখন বেছে দেখি। কে-ড্রামায় একটা অদ্ভুত শালীনতা আছে। ঝগড়া হচ্ছে, রাগারাগি হচ্ছে, কিন্তু একটা লক্ষ্মণরেখা কেউ পার করে না। ভারতীয় সিরিয়ালে বা ওয়েব সিরিজে আজকাল অশালীন ভাষা বা উগ্রতা বড্ড বেশি। সেখানে কোরিয়ান ড্রামা যেন এক পশলা শান্ত বাতাস।'

বাস্তব বনাম ফ্যান্টাসি

কিন্তু সবটাই কি ভালো? এই অন্ধ ভক্তি বা 'অবসেশন' অনেক সময় বিপদও ডেকে আনছে। গাজিয়াবাদের সাম্প্রতিক ঘটনা তার মর্মান্তিক উদাহরণ। তিন বোনের আত্মহত্যা এবং তাদের সুইসাইড নোটে লেখা— 'আমরা কোরিয়ানদের ভালোবাসি... আমাদের বিয়ে দিও না।' এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ফ্যান্টাসি আর বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলাটা কতটা ভয়ানক হতে পারে। টিনএজাররা অনেক সময় কে-ড্রামার চকচকে জগৎটাকে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিচ্ছে।

ইশিকা যখন সিঙ্গাপুরে ছিলেন, তখন কোরিয়ান সহপাঠীদের কাছে শুনেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার আসল পরিস্থিতির কথা। সেখানে নারীবাদী আন্দোলন চলছে, যেখানে মহিলারা বিয়ে, সন্তান এবং ডেটিং— সব কিছুকে 'না' বলছেন। ইশিকা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যে দেশে ড্রামায় এত রোমান্স, বাস্তবে সেখানকার মহিলারা পুরুষদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? আসলে, স্ক্রিনে যে নায়ককে আদর্শ প্রেমিক হিসেবে দেখানো হয়, বাস্তবে কোরিয়ার সমাজ ব্যবস্থা এখনও অনেকটাই পুরুষতান্ত্রিক। কে-ড্রামা হল সেই কঠোর বাস্তব থেকে পালানোর একটা রঙিন আশায় ভারতীয় মেয়েরা হাজার হাজার টাকা খরচ করছে। শামুকের লালা দিয়ে তৈরি সিরাম বা বিশেষ সানস্ক্রিন— যার দাম আকাশছোঁয়া, তবুও বিক্রি হচ্ছে দেদার। ডাটাম-এর রিপোর্ট বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে কে-বিউটি বা কোরিয়ান প্রসাধনীর বাজার ১.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। জিনগতভাবে ভারতীয় আর কোরিয়ানদের ত্বক আলাদা, আবহাওয়াও ভিন্ন। তবুও, বিজ্ঞাপনের জাদুতে মোহগ্রস্ত সবাই।

ড্রামা : হোয়ারাং দ্য পোয়েট ওয়ারিয়র ইউথ।

ড্রামা : এ কোরিয়ান ওডিসি।

জিভে জল আনা কোরিয়ান ডিশ।

পর্দার আড়ালে একাকিত্বের সঙ্গী

কোভিড অতিমারি বা প্যানডেমিক এই কে-ওয়েভকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। যখন ঘরবন্দি ছিল পৃথিবী, তখন নেটফ্লিক্স বা এমএক্স প্লেয়ারে ডাবিং করা কে-ড্রামাগুলোই ছিল মানুষের সঙ্গী। 'স্কুইড গেম' বা 'অল অফ আস আর ডেড'-এর মতো থ্রিলার যেমন মানুষকে উত্তেজিত করেছে, তেমনই 'রিপ্লাই ১৯৮৮'-র মতো ফ্যামিলি ড্রামা মানুষকে শিখিয়েছে— জীবনে বড় কিছু না করলেও চলে, শুধু ভালো মানুষ হয়ে পাশে থাকাটাই আসল।

সায়নী বর্মন এখন আর আগের মতো পাগলের মতো ড্রামা দেখেন না। কিন্তু খারাপ দিনে, যখন অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফেরেন, তখন কানে বাজে বিটিএস-এর গান 'জিরো ও' ক্লক'। গানের কথা— 'আর তুমি সুখী হবে।' এই ছোট্ট আশ্বাসটুকুই তাঁকে পরের দিনের জন্য তৈরি করে।

কোরিয়ান কালচার বা 'হালু' এখন আর কোনও বহিরাগত সংস্কৃতি নয়, এটি ভারতীয় পপ কালচারের একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি জেন জেড-এর কাছে ফ্যাশন, গৃহিণীদের কাছে অবসরের সঙ্গী, আর একাকিত্বে ভোগা মানুষের কাছে বন্ধু। বলিউড বা হলিউডের সমান্তরালে নিজের জায়গা করে নিয়েছে সিওল।

তবে মনে রাখতে হবে, স্ক্রিনের ওপাশের জগৎটা সাজানো। রামেন খেতে বা কে-পপ শুনতে কোনও বাধা নেই, কিন্তু সেই রঙিন জগৎকে নিজের জীবনের একমাত্র সত্য ভাবলে গাজিয়াবাদের মতো অন্ধকার নেমে আসতে পারে। বিনোদনকে বিনোদন হিসেবে দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তবুও, রবিবারের দুপুরে একবাটি ধোঁয়া ওঠা রামেন আর টিভিতে প্রিয় কে-ড্রামা— এই কমফর্ট জোনটুকু থেকে বাঙালিকে এখন কে বের করবে? উত্তরটা সম্ভবত, কেউ না। এই প্রেম, আপাতত 'ফর লাইফ'।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্ক ঘোষণা ■ ভারতের হিসেব নিয়ে ধন্দ

সুপ্রিম-ধাক্কা, তবু অনড় ট্রাম্প

- সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে ‘অসাংবিধানিক’ ও ‘ক্ষমতার অপব্যবহার’ বলে বাতিল করেছে
- রায় অগ্রাহ্য করে ট্রাম্প ‘সেকশন ১২২’ প্রয়োগ করে সব দেশের ওপর ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক ঘোষণা করেছেন
- এই নতুন শুল্ক আদেশ আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫০ দিন কার্যকর থাকবে
- আইনি মারপ্যাঁচে ভারতের মোট শুল্ক ১৩.৫ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা
- মোদির প্রশংসা করলেও ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে ১৮ শতাংশ শুল্ক চুক্তিতে অনড়
- শুল্কের হার নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতে ভারতীয় প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটন সফর করবে

ওয়াশিংটন, ২১ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বড়সড়ো ধাক্কা খেলেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রয়েছেন স্বমহিমাতেই। শুক্রবার সেদেশের শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, জাতীয় জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে নয়া শুল্ক কার্যকর করার কোনও ক্ষমতা নেই প্রেসিডেন্টের। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের নেতৃত্বাধীন ৯ জন বিচারপতির বেঞ্চ ৬-৩ ব্যবধানে ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে ‘অসাংবিধানিক’ ও ‘ক্ষমতার অপব্যবহার’ বলে ঘোষণা করেছে। আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া একক সিদ্ধান্তে আমদানির ওপর বিশাল অঙ্কের শুল্ক আরোপ করা সম্পূর্ণ বেআইনি।

তবে আদালতের এই রায়কে কার্যত অবজ্ঞা করে পালটা চাল দিয়েছেন ট্রাম্প। শনিবারই তিনি ‘সেকশন ১২২’ নামক একটি আইন প্রয়োগ করে সমস্ত আমদানিকৃত পণ্যের ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ বিশ্বব্যাপী শুল্ক আরোপের আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ তিনি লেখেন, ‘ওভাল অফিস থেকে সব দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের চুক্তিতে স্বাক্ষর করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের। অবিলম্বেই তা কার্যকর হবে।’ ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, চাইলে তিনি এই শুল্কের হার আরও বৃদ্ধি করতে পারেন। তাঁর এই নতুন আদেশ ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫০ দিনের জন্য কার্যকর হতে চলেছে।

আদালতের রায় এবং ট্রাম্পের নয়া ঘোষণার পর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্কের হার নিয়ে চরম বিভ্রান্তি ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। দিনকয়েকের মধ্যে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে শুল্ক কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে সেই ১৮ শতাংশ শুল্কের আইনি ভিত্তি নষ্ট হওয়ায় ভারতের শুল্ক কমে ৩.৫ শতাংশে (শুল্কমুক্তির আগের কার্যকর শুল্ক) নামার কথা ছিল। ট্রাম্পের নতুন ১০ শতাংশ শুল্কের ঘোষণায় সেই অঙ্ক এখন দাঁড়িয়েছে ১৩.৫ শতাংশে (পুরোনো ৩.৫ শতাংশ এবং নতুন ১০ শতাংশ যুক্ত হয়ে)।

তবে এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, মার্কিন আদালতের রায় ভারতের সঙ্গে চুক্তিতে কোনও প্রভাব ফেলবে না। ট্রাম্প বলেন, ‘এই রায় ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে কিছুই পরিবর্তন করবে না। তারা আমাদের শুল্ক দেবে, আমরা দেব না। ভারতের সঙ্গে চুক্তি বহাল আছে... সব চুক্তিই ঠিক আছে, আমরা শুধু একটু অন্যভাবে তা কার্যকর করব।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন মহান ব্যক্তি। ভারত আমাদের ঠকাচ্ছিল, তাই আমরা তাদের সঙ্গে একটি ন্যায্য চুক্তি করেছি। এখন আমরা তাদের শুল্ক দিচ্ছি না, বরং তারাই দিচ্ছে। আমরা একটা ছোট অদলবদল করেছি মাত্র।’

বর্তমানে ভারত ১৮ শতাংশ নাকি ১৩.৫ শতাংশ শুল্ক দেবে, তা নিয়ে হোয়াইট হাউসের অন্দরেই কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে। একদিকে ট্রাম্প ১৮ শতাংশ শুল্কের হার নিয়ে অনড়, অন্যদিকে আইনি মারপ্যাঁচে শুল্কের হার ১৩.৫ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। যদি সাময়িকভাবে ১৩.৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হয়, তবে ভারতের বস্ত্র বা গয়না শিল্পের মতো শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রগুলি কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ও শুল্কের প্রকৃত হার জানতে আগামী সপ্তাহেই একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটন সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছেন, শীর্ষ আদালতের এই রায় কেন্দ্র গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে। তিনি বলেন, ‘আমি সংবাদমাধ্যমে মার্কিন আদালতের রায়ের বিষয়ে পড়েছি। ভারত সরকার এটি খতিয়ে দেখবে। এরপর বাণিজ্যমন্ত্রক এবং বিদেশমন্ত্রক থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হবে।’

লালকেল্লা চত্বরে কড়া নিরাপত্তা। সরানো হচ্ছে রথ। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

হামলার আশঙ্কায় দিল্লিতে হাইঅ্যালার্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : লালকেল্লা বিস্ফোরণের ক্ষত এখনও টাটকা। সেই ক্ষত পুরোপুরি সেরে ওঠার আগেই ফের জঙ্গি হামলার আশঙ্কা ঘনাল রাজধানী দিল্লিতে। যে কারণে দিল্লি জুড়ে জারি হয়েছে হাইঅ্যালার্ট। গত বছর লালকেল্লার কাছে এক ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। এবার গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, লালকেল্লা তো বটেই, পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা হামলা চালাতে পারে চাঁদনি চকের ভিড়ভাট্টা এলাকা এবং লালকেল্লা সংলগ্ন একটি মন্দিরে। গোয়েন্দা বার্তা পেয়েই তড়িঘড়ি ওই এলাকাগুলিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। দেশের অন্যান্য বড় শহরের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থানগুলিও নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, লস্কর-ই-তৈবা আইইডি বিস্ফোরণ করে ভারতে বড়সড়ো নাশকতার চেষ্টা হতে পারে।

ঘটনা হল, এই নাশকতার আশঙ্কার মধ্যেই শনিবার পঞ্জাব এবং কাশ্মীর থেকে উদ্ধার হয়েছে আইইডি। শুক্রবার অমৃতসরের এক পুলিশ পোস্টের কাছে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ থেকে আইইডি উদ্ধার হয়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে বম্ব স্কোয়াড। তারাই ওই আইইডি নিষ্ক্রিয় করে। অপরদিকে কাশ্মীরের গান্ডেরবলের সাফাপোরা থেকে আইইডি উদ্ধার হয়। সেনার বম্ব স্কোয়াড সেটি নিষ্ক্রিয় করে। এই আইইডি উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই দিল্লি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে নিরাপত্তা বাহিনী। রাজধানী ছাড়াও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। জনবহুল বাজার, মিশ্র ধর্মীয় আবাসন এলাকা, বড় মন্দির ও ঐতিহাসিক স্থাপত্যের সামনে বাড়ানো হয়েছে টহলদারি। আধাসামরিক বাহিনী ও বিশেষ নজরদারি দল মোতায়েন করা হয়েছে স্পর্শকাতর অঞ্চলে।

- লস্কর-ই-তৈবা দিল্লিতে বড় নাশকতার ছক কষছে
- চাঁদনি চকের জনবহুল এলাকায় হামলার আশঙ্কা
- জঙ্গিদের নজরে রয়েছে লালকেল্লা চত্বরের একটি মন্দির

সম্প্রতি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে একটি মসজিদে বিস্ফোরণে ৩১ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, সেই ঘটনার জেরে প্রতিশোধমূলক হামলার পরিকল্পনা করতে পারে জঙ্গিগোষ্ঠীটি। যদিও প্রাপ্ত তথ্য এখনও যাচাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে, তবুও কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন। গত বছর ১০ নভেম্বর লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় ১২ জনের মৃত্যু হয় এবং অন্তত ২৪ জন আহত হন। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক উমর মহম্মদ ওরফে উমর উন নবী। একই দিনে রাজধানী থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে হরিয়ানার ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সহ প্রায় ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় নতুন করে চর্চায় এসেছিল হোয়াইট কলার টেররিজম। এই সাদা পোশাকের সন্ত্রাসবাদই এখন মোদি সরকারের নিরাপত্তা আধিকারিকদের সবথেকে বড় মাথাব্যথা।

ট্রাম্পের শুল্ক-বাণের ঢাল ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীল

ওয়াশিংটন, ২১ ফেব্রুয়ারি : প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘শুল্ক-অস্ত্র’ ভোঁতা করে দিয়ে বিশ্বমঞ্চে এখন আলোচনার কেন্দ্রে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইনজীবী। নাম নীল কাটিয়াল। শুক্রবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে ট্রাম্পের আমদানি শুল্কনীতি অবৈধ ঘোষিত হওয়ার নেপথ্যে মূল কারিগর এই দুঁদে আইনজ্ঞ। ৫৪ বছর বয়সি নীল ওবামা প্রশাসনের প্রাক্তন ‘অ্যাক্টিং সলিসিটর জেনারেল’ এবং মার্কিন আইন জগতের এক জীবন্ত কিংবদন্তি।

শিকাগোতে জন্ম নেওয়া নীলের শিকড় ভারতের হরিয়ানায়। ট্রাম্প প্রশাসনের আকাশছোঁয়া শুল্ক চাপানোয় ছোট ব্যবসায়ীদের হয়ে আদালতে দাঁড়ান নীল। তাঁর যুক্তি ছিল, ‘আমেরিকায় শুল্ক আরোপের ক্ষমতা শুধু কংগ্রেসের, প্রেসিডেন্টের একার নয়।’ আদালতের রায়ের পর শুক্রবার নীল বলেন, ‘আজ আদালত আইনের শাসন ও মার্কিনিদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বাতাটি খুব সরল-প্রেসিডেন্টরা শক্তিশালী হতে পারেন, কিন্তু আমাদের সংবিধান আরও বেশি শক্তিশালী।’

৫২ বার সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করার বিরল রেকর্ডের অধিকারী নীল এর আগে বুশ প্রশাসনের সামরিক আদালত এবং ট্রাম্পের ‘মুসলিম ব্যান’-এর বিরুদ্ধে মামলা করে জিতেছেন। এই জয়কে তিনি গণতন্ত্রের জয় বলে মনে করেন। তিনি বলেন, ‘ভাবুন তো, এক অভিবাসীর সন্তান আদালতে গিয়ে বলতে পারছে যে প্রেসিডেন্ট বেআইনি কাজ করছেন, এবং শেষপর্যন্ত আমরাই জিতলাম। এটাই এই দেশের অসাধারণত্ব যে এখানে কেউ সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়।’

অস্বস্তিতে শফিকুর

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি : অতীতের অবস্থান থেকে সরে ভাষা শহিদ দিবসে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অস্বস্তিতে বাংলাদেশের বিরোধী দলনেতা তথা জামায়াতের আমির ড. শফিকুর রহমান। শুক্রবার মধ্যরাতে ঢাকার শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নাহিদ ইসলাম সহ ১১ দলীয় ঐক্যের নেতারা। শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেরার সময় জামায়াতের আমিরকে ঘিরে ঘিরে রাজাকার, একাত্তরের দালাল বলে স্লোগান দেওয়া হয়। জামায়াতের এমন অবস্থান বদল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে শফিকুর বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় আচারের অঙ্গ হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব। বিরোধী দলের নেতা হিসেবে আমাকে আসতে হবে আমার সঙ্গীদের নিয়ে। তাই আমি এসেছি।’

কংগ্রেসের জামা খুলে বিক্ষোভে নেপালের ছায়া

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : এআই সামিটে যুব কংগ্রেস সদস্যদের জামা খোলা প্রতিবাদের নেপথ্যে নেপালের জেন-জি বিক্ষোভের ছায়া রয়েছে বলে জানাল দিল্লি পুলিশ। শনিবার ওই ৪ জন যুব কংগ্রেস কর্মীকে পাতিয়ালা হাউস আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। চারজনকেই পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। কংগ্রেসের তরফে গোড়া থেকেই এআই সামিটে দলের যুব সদস্যদের বিক্ষোভকে সমর্থন জানানো হয়েছে। পবন খেরা, সুপ্রিয়া শ্রীনেত, যুব কংগ্রেস সভাপতি উদয় ভানু প্রমুখ নেতা বলেছেন, ওই যুব কংগ্রেস কর্মীরা যা করেছেন তা দেশের স্বার্থেই করেছেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সরাসরি না হলেও বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধেছেন এদিন। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘প্রধানমন্ত্রী আপস করে ফেলেছেন। ওঁর বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে গিয়েছে। উনি পুনরায় দরকষাকষি করতে পারবেন না। উনি ফের আত্মসমর্পণ করবেন।’

উলটোদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর তোপ, ‘দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার বদলে ওই জামা খোলা প্রতিবাদের মতো অশ্লীল ভুল নয়, অপরাধ। দেশের বিরুদ্ধে অনেক বড় অপরাধ।’ যুব কংগ্রেস কর্মীদের আচরণের প্রতিবাদে এদিন মুম্বইয়ে রাহুল গান্ধির কনভয়ের সামনে কালো পতাকা দেখান বিজেপি কর্মীরা। মুলুন্দ টোল প্লাজায় একদল বিজেপি কর্মী রাহুলের গাড়ি লক্ষ্য করে প্রতিবাদও দেখান। তাঁদের বক্তব্য, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা করেন রাহুল গান্ধি লাগাতার তার বিরোধিতা করে চলেছেন। দেশের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও তা হচ্ছে। এআই সামিটে যুব কংগ্রেস কর্মীরা স্লোগান দিয়েছেন। সেকারণেই আমরা প্রতিবাদ দেখিয়েছি।’

> **প্রধানমন্ত্রী আপস করে ফেলেছেন। ওঁর বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে গিয়েছে। উনি পুনরায় দরকষাকষি করতে পারবেন না। উনি ফের আত্মসমর্পণ করবেন।**
>
> **রাহুল গান্ধি**

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে কংগ্রেস যুব শাখার সদস্যদের জামা খোলা প্রতিবাদের ঘটনায় এদিন আদালতে পুলিশ দাবি করে, আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। পুলিশের মতে, এই বিক্ষোভের ধরন ছিল অনেকটা নেপালে হওয়া সাম্প্রতিক জেন জি বিক্ষোভের মতো। যে চারজনকে পুলিশ এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছে তাঁরা হলেন কৃষ্ণ হরি, কুন্দন যাদব, অজয় কুমার এবং নরসিং যাদব।

৬ রাজ্যের ভোটার তালিকা

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর জট ক্রমশ পাকিয়ে উঠছে। ফলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা কবে প্রকাশিত হবে, আর হলেও কীভাবে হবে তা নিয়ে একরাশ প্রশ্ন ভিড় করেছে আমজনতার মনে। এরই মধ্যে শনিবার গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া, কেরল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে বিজেপি শাসিত গুজরাটে বাদ পড়েছে সর্বাধিক (৬৮,১২,৭১১ জন)। এসআইআরের আগে গুজরাটের ভোটার ছিল ৫,০৮,৪৩,৪৩৬ জন।

এসআইআরের পর সেই সংখ্যাটা কমে হল ৪,৪০,৩০,৭২৫ জন। এরপরই রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। এই বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাদ পড়েছে ৩৪,২৫,০৭৮ জন ভোটারের নাম। রাজস্থানে নাম বাদ গিয়েছে ৩১,৩৬,২৮৬ জন। ছত্তিশগড়ে বাদ পড়েছে ২৪,৯৯,৮২৩ জন ভোটার। বামশাসিত কেরলে বাদ গিয়েছে ৮,৯৭,২১১ জনের নাম। এসআইআরের আগে কেরলে মোট ভোটার ছিল ২,৭৮,৫০,৮৫৫ জন। এসআইআরের পর সেই সংখ্যাটা এখন দাঁড়িয়েছে ২,৬৯,৫৩,৬৪৪-এ। গোয়ায় বাদ পড়েছে ১,২৭,৪৬৮ জনের নাম। অপরদিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫২,৩৬৪ এবং পুদুচেরিতে ৭৭,৩৬৭ জনের নাম বাদ পড়েছে। লাক্ষাদ্বীপে নাম বাদ পড়েছে মাত্র ২০৬ জনের। ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার কথা।

সম্মুখসমরে... শনিবার অসমের মরিগাঁওতে।

কাঠগড়ায় পশ্চিমবঙ্গের দুটি

দেশজুড়ে ৩২টি ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন কি তবে প্রতারণার জালে বন্দি? দেশজুড়ে গজিয়ে ওঠা গজিয়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের রমরমা রুখতে এবার কোমর বেঁধে নামল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন । কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্টে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়— সারা দেশে মোট ৩২টি এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের হদিস মিলেছে, যাদের ডিগ্রি দেওয়ার আসলে কোনও আইনি অধিকারই নেই। আর উদ্বেগের বিষয় হলো, জালিয়াতির এই কালো তালিকায় জ্বলজ্বল করছে পশ্চিমবঙ্গের দুটি প্রতিষ্ঠানের নামও।

ইউজিসি-র তালিকা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের যে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ‘ভুয়ো’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলি হলো— ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন এবং ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ।

কমিশন সাফ জানিয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়া শংসাপত্র উচ্চশিক্ষা বা চাকরির ক্ষেত্রে এক টুকরো কাগজের বেশি কিছু নয়। এগুলি কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও বৈধ বলে গণ্য হবে না।

রিপোর্ট বলছে, গত দু’বছরে এই জালিয়াতির বহর বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০ থেকে বেড়ে একলাফে হয়েছে ৩২। তালিকায় শীর্ষে রয়েছে রাজধানী দিল্লি (৮টি), দ্বিতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ (৪টি)। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্রেও জাল ছড়িয়েছে এই ভুয়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

ইউজিসি-র হুঁশিয়ারি, এই চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলো ইউজিসি আইনের অধীনে অনুমোদিত নয়। অর্থাৎ, মোটা টাকার বিনিময়ে ডিগ্রি বিলোলেও তাদের কোনও আইনি স্বীকৃতি নেই। অনেক পড়ুয়াই না বুঝে এখানে ভর্তি হয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকার করছেন। ইউজিসি-র বার্তা—ভর্তি হওয়ার আগে ভালো করে যাচাই করুন, নয়তো আপনার কষ্টের টাকা আর পরিশ্রম—দুই-ই জলে যাবে।

অজিতের মৃত্যুতে চক্রান্তের নালিশ

মুম্বই, ২১ ফেব্রুয়ারি : বারামতী বিমান দুর্ঘটনায় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃত্যুতে গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন এনসিপি (এসপি) বিধায়ক রোহিত পাওয়ার। শনিবার একটি সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ করেন, অজিত পাওয়ারের যেভাবে মৃত্যু হয়েছে তা নিছক একটি দুর্ঘটনা নয়। এর নেপথ্যে বৃহত্তর রাজনৈতিক অথবা কর্পোরেট ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি মন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করেছেন তিনি। অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় একটি নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ তদন্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে আর্জিও জানিয়েছেন তিনি। এদিকে টিডিপি বলেছে, রোহিত পাওয়ার যে অভিযোগ তুলেছেন তার প্রমাণ দিতে হবে।

ইতিমধ্যে এনসিপি-র তরফে অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে। রোহিত দাবি করেছেন, অভিশপ্ত বিমানটি ‘ভিএসআর ভেঞ্চারস’ নামক যে সংস্থাটি পরিচালনা করত তার সঙ্গে রাজ্য ও কেন্দ্রস্তরের অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক মহলের যোগাযোগ রয়েছে।

কনে খুঁজতে গিয়ে প্রতারণার শিকার

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : কথায় বলে, ‘সাবধানের মার নেই’। কিন্তু স্বঘোষিত গোরক্ষক নেতা বিট্টু বজরঙ্গির ক্ষেত্রে গল্পটা বদলে গেল। হরিয়ানা থেকে ব্যান্ড-পার্টি আর বরযাত্রী নিয়ে উত্তরপ্রদেশে বিয়ে করতে গিয়ে বিট্টু যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, তা যে কোনও বলিউড সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে। বিয়ে করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হলেন বিট্টু বজরঙ্গী। বিয়ে দেওয়ার নামে বিট্টুর কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গিয়েছে, বিট্টু তাঁর পরিবারের এক সদস্যের জন্য কনে খুঁজছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁর পরিচয় হয় এক ঘটকের সঙ্গে। সেই ঘটকই বিট্টুকে টোপ দেন, উত্তরপ্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সুন্দরী পাত্রী রয়েছে। ঘটক বিট্টুকে জানান, কনেপক্ষ বিয়েতে রাজি, কিন্তু কিছু প্রাথমিক খরচপাতির জন্য অগ্রিম টাকা লাগবে। বিট্টুও খুব একটা সন্দেহ না করে প্রায় ৩০ হাজার টাকা সেই ঘটকের হাতে তুলে দেন। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট দিনে ধুমধাম করে ‘বারাত’ বা বরযাত্রী নিয়ে হরিয়ানা থেকে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। গন্তব্য ছিল উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের একটি নির্দিষ্ট গ্রাম।

বিট্টু সদলবলে সেই গ্রামে পৌঁছে দেখেন, যে বাড়ির ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কোনও বিয়ের অনুষ্ঠানই নেই! বিট্টু বুঝতে পারেন, তিনি বড়সড়ো একটি জালিয়াতির শিকার হয়েছেন।

ট্রাম্প টেবিলে পেন্টাগনের ‘কিল অর্ডার’ প্রস্তাব

ওয়াশিংটন, ২১ ফেব্রুয়ারি : ইরান ও আমেরিকার যুদ্ধংদেহি মনোভাবের আবহে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘অ্যাক্সিওস’-এর রিপোর্ট বলছে, তেহরান যদি ওয়াশিংটনের পরমাণু শর্ত না মানে, তাহলে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই এবং তাঁর সম্ভাব্য উত্তরসূরি পুত্র মোজতাবা খামেনেইকে খুনের পরিকল্পনার প্রস্তাবে (কিল অর্ডার) ছাড়পত্র দিতে পারেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পেন্টাগন ইতিমধ্যে ট্রাম্পের সামনে এই চরম সামরিক বিকল্পটি রেখেছে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

পেন্টাগনের এক আধিকারিক বলেছেন, ‘পেন্টাগন প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য বিকল্প তৈরি রেখেছে। এর মধ্যে একটির লক্ষ্য খামেনেই, তাঁর পুত্র এবং ইরানের কট্টরপন্থী শীর্ষ নেতৃত্বকে সরিয়ে দেওয়া।’ তবে ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত কী করবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রয়েছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলির বক্তব্য, ‘একমাত্র প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই জানেন তিনি কী করবেন বা করবেন না।’ অন্যদিকে, খামেনেই এই হুমকির জবাবে বলেছেন, ‘এটি একটি ভালো স্বীকারোক্তি। কিন্তু আপনারা এটি করতে পারবেন না।’

রিপোর্টে দাবি

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনার শক্তি বৃদ্ধি এবং পরমাণু সমৃদ্ধকরণ নিয়ে দু’দেশের মধ্যে অচলাবস্থা তুঙ্গে। ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে, ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরির সব পথ চিরতরে বন্ধ করতে হবে। এক মার্কিন আধিকারিকের কথায়, ‘ইরানিরা যদি হামলা এড়াতে চায়, তবে তাদের এমন প্রস্তাব দিতে হবে যা আমরা ফেরাতে পারব না।’ যদিও ইরান জানিয়েছে তাঁরা আলোচনার জন্য তৈরি, কিন্তু পরমাণু সমৃদ্ধকরণ পুরোপুরি বন্ধের বিষয়ে তাঁদের অবস্থান এখনও অনড়।

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। ব্রিটেন মার্কিন সেনাকে তাদের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে বলে খবর। অন্যদিকে, ট্রাম্পের জামাই জ্যারেড কুশনার ইরানের প্রবাসী নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন, যা তেহরানে ‘শাসন পরিবর্তনের’ জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। সব মিলিয়ে, আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যে ইরান কোনও কার্যকর প্রস্তাব না দিলে মধ্যপ্রাচ্য এক ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শেয়ার বাজারে অস্থিরতা, আকর্ষণ বাড়ছে হাইব্রিড ফান্ডের

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

আমেরিকা-ইরান সংঘাতের আশঙ্কা, এআই নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দোলাচল সহ একাধিক ইস্যুতে সারা বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা বেড়েছে শেয়ার বাজারে। এই দেশের শেয়ার বাজারেও তার প্রভাব পড়েছে। শেয়ার বাজারের ওঠানামায় অনেকেই এড়িয়ে যেতে চাইছেন এই ক্ষেত্রকে। আবার অনেকে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি নিয়েও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ধারাবাহিক এবং বড় অঙ্কের রিটার্ন পেতে এখনও মিউচুয়াল ফান্ডের কোনও বিকল্প নেই। বাজারে চালু রয়েছে একাধিক ফান্ড। এদের মধ্যে ইকুইটি ফান্ডে সাধারণত রিটার্ন সব থেকে বেশি পাওয়া যায়। এই অস্থির সময়ে ইকুইটি ফান্ডে ঝুঁকিও বহুগুণ বেড়েছে। আবার ডেট ফান্ডে ঝুঁকি কম হলেও রিটার্ন অনেক কম হয়। ঝুঁকিকে সীমিত করে বেশি রিটার্ন পেতে চাইলে লগ্নি করা যেতে পারে হাইব্রিড ফান্ডে। আগামী দিনে তাই এই ফান্ডে আস্থা রাখতে পারেন লগ্নিকারীরা।

হাইব্রিড ফান্ড কী?

হাইব্রিড ফান্ডের তহবিল ইকুইটির পাশাপাশি ঋণ বা ডেট অ্যাসেটে বিনিয়োগ করা হয়। অনেক সময় সোনাতেও বিনিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের কারণে এই ধরনের ফান্ডে সব সময় ভারসাম্য বজায় থাকে। এতে যেমন ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়, তেমনই বাজার চলতি অনেক অ্যাসেট ক্লাসের তুলনায় এতে রিটার্নও বেশি পাওয়া যায়। বিশেষত ফান্ডের বাজারে যাঁরা নবাগত, তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে এই ধরনের ব্যালেন্সড ফান্ড।

হাইব্রিড ফান্ডের প্রকারভেদ

বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাসে তহবিলের কত ভাগ বিনিয়োগ করা হবে, সেই নিরিখে হাইব্রিড ফান্ড নানা ধরনের হয়-

■ **অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ড :** এই ফান্ডে ৬৫-৮০ শতাংশ অর্থ ইকুইটিতে বিনিয়োগ করা হয়। বাকি অর্থ বিনিয়োগ করা হয় মিক্সড ইনকাম অ্যাসেট ক্লাসে। বাজারে যত ধরনের হাইব্রিড ফান্ড রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে ঝুঁকি বেশি এবং রিটার্নও বেশি পাওয়া যায় অ্যাগ্রেসিভ হাইব্রিড ফান্ডে। এই ধরনের ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করলে বড় অঙ্কের রিটার্ন হাতে পাওয়া যায়।

■ **কনজারভেটিভ হাইব্রিড ফান্ড :** এই ধরনের হাইব্রিড ফান্ডে ১০-২৫ শতাংশ ইকুইটি এবং ৭৫-৯০ শতাংশ ইকুইটি সম্পর্কিত ঋণ উপকরণে বিনিয়োগ করা হয়। ঋণ উপকরণ বা ঋণপত্রের মধ্যে সরকারি এবং কর্পোরেট বন্ড, অপরিবর্তনযোগ্য ডিবেঞ্চার রয়েছে। এই ধরনের ফান্ডের তহবিলের বৃহৎ অংশ ঋণপত্রে বিনিয়োগের কারণে এতে ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

■ **ডায়নামিক অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড :** এই ধরনের ফান্ডে পূর্বনির্ধারিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইকুইটি এবং ফিক্সড ইনকাম অ্যাসেট ক্লাসের মধ্যে বরাদ্দ বাড়ানো বা কমানো হয়। ফলে এই ধরনের ফান্ডে সবসময় একটা ভারসাম্য বজায় থাকে।

■ **মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড :** এই ধরনের ফান্ডে তিনটি অ্যাসেট ক্লাসে ১০ শতাংশ করে বিনিয়োগ করা হয়। এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া হয়।

■ **ব্যালেন্সড ফান্ড :** এই ধরনের ফান্ডে ঋণপত্র এবং ইকুইটি উভয় ক্ষেত্রেই ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়। এই ফান্ডের লক্ষ্য হল দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ বৃদ্ধি এবং ক্ষতির ঝুঁকি কমানো।

■ **আর্বিটেজ ফান্ড :** এই ধরনের ফান্ডের ম্যানেজাররা বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের বা দুটি ভিন্ন বাজারের মধ্যে মূল্য পার্থক্যের সুবিধা নেন। কম সময়ের জন্য এই ফান্ড বিনিয়োগকারীদের লগ্নির আদর্শ হতে পারে।

■ **ইকুইটি সেভিংস ফান্ড :** এই ফান্ড তহবিলের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ বরাদ্দ করে ইকুইটি এবং আর্বিটেজ পজিশনে। বাকি অর্থ ফিক্সড ইনকাম অ্যাসেট ক্লাসে বিনিয়োগ করা হয়।

হাইব্রিড ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

■ ইকুইটি এবং বন্ড ও অন্যান্য অ্যাসেট ক্লাসে এই ফান্ডের তহবিল বিনিয়োগ করা হয় যা ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে ভারসাম্য রাখে।

■ বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাসে বিনিয়োগের কারণে ঝুঁকি কম হয়।

■ পরিস্থিতি অনুযায়ী ফান্ড ম্যানেজাররা বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাসের মধ্যে বিনিয়োগের অনুপাত পরিবর্তন করতে পারেন।

■ সোনা-রুপোর মতো মূল্যবান ধাতুতে বিনিয়োগও হাইব্রিড ফান্ডের বৈচিত্র্য বাড়াতে সাহায্য করেছে।

হাইব্রিড ফান্ডের সুবিধা

■ একটি অ্যাকাউন্ট থেকেই বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাসে বিনিয়োগের সুযোগ পাওয়া যায়।

■ বিনিয়োগকারী নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফান্ড বাছাইয়ের সুযোগ পান।

■ অন্যান্য ফান্ডের তুলনায় হাইব্রিড ফান্ডে ঝুঁকি অনেকটাই কম।

■ বিভিন্ন অ্যাসেট ক্লাসে বিনিয়োগ কম-বেশি করার কাজটা করেন দক্ষ ফান্ড ম্যানেজাররা। সরাসরি বিনিয়োগ করলে এই ঝক্কি আপনাকেই সামলাতে হবে।

কারা বিনিয়োগ করবেন

যাঁদের বয়স একটু বেশি, তাঁরা লগ্নিতে ঝুঁকি কম চেয়ে থাকেন, তাঁদের জন্য এই ফান্ড আদর্শ হতে পারে। নতুন বিনিয়োগকারী যাঁরা দীর্ঘ মেয়াদে ফান্ডে এসআইপি করতে চাইছেন তাঁদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে এই ফান্ড। পেশাদার ফান্ড ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত এই ফান্ডে লগ্নি করতে পারেন যে কোনও বয়সের লগ্নিকারী। ফান্ডের পোর্টফোলিওতে অবশ্যই রাখতে হবে হাইব্রিড ফান্ডকে।

জনপ্রিয় কয়েকটি হাইব্রিড ফান্ড

ফান্ড	৩ বছরের রিটার্ন (%)
কোয়ান্ট মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন	২৩.৮৭
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল রিটায়ারমেন্ট ফান্ড	২২.৩৬
নিপ্পন ইন্ডিয়া মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন	২১.৬৯
নিপ্পন ইন্ডিয়া মাল্টি অ্যাসেট অমনি	২১.০৮
কোটাক মাল্টি অ্যাসেট অমনি	২০.১৯
ইউটিআই মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন	২০.১৪
আদিত্য বিড়লা সানলাইফ মাল্টি অ্যালোকেশন	২০.১৩
এসবিআই মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন	১৯.৯৯
আদিত্য বিড়লা সানলাইফ মাল্টি অ্যাসেট অমনি	১৯.৮৬
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল মাল্টি অ্যাসেট	১৯.৮২

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র

● **সেক্টর :** ব্যাংকিং (রাষ্ট্রায়ত্ত) ● **বর্তমান মূল্য :** ৬৮ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৪২/৬৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৫২৯১০ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ৩৪.৮৬ ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ২.২৯ ● **ইপিএস :** ৮.৪২ ● **পিই :** ৭.৭৯ ● **পিবি :** ১.৮৮ ● **আরওসিই :** ৫.৭২ শতাংশ ● **আরওই :** ২৩.৭৯ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৯০

একনজরে

■ রাষ্ট্রায়ত্ত এই ব্যাংকের মহারাষ্ট্রের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যেও শাখা রয়েছে। বর্তমানে এই ব্যাংকের ২৬০০-এরও বেশি শাখা রয়েছে।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে এই ব্যাংকের মুনাফা ২৬.৫ শতাংশ বেড়ে ১৭৭৯ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ১৭.২৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৫.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা।।

■ এনপিএ কমে ১.৬ শতাংশ হয়েছে। নেট এনপিএ কমে ০.১৫ শতাংশ হয়েছে।

■ সিএএসএ রেশিও ৫০ শতাংশ।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন ৩.৮৭ শতাংশ।

■ বিগত ৫ বছরে ৬৯.৭ শতাংশ সিএজিআর মুনাফা বৃদ্ধি করেছে এই ব্যাংক।

■ ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের প্রয়োজনীয়তা কমেছে।

■ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাংক সংযুক্তিকরণের উদ্যোগে লাভবান হতে পারে এই ব্যাংক।

■ কেন্দ্রের হাতে রয়েছে ব্যাংকটির ৭৩.৬ শতাংশ শেয়ার। দেশি ও বিদেশি সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৩.৫ শতাংশ এবং ৪.৯৩ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

জোড়া ধাক্কায় বেসামাল হয়ে রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার

বোধিসত্ত্ব খান

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ নিফটি প্রথমবারের জন্য ২৬,০০০ পয়েন্টের ওপর পৌঁছেছিল। কিন্তু তার পর প্রায় দেড় বছর অতিক্রম করেছে। এই সময়কালে নিফটি সেই জায়গা থেকে কোনও রিটার্নই দিতে পারেনি বিনিয়োগকারীদের। উপরন্তু নিফটি ৫০ সার্বিক রোজগার বিগত এক বছরে (ডিসেম্বর কোয়ার্টারে) প্রায় ৮ শতাংশ কমে গিয়েছে। সোজা ভাষায় কোম্পানির লাভ কমেছে এবং তার সঙ্গে শেয়ারদরও।

ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসে গোটা বিশ্বকে তিতিবিরক্ত করে মারছেন। কেন নোবেল শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন না, এই অভিযোগ তুলে কখনও ভেনেজুয়েলা আক্রমণ, কখনও গ্রিনল্যান্ড দখল করার হুমকি এবং পড়েছেন ইরানের পিছনেও। উদ্দেশ্য যত না খামেইনিকে বিদায় করা তারও বেশি চোখ ইরানের বিপুল গ্যাস ও তেল ভাণ্ডারে। ইরান এবং আমেরিকার সম্পর্ক এমনিতেই বিশেষ মধুর ছিল না, কিন্তু এখন তা সরাসরি যুদ্ধের সম্ভাবনায় এসে পড়েছে। ইরান বলে দিয়েছে, তাদের ওপর আক্রমণ হলে তারা হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবে। এমনটি হলে বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের ২০ শতাংশ রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় অর্থনীতিতে। এর মূল কারণ আমাদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ৮০ শতাংশ জ্বালানি তেলই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়।

এমনিতেই বিগত এক মাসে জ্বালানি তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ৫০০০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০০০ টাকায়। উপরন্তু আমেরিকা ইরানের ওপর হামলা করে দিলে ভারতের ভালোরকম ক্ষতি হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। যেখানে বিগত কয়েক বছরে ভারত ইরানের চাবাহার বন্দরে বহু মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে ফেলেছে, উপরন্তু ২০২৪-২৫-এ ইরানে ভারত প্রায় ১১০০০ কোটি টাকার ওপর রপ্তানি করেছিল। সেটা বন্ধ হলে বিভিন্ন এক্সপোর্টমুখী কোম্পানি যারা বাসমতী চাল, চা, কফি, মশলা, ওষুধ প্রভৃতি সরবরাহ করে তারা দারুণ ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। এই ভূরাজনৈতিক অশান্তির রেশ পড়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার নিফটি প্রায় ৩৫০ পয়েন্ট এবং সেনসেক্স ১২০০ পয়েন্টের বেশি পতন দেখেছে। ক্রুড অয়েলের ক্রমাগত দামবৃদ্ধির ফলে সমস্ত ডাউন স্ট্রিম কোম্পানি যেমন বিপিসিএল, এইচপিসিএল প্রভৃতিতে প্রায় ৪ শতাংশ করে পতন আসে।

অন্যদিকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমাগত প্রগতি দারুণ ভীতি সঞ্চার করে চলেছে বিভিন্ন আইটি কোম্পানির মধ্যে। কেবলমাত্র ২০২৬-এ নিফটি আইটি সূচক ১৫.৫২ শতাংশের পতন দেখে ফেলেছে। বিগত এক বছরে নিফটি আইটি পতন দেখে ২১.৬৯ শতাংশ। ইনফোসিস এই বছরে পতন দেখেছে ১৬.২৩ শতাংশ। টিসিএস পতন দেখেছে ১৬.২২ শতাংশ, এইচসিএলটেক ১১.৫১ শতাংশ পতন এবং উইপ্রো ২০.২৯ শতাংশ। আইটি কোম্পানিগুলির দুরবস্থার প্রভাব পড়েছে নিফটি ৫০ সূচকে। যত দিন যাচ্ছে তত যেন এআই ভীতি আরও বেশি করে গেড়ে বসছে বিনিয়োগকারীদের মনে। যেদিন থেকে অ্যানথ্রপিক ঘোষণা করেছে যে তাদের এআই মডেল মানুষ কম্পিউটারের সামনে বসে যা কাজ করতে পারে, সেটা করে দেখিয়ে দেবে। তারপর থেকেই যেন আইটি কোম্পানিগুলির শেয়ারদরে পতন বাধা মানছে না।

শুক্রবার যে কোম্পানির শেয়ারগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তরে পৌঁছোয় তার মধ্যে রয়েছে ফাস্টসোর্স সলিউশনস, ক্লিন সায়েন্স, ওলা ইলেক্ট্রিক প্রভৃতি। তবে শুক্রবার রাতের দিকে আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। তারা বলেছে, ট্রাম্প তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করে তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এই ঘোষণার পরে গিফট নিফটি প্রায় ২৩৭ পয়েন্ট উত্থান দেখে ফেলেছিল। এবং সোমবার তা ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে একটি সদর্থক ভূমিকা নিলেও নিতে পারে, যদি না ট্রাম্প অন্যদিকে মনোযোগ ঘোরানোর জন্য ইরানকে আক্রমণ করে বসেন।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দিল দুই শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। চলতি সপ্তাহের শেষে সেনসেক্স ৮২৮১৪.৭১ এবং নিফটি ২৫৫৭১.২৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় দুই সূচকের উত্থান হয়েছে যথাক্রমে ১৮৭.৯৫ এবং ১০০.১৫ পয়েন্ট। তবে শেয়ার বাজারে অস্থিরতা আরও গভীর হয়েছে। আগামী সপ্তাহেও এই প্রবণতা বজায় থাকতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও সতর্ক থাকতে হবে। গুণগতমানে ভালো প্রথম সারির সংস্থাগুলির দিকে বাড়তি নজর দিতে হবে। ধাপে ধাপে এইসব সংস্থার শেয়ারে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করা যেতে পারে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে। যে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত বড় অঙ্কের লোকসানের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতির নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা-ইরান সংঘাত। দুই দেশের আলোচনা চললেও ক্রমশ মধ্যপ্রাচ্যে সমর-সরঞ্জাম লাগাতার বাড়িয়ে চলেছে আমেরিকা। পালটা রাশিয়ার সঙ্গে সেনা মহড়া করছে ইরানও। আলোচনা ভেস্তে গেলে দুই দেশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হতে পারে। এই আশঙ্কায় বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম লাগাতার বাড়ছে। প্রায় সব দেশের শেয়ার বাজারে অস্থিরতা নাগাড়ে বাড়ছে। যার প্রভাব পড়েছে এই দেশেও। ট্র্যারিফ নিয়ে ট্রাম্পের নির্দেশকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছে সেই দেশের সুপ্রিম কোর্ট। তবুও ফের শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে সমঝোতার বদল হচ্ছে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। যার প্রভাবও পড়েছে এই দেশের শেয়ার বাজারে।

পরবর্তী ঋণ নীতিতে আমেরিকায় সুদের হার কমার সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক উত্থানের পর মুনাফা ঘরে তোলার প্রবণতাও বেড়েছে। তাই সূচক উঠলেই শেয়ার বিক্রির প্রবণতা বাড়ছে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দোলাচলে রয়েছেন লগ্নিকারীরা। এত নেতিবাচক বিষয়ের মধ্যেই বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রির হার কমায় অনেকটাই স্বস্তি পেয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

অন্যদিকে সাম্প্রতিক সংশোধনের পর সোনা-রুপোর দাম একটা গণ্ডির মধ্যেই ওঠানামা করছে। আগামী কয়েকদিন পরিস্থিতির বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৮৩.৫১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৭/৫২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৭৫-৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭১৮১১, টার্গেট-১১০।

■ **সিপলা :** বর্তমান মূল্য-১৩৪১.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৭৩/১২৮২, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৩০০-১৩৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৮৩৩১, টার্গেট-১৪৮০।

■ **এনএমডিসি :** বর্তমান মূল্য-৮০.১৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৭/৬০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭৫-৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭০৪৪৮, টার্গেট-১১৫।

■ **ভারতী এয়ারটেল :** বর্তমান মূল্য-১৯৭৭.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১৭৪/১৫৫৯, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১৯০০-১৯৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৪৬৯২৭, টার্গেট-২৩০০।

■ **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১৪১৯.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১২/১১১৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩৭০-১৪০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯২০৭৯৯, টার্গেট-১৫৮০।

■ **ভি গার্ড :** বর্তমান মূল্য-৩১৫.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন-৪১০/২৯৮, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-২৮০-৩০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৭৭৫, টার্গেট-৪১০।

■ **টাটা কনজিউমার :** বর্তমান মূল্য-১১৫৬.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২২১/৯৩০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১১০০-১১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৪৪১৩, টার্গেট-১৩৪০।

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

মনের অসুখ
মাইন্ড স্ক্যান
ডাঃ ত্রিষাম্পতি নস্কর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
9242 000 242

শুধু টাকা, টাকা... তোমার বিবেক নাই ব্যবসায়ী!

দেশবন্ধুপাড়ার মিষ্টির দোকানের কারখানা। এনটিএস মোড় সংলগ্ন রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে বাসনের বেহাল অবস্থা। সেখানে অভিযানকারী দল। (২ ও ৩)। ইনসেটে মোমোয় ছত্রাক। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর।

খবর প্রথম পাতায়

৪৮ ঘণ্টা পর অভিযোগে প্রশ্ন

তরুণের মৃত্যু গাড়ির ধাক্কায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : ঘটনাটি ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখ অর্থাৎ বুধবার রাতের। অথচ, পুলিশে অভিযোগ দায়ের হল শনিবার। শুক্রবার রাত থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিসিটিভি ফুটেজ (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হতেই এদিন সকালে ঘটনাস্থলে অন্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে পৌঁছালেন শিলিগুড়ির ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। যদিও অভিযুক্ত রাত পর্যন্ত অধরা রইল।

কী ঘটেছে? অভিযোগ, সেদিন রাতে প্রায় ফাঁকা রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটছিলেন এক তরুণ ও এক তরুণী। আচমকা জোর গতিতে একটি গাড়ি এসে ধাক্কা মারে তাঁদের। তরুণকে বেশকিছুটা দূর পর্যন্ত ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর অভিযুক্ত গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর আহত তরুণ, তরুণীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। মেয়েটিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন।

প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও থানায় অভিযোগ দায়ের হল না কেন? প্রশ্নের মুখে পরিবার ও পুলিশের ভূমিকা। এপ্রসঙ্গে মৃত বছর তেইশের শংকর ছেত্রীর দিদি মানু ছেত্রীর যুক্তি, 'থানা থেকে আজকেই আমাদের কাছে ফোন আসে। দুর্ঘটনার রাত ও বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্ত সহ অন্য কাজ করতে করতে কেটে গিয়েছে। শুক্রবার বাবা আর মাকে সামলেছি।' পরিবারের জন্যই বা অপেক্ষা করল কেন পুলিশ? স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত অনেক আগেই শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ডিসিপি (ট্রাফিক) শুধু বললেন, 'পুলিশ সক্রিয়ভাবেই তদন্ত চালাচ্ছে। এখনও আমরা গাড়িটির নম্বর জানতে পারিনি। তবে গাড়িটি চিহ্নিত করা গিয়েছে (রং ও মডেল)।'

অভিযোগ উঠেছে, তবে কি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছিল? মৃতের পরিবার ও পুলিশ অবশ্য সমস্বরে অভিযোগটিকে ভিত্তিহীন বলেছে। শংকর পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা ছিলেন। নাইট শিফটে অনলাইন ডেলিভারি সংস্থায় প্যাকেজিংয়ের কাজ করতেন। রাতের কাজ, তাই গুরুংবস্তিতে বাড়িভাড়া নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে থাকতেন তিনি। মানুর দাবি, 'বুধবার ভাই কাজে যায়নি। বান্ধবীর বন্ধুর জন্মদিনে গিয়েছিল। বান্ধবীর সঙ্গে সেখান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে।'

তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন এলাকায় দিনদুয়েক আগে একটি ঘটনা ঘটে। দ্রুতগতিতে আসা গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে যান এক তরুণ। গাড়িটি তাঁর ওপর দিয়েই চলে যায়। মৃত্যু হয় তরুণ শর্মার। অভিযোগ, রাত বাড়লে গতির তোয়াক্কা করেন না অনেকে। এদের দৌরাত্ম্য দিনের পর দিন চললেও পুলিশের হুঁশ ফিরছে না। গতবছর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে রাত কাটানো এক পরিবারের সদস্যদের শরীরের ওপর একটি গাড়ি উঠে পড়েছিল। একজনের মৃত্যু হয়। তারপর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে রাতে সেবক রোডে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা করে ট্রাফিক পুলিশকর্মী মোতায়েনের কথা বলা হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত অবশ্য বাস্তবের মুখ দেখেনি।

রাতে খাবার ডেলিভারি করেন অমর রায়। তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'শুধু সেবক রোড নয়, শহরের বিভিন্ন রাস্তায় রাতে রীতিমতো রেসিং হয়। রাস্তার এক পাশ দিয়ে যেতেও ভয় লাগে।' একই বক্তব্য বাইক ট্যাক্সির চালক মৃন্ময় হালদারের। বলছিলেন, 'অনেকেই তো মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছে। মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগিয়ে জোরে আওয়াজ তুলে ঘোরাফেরা করছে।' রাতের শহরে নজরদারি বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও ডিসিপি (ট্রাফিক) প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলেন, 'সেবক রোডের ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা তদন্ত করছি।'

ঘটনাস্থলে সূত্র সন্ধানে পুলিশ। শনিবার। –সংবাদচিত্র

কী ঘটেছিল

সেদিন রাতে ফাঁকা রাস্তায় হাঁটছিলেন তরুণ ও এক তরুণী। আচমকা জোর গতিতে একটি গাড়ি ধাক্কা মারে তাঁদের। তরুণকে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর অভিযুক্ত গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

পার্কিংয়ের জায়গা নিয়ে প্রশ্নে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : রাস্তার ধারে গাড়ি, বাইক দাঁড় করিয়ে রাখলে ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা এসে ফাইন করছেন। অথচ পার্কিংয়ের জায়গাগুলো ঘিরে রেখে দিচ্ছেন কিছু ব্যবসায়ী। তাহলে মানুষ গাড়ি বা বাইক রাখবেন কোথায়? শনিবার সেবক রোডে ১৮ ফেব্রুয়ারির (বুধবার) রাতের দুর্ঘটনার স্থল পরিদর্শনে এসে এই প্রশ্নের মুখে পড়লেন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ। এদিন সকালে দেখা যায় বুধবার রাতের দুর্ঘটনাস্থলের কাছে পার্কিংয়ের পুরো জায়গাটাই ঘিরে রাখা হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী পবন আগরওয়াল ডিসিপি (ট্রাফিক) -কে প্রশ্ন করেন, 'যাঁরা এইভাবে পার্কিংয়ের জায়গা ঘিরে রাখছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।' উত্তরে ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'এই বিষয়টা দেখার দায়িত্ব পুরনিগমের।'

এরপর ডিসিপি (ট্রাফিক) ওই ঘেরা জায়গাটি মুক্ত করার নির্দেশ দিতেই ওই দোকানের এক কর্মী এসে বলেন, 'ছয় মাসের জন্য ওই জায়গা পুরনিগমের থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছে।' ওই দোকানের কর্মীকে ডিসিপি (ট্রাফিক) পালটা প্রশ্ন করেন, 'পুরনিগম ভাড়া দিলেই আপনারা এভাবে রাস্তা দখল করবেন নাকি? ট্রাফিকের তরফে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দোকানের মালিক বা কর্মীরা দোকানের সামনের পার্কিংয়ের জায়গা সারাদিনের জন্য দখল করে রাখতে পারবেন না। সেখানে আপনি গোটা জায়গাটাই ঘিরে রেখে দিচ্ছেন।' পুরনিগমের থেকে ভাড়া নিলেই পার্কিংয়ের জায়গা এভাবে ঘিরে দেওয়া যায় কি না সেই প্রশ্নও উঠছে। এই প্রসঙ্গে পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ শা-র বক্তব্য, 'এভাবে কোনও জায়গা ঘেরা দেওয়া হয় না। গোটা ব্যাপারটাই অবৈধ।'

এদিন ডিসিপি (ট্রাফিক) লালমোহন মৌলিক ঘাট এলাকাও পরিদর্শন করেন। সেখানে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বেশকিছু গাড়ি এবং বাসকে রাস্তা থেকে সরানো হয়। ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'লালমোহন মৌলিক ঘাটের এই অংশে গাড়ি পার্কিংয়ের নিয়ম নেই। এরপরেও এখানে কিছু গাড়ি, বাস দাঁড়িয়ে থাকছে দেখে ব্যাপারটা মেয়রকে জানিয়েছিলাম। এদিনও দেখলাম কিছু গ্যারাজ সামনের জায়গায় গাড়ি, বাস দাঁড় করিয়ে দখল করে রাখা হয়েছে। আমি নির্দেশ দিয়েছি এভাবে জায়গা দখল করা যাবে না।' ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের তরফে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ি, বাইকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সেবক রোডের পাশাপাশি গোটা শহরেরই পার্কিংয়ের জায়গা ঘিরে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এক্ষেত্রে মূলত ভেন্ডারদের কাছ থেকে অবৈধভাবে জায়গা ভাড়া করে নেয় ব্যবসায়ীদের একটা অংশ। এরপর ওই জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়।

স্টল বিলি করতে কমিটি

শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : স্টল বিলি করতে শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার কর্তৃপক্ষ কমিটি গঠন করল। বাজারের ১৬টি স্টল বিলির প্রক্রিয়াতে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। ব্যবসায়ীদের একাংশ জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ফলে সেই স্টলগুলি বিলি মাঝপথে আটকে যায়। প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলা প্রশাসনের তরফে পাঁচজনের একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। সেই কমিটিই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে স্টল বিলির প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সামনে ভোট। আধিকারিকরা এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত। ফলে সমস্ত স্টল বিলির প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। বাজারের সচিব অনুপম মৈত্র বলেন, 'স্টল বিলির বিষয়ে তৈরি কমিটি খতিয়ে দেখবে। যে স্টলগুলি নিয়ে কথা হচ্ছে সেগুলি বিলিই হয়নি। ফলে অনিয়মের কোনও প্রশ্ন নেই।'

কয়েক মাস আগে নিয়ন্ত্রিত বাজারের ১৬টি স্টল বিলির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে ব্যবসায়ীদের একাংশ আবেদন করেছিলেন। অভিযোগ, আগে স্টল পেয়েছেন এমন বেশ কয়েকজন বেনামে আবার স্টলের জন্য আবেদন জানান। মার্কেট কর্তৃপক্ষ তাদের তালিকাগুলি নিয়ে বিবেচনা করতে গেলে ব্যবসায়ীদের কয়েকজন অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। একই ব্যক্তিকে একাধিকবার স্টল না দেওয়ার দাবি জানানো হয়। এর জেরে স্টল বিলির বিষয়টি মাঝপথে আটকে যায়।

শিলিগুড়ি হোলসেল ফিশ মার্চেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অজয় মাহাতো বলেন, 'নতুন ব্যবসায়ীরা স্টল পেলে ভালো। কিন্তু যাঁরা অনিয়মের অভিযোগ করছেন তার সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। না হলে অভিযোগ হতেই থাকবে। সমস্যার সমাধান আর হবে না।' স্টল নিতে আবেদন করা ব্যবসায়ীদের একজন বলেন, 'অনেক নতুন ব্যবসায়ী স্টল ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করে থাকেন। তাঁরা স্টল পেলে ব্যবসায় উৎসাহ পাবেন এবং নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারবেন।'

পতাকায় আগুন

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির দলীয় পতাকা ছিঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শিলিগুড়ি পুর এলাকার ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে। ভক্তিনগর থানায় শনিবার অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূলের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছে বিজেপি। অভিযোগ, ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বেশকিছু এলাকায় বিজেপি দলীয় পতাকা লাগিয়েছিল। সেগুলি রাতের অন্ধকারে ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোষীদের না ধরলে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনা বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের ফল।

গৌতমকে জানাল বিধান মার্কেট

আমাদের দেখলে আমরাও দেখব

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে গৌতম দেবের পাশে থাকার শর্ত দিল বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা শনিবার বলেছেন, 'বিধান মার্কেটের সমস্যার সমাধান করতে পারবে একমাত্র দাদা গৌতম দেব। ভোটে যদি দাদা দাঁড়ায় তাহলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। তবে দাদাকেও আমাদের দিকটা দেখতে হবে।'

শহরের বাজারগুলোর সমস্যা ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে পুরনিগমে একটি আলোচনা সভা হয়। সেই সভায় গৌতম দেবের সামনেই বাপি ব্যক্তিমালিকানাই যে বাজারের সমস্যা সমাধানের একমাত্র শর্ত, সেটা বুঝিয়ে দেন। বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হয়নি মেয়র গৌতম দেবেরও। তিনিও তাঁর বক্তব্যে বললেন, 'বিধান মার্কেটের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। মাঝে এই সমস্যা সমাধানের জন্য পঞ্চাশ কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ হয়। সেই সময় কাজটা হয়নি। তবে এবারে এই সমস্যা সমাধানের সময় এসেছে। এসজেডিএ এরজন্য কাজ করছে। মে-জুন মাসের মধ্যেই চুক্তির মাধ্যমে বিধান মার্কেটের এই সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হবে।'

বিষয়টা আরও পরিষ্কার করেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। সরাসরি বাপির উদ্দেশে বলেন, 'বাপি এবারে এমন মানুষকে জেতাও, যে কলকাতায় গিয়ে তোমাদের সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে।'

> বিধান মার্কেটের সমস্যার সমাধান করতে পারবে একমাত্র দাদা গৌতম দেব। ভোটে যদি দাদা দাঁড়ায় তাহলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। তবে দাদাকেও আমাদের দিকটা দেখতে হবে।
>
> –বাপি সাহা, সম্পাদক, বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি

প্রার্থীতালিকা প্রকাশ্যে না এলেও গৌতম দেব ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, তিনি শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রেই এবারে নির্বাচনি লড়াইয়ে নামছেন। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ভোট বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শহরে ১০৩ বাজার মিলিয়ে ২৫০০০ ব্যবসায়ী রয়েছেন। যারমধ্যে অবশ্য ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকাতেও কিছু বাজার রয়েছে। ফলে, এদিনের বৈঠকে সমস্যা শোনার মধ্যে দিয়েই পুরনিগমের কাজের ফিরিস্তিও তুলে ধরার চেষ্টা করেন গৌতম দেব। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ইতিমধ্যেই আমরা বেশকিছু বাজারের সংস্কার করেছি। এলিভেটেড করিডরের জন্য ১৫ বাজার উচ্ছেদ হয়েছে। তবে সমস্ত বাজারের ব্যবসায়ীদেরই আমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি।'

বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মন জয়ের জন্য গৌতম বলেন, 'আমার পরিবারও ওপার বাংলা থেকে এসেছে। তাই আমি কষ্ট ও আবেগ বুঝি।' অন্যদিকে, এদিন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র মনে করিয়ে দেন, 'আমাদের মনে রাখতে হবে, যখন আমরা সমস্যায় পড়ি, তখন কে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। গৌতম দেবই আমাদের অভিভাবক।' পাশাপাশি রেলের তরফে বিভিন্ন বাজারে উচ্ছেদ নোটিশ নিয়েও সরব হন পরিমল। এসবের মধ্যেই পুর কমিশনার অশ্বিনী রায় নিজের বক্তব্যে বলেন, 'ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুরনিগম রয়েছে। পুরনিগম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনও কাজ করবে না। আলোচনা করেই উন্নয়নমূলক কাজ চলবে।'

মেডিকেলে পানীয় জলসংকট

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : গাড়ির ধাক্কায় তৃতীয় মহানন্দা সেতুর ওপর থাকা জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় শনিবার দিনভর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকল। মহানন্দা সেতুর ফুটপাথের রেলিং ঘেঁষে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জলের পাইপলাইন মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ওই পাইপলাইনের মাধ্যমে মেডিকেলেই সেই পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। তবে শুক্রবার গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চার চাকার গাড়ি সেতুর রেলিংয়ে ধাক্কা মারায় রেলিং ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি লোহার পাইপ ফেটে যায়। যার ফলে মেডিকেলে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'মেডিকেলে এমনিতে জলের সমস্যা রয়েছে। বোরিংয়ের জল এতটা ঘোলা যে সেটি ঠিক করে ব্যবহার করা যায় না। তার ওপর এদিন সকাল থেকে জলসমস্যা তৈরি হয়েছে।'

এদিকে, রবিবার বিকালের আগে মেডিকেলে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে না বলে জানিয়েছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা। ঠিকাদারি সংস্থার তরফে মহম্মদ সোনাজউদ্দিন বলেন, 'পাইপের যে অংশটি ফেটে গিয়েছে, সেটি কেটে বাদ দিয়ে নতুন লোহার পাইপ লাগাতে হচ্ছে। রবিবার দুপুরের মধ্যে সেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। রবিবার দুপুর থেকে মেডিকেলে পানীয় জলের সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত জলের পাইপ। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

কটূক্তি, বচসা গড়াল থানায়

বাগডোগরা, ২১ ফেব্রুয়ারি : আঠারোখাইয়ের শিসাবাড়িতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা নিয়ে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে কটূক্তি করা হয়। তাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছোয়। শুক্রবার রাতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মোবাইল হাতে নিয়ে পাড়ার দোকানে যাচ্ছিল। তখন প্রতিবেশী কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে দুই পরিবারের বচসা চরমে ওঠে। মারামারিও হয় দু'তরফে। পরীক্ষার্থীর পরিবার মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এটা কোনও বড় ঘটনা নয়। তবে অভিযোগ যখন হয়েছে তখন ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমাবর্তন

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : ২৪ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি দীনবন্ধু মঞ্চে মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। মিত্র সম্মিলনীর ১১৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ২৪ ফেব্রুয়ারি স্মারক বক্তৃতা দেবেন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য। এছাড়াও ওইদিন নিউ আলিপুর নাট্যচর্চার 'মুখ' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। এই অনুষ্ঠানে ২৫ ফেব্রুয়ারি মিত্র সম্মিলনী প্রযোজিত নাটক 'শ্যামের সাইকেল' মঞ্চস্থ হবে। ওইদিন শ্রীকান্ত আচার্য অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন।

সফল অপারেশন

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করল স্টার হাসপাতাল। জয়গাঁর এক বাসিন্দার জরায়ুর জটিল সমস্যা সফলভাবে সমাধান করা হয়েছে লেপারোস্কোপি পদ্ধতিতে। স্টার হাসপাতালে গাইনিকলজিস্ট ডাঃ তমামি চৌধুরী ও তাঁর টিম টিএলএইচ পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে অপারেশনটি করেন।

নাচ, গান, কথায় দুই শহরে ভাষা শহিদদের স্মরণ

শনিবার বাঘা যতীন পার্কে ২১শে স্মারকের সামনে ভাষা শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পুরনিগমের উদ্যোগে বাঘা যতীন পার্কে ভাষা শহিদদের স্মরণে অনুষ্ঠান হয়। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি, বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য, শহিদদের আত্মত্যাগের বিষয় তুলে ধরা হয়। মেয়র বলেন, 'এই দিনটি ভোলার নয়। আজ আমরা স্মারকস্তম্ভে স্মৃতিতর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলাম।' বাঘা যতীন পার্কে নাগরিক মঞ্চের তরফেও অনুষ্ঠান হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ২১ ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য নিয়েও আলোচনা করেন বক্তারা।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে রামকিঙ্কর হলের ভাষা শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনির্বাণ দাম, এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার সহ আরও অনেকে। এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

কলেজপাড়া শিশু উদ্যানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তির সামনে চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী করে শিলিগুড়ি আর্ট সার্কেল। শহরের বিশিষ্ট শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এছাড়া এবিটিএ'র ভবনে এবিটিএ দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে ভাষা দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয় ও শাখার মুখপত্র 'শিক্ষা সংবীক্ষণ'-এর মোড়কের আবরণ উন্মোচন করা হয় বলে সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু জানিয়েছেন।

শ্রমিক ভবনে বিতর্ক সভা, কবিতার আসর সহ একাধিক অনুষ্ঠান চলবে দু'দিন ধরে। অলোক চক্রবর্তী বলেন, 'অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে, মাতৃভাষাকে নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। কোনও রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার চলে, কোথাও গুজরাটিদের ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। আমাদের দু'দিনের অনুষ্ঠানে এই সমস্ত বিষয়ে নানা আলোচনা হবে, সেটা নিয়ে পরবর্তীতে আমরা কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের কাছেই জ্ঞাপনপত্র দেব।'

- শিলিগুড়িতে মূল অনুষ্ঠান হয় পুরনিগমের উদ্যোগে বাঘা যতীন পার্কে
- অন্য সরকারি অনুষ্ঠান হয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তরফে রামকিঙ্কর হলে
- কলেজপাড়া শিশু উদ্যানে চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী করে শিলিগুড়ি আর্ট সার্কেল
- ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরি চত্বরে ভাষা শিহদ স্মারকে শ্রদ্ধা জানানো হয়

শিলিগুড়ি কল্লোল সাংস্কৃতিক ভবনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করল বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি। এদিন ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তাঁরা।

ভাষা শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরি চত্বরে ভাষা শিহদ স্মারকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। একাধিক সাংস্কৃতিক সংস্থা ভাষা শিহদ স্মারকে এদিন বাংলা ভাষার ওপর আলোকপাত করে অনুষ্ঠান করে। যুব প্রজন্মকে বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সামাজিক মাধ্যমেও আর্জি জানিয়েছেন অনেকেই।

পৃথিবীর পাঠশালা

সৌন্দর্যের জন্য তেজস্ক্রিয় পানীয়

১৯২০-এর দশকে রেডিয়ামকে জাদুকরী ওষুধ ভাবা হত। ইবেন বায়ার্স নামের এক ধনী ব্যক্তি যৌবন ধরে রাখতে 'রাডিথর' নামের এক রেডিয়াম মেশানো জল রোজ খেতেন। প্রায় ১৪০০ বোতল খাওয়ার পর তাঁর শরীর পচতে শুরু করে। তাঁর দাঁত পড়ে যায়, এমনকি আস্ত চোয়াল খসে পড়ে যায়। তিনি যখন মারা যান, তাঁর শরীর এতটাই তেজস্ক্রিয় ছিল যে তাঁকে সিসার কফিনে কবর দিতে হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দিয়ে মানুষ যে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনে, বায়ার্স তার করুণ দৃষ্টান্ত।

বাদুড় যখন 'ব্যাট বম্ব'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানকে শায়েস্তা করতে আমেরিকা এক আজব পরিকল্পনা করেছিল— 'ব্যাট বম্ব'। হাজার হাজার মেক্সিকান বাদুড়ের গায়ে ছোট ছোট টাইম-বোমা বেঁধে জাপানি শহরের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। বাদুড়রা দিনের আলোয় কাঠের বাড়িগুলোর ছাদের ফোকরে লুকিয়ে থাকবে এবং রাতে বোমা ফেটে আগুন ধরে যাবে। পরীক্ষায় এটি সফলও হয়েছিল— ভুল করে এক ঝাঁক বাদুড় আমেরিকার নিজেরই এক সেনাঘাঁটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরমাণু বোমা তৈরি হয়ে যাওয়ায় এই প্রোজেক্ট আর মাঠে নামানো হয়নি।

বিষাক্ত মানবী

১৯৯৪ সালে গ্লোরিয়া রামিরেজ নামের এক মহিলা ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ডাক্তাররা যখন তাঁর রক্ত নিতে যান, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তাঁর শরীর থেকে রসুনের মতো গন্ধ বেরোচ্ছিল এবং তাঁর রক্ত দেখে নার্স ও ডাক্তাররা একের পর এক অজ্ঞান হয়ে যেতে থাকেন। প্রায় ২৩ জন কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে বলা হয় 'দ্য টক্সিক লেডি'। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তিনি ব্যথার জন্য এমন কোনও জেল ব্যবহার করতেন যা শরীরে বিক্রিয়া করে বিষাক্ত নার্ভ গ্যাসে পরিণত হয়েছিল। হাসপাতালের ইতিহাসে এমন রহস্যময় ঘটনা আর ঘটেনি।

তিমির পেটে ডিনামাইট

সৈকতে মরে পড়ে থাকা বিশাল তিমি সরানো এক ঝামেলার কাজ। ১৯৭০ সালে আমেরিকার ওরেগনে ইঞ্জিনিয়াররা ভাবলেন, ক্রেন দিয়ে না সরিয়ে ডিনামাইট দিয়ে তিমিটাকে উড়িয়ে দিলে কেমন হয়? ছোট টুকরো হলে পাখিরা খেয়ে নেবে। যেই ভাবা সেই কাজ। কিন্তু বিস্ফোরণের পর তিমির চর্বি আর মাংসের টুকরো উল্কাবৃষ্টির মতো আকাশ থেকে দর্শকদের ওপর এবং পার্ক করা গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ে। দুর্গন্ধ আর ধ্বংসলীলায় পুরো এলাকা নরক হয়ে ওঠে। সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যে আরও বড় সমস্যা ডেকে আনা যায়, এই ঘটনা তার ক্লাসিক উদাহরণ।

কোচবিহারে আসছেন প্রিয়াংকা

কোচবিহার, ২১ ফেব্রুয়ারি : মার্চের মাঝামাঝি সময়ে কোচবিহারে ভোট প্রচারে আসছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধি। সেসময় রাজ্যে আসছেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও।

ভোট প্রচারে প্রিয়াংকার কোচবিহারে আসার কথা শনিবার জেলা কার্যালয় থেকে জানিয়েছেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার। তবে কবে তিনি কোচবিহারে আসবেন সেই দিনক্ষণ এখনও স্থির হয়নি বলে তিনি জানান। তাঁর কথায়, 'আমরা উচ্ছ্বসিত। নাগরিকত্ব ইস্যু এবং নির্বাচন নিয়ে বার্তা দিতেই তিনি প্রথমবার কোচবিহারে আসছেন।'

জেলা কংগ্রেস সূত্রে খবর, ভোটের আগে প্রিয়াংকার এই কোচবিহার সফর একদিনের। তবে দিনক্ষণ ঠিক না হলেও পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি কোচবিহার বিমানবন্দরে নেমে প্রথমে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেবেন। তারপর কোচবিহার শহরে রোড শো করার কথা রয়েছে। এছাড়া তাঁর জনসভা করার কথা।

স্বপ্নার স্বপ্নভঙ্গ

প্রথম পাতার পর

প্রায় চার মাস আগে স্বপ্নার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। দলের 'দূতদের' মাধ্যমে স্বপ্নার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। পরবর্তীকে জানা যায়, মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্নাকে রাজনীতিতে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন। তারপরই স্বপ্না তৃণমূলের প্রার্থী হতে রাজি হন। স্বপ্না প্রথম থেকেই জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। সেই মতো আশ্বাসও পান। এরপর স্বপ্নার সঙ্গে তৃণমূলের বেশ কয়েক দফা আলোচনাও হয়। এমনকি ভোটে জিতলে ক্রীড়ামন্ত্রী হতে চান বলেও স্বপ্না প্রস্তাব দিয়েছিলেন। গত জানুয়ারি মাসে স্বপ্না একপ্রকার ঠিক করে ফেলেন তৃণমূলে নাম লেখানোর ব্যাপারে। সেইমতো রাজ্য পুলিশে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে চাকরির জন্য জেলা পুলিশ প্রশাসনের মাধমে আবেদনও করেন তিনি। শোনা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে যোগ দেবেন স্বপ্না। ফেব্রুয়ারিতে রেলের চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তিনি।

হঠাৎ করেই তৃণমূলের তরফে স্বপ্নাকে জানানো হয়, জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করা সম্ভব নয়। তবে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে দাঁড়াতে পারেন তিনি। স্বপ্না তাতে রাজি হননি। বিকল্প হিসেবে তিনি রাজগঞ্জ কেন্দ্রে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দেন। সূত্রের খবর, স্বপ্নাকে তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ করার প্রস্তাবও দিয়েছিল। কিন্তু স্বপ্না তা অস্বীকার করেছেন।

এরপর থেকেই স্বপ্না ভেঙে পড়েছেন। খেলা ছেড়ে রাজনীতির জগতে পা রাখার আগেই তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। স্বপ্নার আক্ষেপ, 'আমাকে মানুষ খেলাধুলার জগতের মানুষ হিসেবেই চেনেন। কিন্তু পার্টি পার্টি করে এই বছর এশিয়ান গেমসের

হতাশ স্বপ্না।

প্রস্তুতিও নিলাম না। রাজনীতিতে আসছি বলে গত চার মাস ধরে বসে আছি। খেলার সঙ্গে কোনও সংযোগ নেই। এশিয়ান গেমস এবছর অগাস্টে হবে। তার জন্য ওপেন ন্যাশনাল ও ইন্টার স্টেট প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানাধিকারী হতে হবে। এখনও অনুশীলন করলে সেটা হয়তো পারব। কিন্তু এশিয়ান গেমসের জন্য নিজেকে তৈরি করতে ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। গত ডিসেম্বর থেকে এখনও পর্যন্ত অনুশীলনের বাইরে থাকায় সেই প্রস্তুতি নিতে পারিনি। তাই এখন এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে চাইলেও ভালো ফলাফল করা যাবে না। এখনও তৃণমূল চূড়ান্ত কিছু জানায়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা ও ভরসা নিয়ে অপেক্ষায় আছি।'

এই পরিস্থিতিতে স্বপ্নার মন খারাপ। শেষবেলায় যদি ভালো খবর আসে সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন।

জলপাইগুড়ি সদরের বিকল্প হিসাবে স্বপ্না রাজগঞ্জে প্রার্থী হতে চাওয়ায় তৃণমূলের অন্দরেও কথা উঠেছে। রাজ্যে যখন বামেদের শাসন তখন তৃণমূলের টিকিটে রাজগঞ্জে উপনির্বাচনে জিতে নজির গড়েছিলেন খগেশ্বর রায়। যে কোনও দুর্যোগে, যে কোনও অনুষ্ঠানে ছুটে যান- এই বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ইতিমধ্যেই রাজগঞ্জে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তিনি। একাধিকবারের জয়ী বিধায়ক খগেশ্বর তৃণমূলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যানও। তাঁকে সরিয়ে স্বপ্নাকে প্রার্থী করার প্রস্তাবে বিশেষ আমল দিচ্ছেন না তৃণমূলের জেলা নেতারাও। খগেশ্বর অবশ্য স্বপ্নাকে নিয়ে কোনও মন্তব্যই করতে চাননি।

নগেনের বঙ্গবিভূষণ নিয়ে প্রশ্ন অনেক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি সাংসদ নগেন রায়কে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিল রাজ্য সরকার। রাজবংশী ভোট পেতেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই কৌশল নেওয়া হল বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। শনিবার কলকাতায় ভাষা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে নগেনকে এই সম্মাননা দেন। সেখানে ঘোষণা করা হয়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নগেন রায়ের প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য। তাঁর সদর্থক ভূমিকার স্বীকৃতির জন্য এই সম্মান দেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'রাজবংশীদের জন্য উনি (নগেন রায়) আন্দোলন করেছেন। আপনি সমাজের কাজে নিয়োজিত থাকুন। আপনার জন্য গর্বিত।'

তবে রাজবংশী সমাজের উন্নয়নের জন্য নগেন রায় কী কী কাজ করেছেন তা মনে করতে পারছেন না অনেকেই। তোপ দেগেছেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মনও। গ্রেটার আন্দোলনে নগেনের প্রতিপক্ষ হিসেবেই পরিচিত বংশীবদন। তাঁর কথায়, 'রাজবংশীদের জন্য নগেন রায় কী কী করেছেন তা আমাদের নজরে পড়ছে না। কোনও আন্দোলনেই নগেন রায়কে পাওয়া যায়নি। এমনকি রাজ্য সরকার যে ২০০টি রাজবংশী স্কুল তৈরি করেছে সেটিও আমাদের দাবির ভিত্তিতে করা। নগেন রায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাংসদ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও রাজবংশীদের জন্য একটি কাজও তিনি করতে পারেননি। তাঁকে কেন বঙ্গবিভূষণ দেওয়া হল তা রাজ্য সরকারই বলতে পারবে।'

নগেনবাবু বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হলেও মাঝেমধ্যেই পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। আবার কোচবিহারকে পৃথক রাজ্য করার দাবি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে তিনি মানেন না বলেও জানিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, যে রাজ্য সরকারকে তিনি অমান্য করেন বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁদের কাছ থেকেই বঙ্গবিভূষণ সম্মান নিলেন কেন? এই প্রশ্নের জবাবে নগেনবাবুর সাফাই, 'আমরা কোচবিহারকে আলাদা রাজ্য ভাবি, পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা রাজ্য ভাবি। আমাকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দেওয়া হয়েছে। তাতে সমস্যার কিছু নেই।' অবশ্য এই সম্মান দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি।

বিজেপি সাংসদ নগেনবাবুকে যে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল। এমনকি বিজেপি নেতৃত্বের কাছেও তা অজানা ছিল। শনিবার কলকাতায় ভাষা দিবস উদযাপনের মঞ্চে হঠাৎই নগেনকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অনেকেই। মঞ্চে ওঠার আগে শহিদ বেদিতে মাল্যদানের সময় মমতার সঙ্গে নগেনকে দেখা যায়। এদিন সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টদের সম্মাননা দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই ছিল নগেন রায়ের নাম। তাঁকে যে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা এদিনের অনুষ্ঠান থেকে স্পষ্ট হয়েছে। ঘোষক যখন নগেন রায়ের নাম ধরে সঞ্চালনা করছিলেন তখন প্রথমে একবার মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে দেখা যায় ঘোষকের কানে কানে গিয়ে বলছেন, 'মহারাজা' বলে উল্লেখ করতে। পরে দেখা যায় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও একই কায়দায় ঘোষককে বলছেন, নগেন রায়কে 'মহারাজা' বলে ডাকতে।

কোচবিহারে রাজবংশী ভোট একটি বড় ফ্যাক্টর। সেই ভোটের একটি বড় অংশই নগেন রায়ের দখলে রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, রাজবংশী ভোট যেদিকে থাকবে সেদিকেই পাল্লা ভারী। স্বাভাবিকভাবেই নগেন রায়কে কাছে টানতে রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই শাসকদলেরই দড়ি টানাটানি চলে। নগেন বিজেপির সাংসদ হওয়ায় তৃণমূলের নেতারা প্রকাশ্যেই তাঁর সমালোচনা করেন। এদিন তাঁকেই বঙ্গবিভূষণ দেওয়ায় এখন অবশ্য তাঁরা মেপে কথা বলছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এদিন বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিয়েছেন, সেখানে আমার কিছু বলার নেই। ওঁর সামাজিক কাজের জন্যই ওঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে।' বিজেপির বিধায়ক মালতী রাভার বক্তব্য, 'যে কোনও পুরস্কারকেই স্বাগত জানানো উচিত। তবে দিদি তো উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করেন না। তিনি যে উদ্দেশ্যে দিয়েছেন তা বিফলে যাবে।'

অরিজিতের বাড়িতে যিশু, ইন্দ্রদীপ

পরাগ মজুমদার

জিয়াগঞ্জ, ২১ ফেব্রুয়ারি : প্লে-ব্যাক মিউজিককে সদ্য বিদায় জানিয়েছেন অরিজিৎ সিং। চলতি মাসের শুরুতেই সুদূর মায়ানগরী মুম্বই থেকে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে তাঁর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছিলেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খান। সেই স্মৃতি এখনও টাটকা। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই টলি দুনিয়ার জনপ্রিয় অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত ও সংগীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত শুক্রবার মধ্যরাতে অরিজিতের বাড়িতে হাজির হন। শনিবার দিনের আলো ফুটতেই সেই খবর বিদ্যুতের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে জেলাবাসীর মধ্যে। নতুন করে শুরু হয়েছে কৌতূহলও।

যদিও আমির খানের সফরের নেপথ্যে ছিল তাঁর পুত্র জুনায়েদের 'এক দিন'-এর গানের রেকর্ডিং। যেই কাজ আগেই সেরেছেন অরিজিৎ। অবসরের ঘোষণার পর গায়ক স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, এই বছর আরও বেশকিছু ছবিতে তাঁর গান শোনা যাবে, যেই কাজগুলো আগেই হাতে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু

অরিজিৎ সিংয়ের বাড়ি। জিয়াগঞ্জে। - সংবাদচিত্র

যিশু এবং ইন্দ্রদীপের এই সফরের কারণ নিয়ে এখনও কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে। জল্পনা চলছে, আসন্ন কোনও মিউজিক প্রোজেক্টের আলোচনার জন্য হাজির তাঁরা। অথবা আগে থেকে পাকা থাকা কাজ সম্পূর্ণ করতে বা একান্ত সময় কাটানোও উদ্দেশ্য হতে পারে।

তবে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর সঙ্গে অরিজিৎ-এর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাঁর সুরে 'বোঝে না সে বোঝে না', 'এগিয়ে দে'র মতো হিট গান গেয়েছেন অরিজিৎ। গায়কের বোন অমৃতাও ইন্দ্রদীপের সঙ্গে কাজ করছেন দীর্ঘদিন। তারকারা সচরাচর মুম্বই বা কলকাতার স্টুডিওতে কাজ সারেন। কিন্তু অরিজিৎ সিং জিয়াগঞ্জেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আমির খানের মতো বড় মাপের তারকার পর এদিন যিশু ও ইন্দ্রদীপের আগমনে জিয়াগঞ্জবাসীর মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা যায়। প্রিয় গায়ক ও অভিনেতাদের একঝলক দেখতে অরিজিতের বাড়ির সামনে ভিড় জমান অনুরাগী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। একটি সূত্র মারফত জানা যায়, সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই

> **যতটুকু জানতে পেরেছি, যিশু সেনগুপ্ত ইতিমধ্যেই অরিজিতের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তও এসেছেন। এর বেশি এখন কিছু বলা সম্ভব নয়।**
>
> **প্রসেনজিৎ ঘোষ** চেয়ারম্যান
> জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভা

টলিউডের এই বিখ্যাত সুরকারের গান আরও একবার গাইতে চলেছেন জিয়াগঞ্জ-এর ভূমিপুত্র অরিজিৎ।

এদিন জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'যতটুকু জানতে পেরেছি, যিশু সেনগুপ্ত ইতিমধ্যেই অরিজিতের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তও এসেছেন। এর বেশি এখন কিছু বলা সম্ভব নয়।'

অরিজিতের সঙ্গে 'কোলাবোরেশন' করে গান গাওয়ার জন্য এর আগে এড শিরানের মতো বিখ্যাত পপ গায়কও মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে এসেছেন। সেক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদে থেকেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গান রেকর্ড এবং মিক্সিং করার জন্য ইতিমধ্যে অরিজিৎ নিজের বাড়ির কাছে একটি আধুনিক রেকর্ডিং স্টুডিও তৈরি করেছেন। সেখানেই তিনি গান রেকর্ড করেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, যিশু সেনগুপ্ত অভিনীত একটি সিনেমায় ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত সুর দিচ্ছেন। সেই সিনেমার গানের রেকর্ডিংয়ের জন্যই অরিজিতের বাড়িতে আসা। 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবির পর আবারও যদি বাংলা সিনেমায় অরিজিতের কণ্ঠ শোনা যায়, তা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে কি না, নাকি সবটাই কাকতালীয়, সেই বিষয়ে অরিজিতের বাড়ি থেকে কোনও উত্তর মেলেনি পরিষ্কারভাবে। কড়া গোপনীয়তা বজায় রাখা হয় এদিন।

প্রতারণায় ধৃত

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : ব্যাংক স্টেটমেন্টে কারচুপি করে সেবক রোড এলাকার একটি সংস্থাকে প্রায় ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন এক অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং তাঁর স্ত্রী। মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে ভক্তিনগর থানার পুলিশের একটি টিম হরিয়ানার সিরসায় গিয়ে ওই দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই অ্যাকাউন্ট্যান্টের নাম নীতেশ শর্মা। তছরুপ করা টাকা তিনি স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে স্ত্রী অঞ্জলি থাপাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার ট্রানজিট রিমান্ডে ওই দম্পতিকে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে আসা হয়। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে নীতেশকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তাঁর স্ত্রীকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত বছর ৯ অক্টোবর ভক্তিনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেবক রোড এলাকার ওই সংস্থার তরফে দাবি করা হয়, ২০২৪ সালে নীতেশ ওই সংস্থায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় আট মাস ধরে তিনি ওই পদে ছিলেন। গতবছর জুলাই মাসে বিভিন্ন জায়গা থেকে বকেয়া টাকার জন্য ফোন আসতে শুরু করে। ওই টাকাগুলো অ্যাকাউন্ট্যান্টের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর সংস্থার তরফে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করা হয়।

ডিপোতেই পেট্রোল পাম্প এনবিএসটিসি'র

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২১ ফেব্রুয়ারি : পেট্রোল পাম্পের ব্যবসা শুরু করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, কোচবিহার শহরের সুনীতি রোডের ধারে এনবিএসটিসি'র নিউ টার্মিনাসে খুব শীঘ্র এই পেট্রোল পাম্প গড়ে তোলা হবে। এই পেট্রোল পাম্পটি থেকে নিগমের নিজস্ব বাসের পাশাপাশি বাইরের গাড়িও তেল কিনতে পারবে। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'আমরা নিউ বাস টার্মিনাসে পেট্রোল পাম্প চালু করতে চলেছি। ভারত পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে এবিষয়ে মউ স্বাক্ষর হয়েছে। পেট্রোল পাম্পের মালিকানা আমাদের হাতেই থাকবে। এর ফলে নিগমের আয় যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি এটা নিগমের একটা সম্পত্তি হয়েও থাকবে।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে নিগমে সাতশোর অধিক বাস রয়েছে। এর মধ্যে প্রযুক্তিগত সহ নানা কারণে শতাধিক বাসকে প্রতিদিন রিজার্ভে রাখতে হয়। ফলে প্রতিদিন গড়ে ৫৮০ থেকে ৬০০টি বাস চলাচল করে। উত্তরবঙ্গে দৈনিক প্রায় ২১৯টি রুটে এই বাসগুলি চলাচল করে। সবমিলিয়ে প্রতিদিন এই বাসগুলিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। কিন্তু তারপরেও সবমিলিয়ে নিগমের আয় মাসে ১৫ থেকে ১৬ কোটি টাকার বেশি হয়

কোচবিহার নিউ বাসস্ট্যান্ডে খুলবে পেট্রোল পাম্প। ছবি : জয়দেব দাস

> **আমরা নিউ বাস টার্মিনাসে পেট্রোল পাম্প চালু করতে চলেছি। ভারত পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হয়েছে। পেট্রোল পাম্পের মালিকানা আমাদের হাতেই থাকবে।**
>
> **পার্থপ্রতিম রায়**
> এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান

না। অথচ নিগমের গাড়ি চালানোর খরচ, কর্মীদের বেতন সবমিলিয়ে এনবিএসটিসি'র প্রতি মাসে খরচ হয় ২১ থেকে ২২ কোটি টাকা। ফলে প্রতি মাসে ছয় থেকে সাত কোটি টাকা নিগমের ঘাটতি হচ্ছে। রাজ্য সরকার প্রতি মাসে নিগমের এই ঘাটতি মিটিয়ে আসছে। তাই নিগম কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা করছে আয় বাড়ানোর।

এনবিএসটিসি'র কোচবিহার ডিপোর কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ চৌধুরী বলেন, 'এনবিএসটিসি'র অনেক জায়গা পড়ে রয়েছে। আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে এই পেট্রোল পাম্প গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে সাধুবাদ জানাই।'

আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে নিগম কর্তৃপক্ষ বহুদিন আগে কোচবিহারে তাদের বাস টার্মিনাসে সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য হল তৈরি করেছে। সেখানে পর্যটকরা চাইলে টাকা দিয়ে থাকতেও পারেন।

মাংসে পোকা

প্রথম পাতার পর

শনিবার ওই বিশেষ দল এনটিএস মোড়, দেশবন্ধুপাড়ায় অভিযান চালায়। এনটিএস মোড়ের বিরিয়ানির দোকানে দেখা যায়, মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে ফুড কালার ব্যবহার হচ্ছিল। এরপর খানিকটা এগিয়ে একটি নামী রেস্তোরাঁর আউটলেটে ঢোকেন তাঁরা। হেঁশেলে ঢুকতেই মাথায় হাত পড়ে আধিকারিকদের। অভিযোগ, সুপে ভেসে বেড়াচ্ছিল আরশোলা। নোংরা বাসনপত্রে রাঁধতে ও খাবার রাখতে যেমন চোখে পড়েছে, তেমন দেখা গিয়েছে বাসন ধোয়া হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে। রেস্তোরাঁর মালিকের নামে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে বেরিয়ে যায় দলটি।

তারপরের গন্তব্য ছিল দেশবন্ধুপাড়ার মিষ্টির দোকান। ফ্রিজে মিষ্টি তৈরির সামগ্রীর সঙ্গে ছিল রান্না করা মুরগির মাংস। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে আরশোলা। বাসনপত্র অপরিচ্ছন্ন। ওই দোকানের মালিককেও নোটিশ ধরানো হয়। দোকানটির বিরুদ্ধে এর আগে টক টু মেয়র-এ অভিযোগ হয়েছিল। তবুও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে নাগরিকদের মধ্যে। স্থানীয় সুজাতা পাল বলছিলেন, 'অনেকেই ওই দোকান থেকে মিষ্টি কিনে পুজোতে ভোগ দেয়। কোন বুদ্ধিতে মাংস রাখা হল একসঙ্গে। মালিকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।' দোকান মালিকের মেয়ে অন্বেষা মণ্ডলের যুক্তি, 'কর্মীদের কেউ হয়তো খাবারের জন্যে ওই মাংস এনেছিল। ভুলবশত ওখানে রেখেছিল।' অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগ উড়িয়ে তাঁর দাবি, প্রতিদিনই নাকি রান্নাঘর পরিষ্কার করা হয়।

২৩ জেলার

প্রথম পাতার পর

সোমবার থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিতর্কিত তালিকার নিষ্পত্তি শুরু করা যাবে। কাজ কোথায় হবে, তা স্থির করবেন জেলা শাসকরা। প্রত্যেক নিষ্পত্তিকেন্দ্রে সিসিটিভি থাকা বাধ্যতামূলক।' শনিবার হাইকোর্টের বৈঠকে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বিতর্কিত তালিকার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিধানসভা পিছু একজন করে জেলা বিচারক বা অতিরিক্ত জেলা বিচারক নিযুক্ত করার আবেদন করেন।

ইতিমধ্যে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের সমস্ত বিচার বিভাগীয় আধিকারিকের (জেলা ও দায়রা বিচারক/ বিচারক, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক, বিশেষ/সিবিআই আদালতের বিচারক, বাণিজ্যিক আদালত, সাংসদ ও বিধায়কদের মামলা বিচারের বিশেষ আদালত, পকসো আদালত, সিটি সিভিল ও সিটি সেশন আদালতের বিচারক ও ডেপুটেশনে নিযুক্ত সকল বিচার সংক্রান্ত কর্মকর্তা) ছুটি ৯ মার্চ পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

নিম্ন আদালতগুলির অফিসারদের আশঙ্কা এসআইআর-এ এত সিনিয়ার অফিসারদের একসঙ্গে নিয়োগ করা হলে স্বাভাবিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটবে। হাইকোর্টের বিজ্ঞপ্তিটি চ্যালেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। তাতে সমস্যা আরও বাড়বে। শনিবার রাতেই জেলাস্তরে এসআইআর-এর কাজ পরিচালনার জন্য জেলা বিচারক, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের নিয়ে কমিটি গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগের পর বিচারকদের এসআইআর-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কমিশন সূত্রে খবর, জেলা বিচারকদের সাহায্য করবেন কেন্দ্র ও রাজ্যের মাইক্রো অবজার্ভাররা। এই কারণে কেন্দ্রের (প্রায় ৮ হাজার) ও রাজ্যের (প্রায় ৬ হাজার) মাইক্রো অবজার্ভারদের ৫০ শতাংশের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। ইআরও, এইআরও-রা আপাতত ফর্ম ৭-এর নিষ্পত্তি করবেন।

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে শনিবার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে, মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল প্রমুখ। বিচারকদের কাজে কমিশন সাহায্য করবে। নিষ্পত্তি করার পর আপডেট তালিকা হাইকোর্টে দেবে কমিশন। তবে কবে থেকে শুনানি শুরু হবে, তা স্পষ্ট নয়।

উত্তরে পদ্মে কাঁটা

প্রথম পাতার পর

রাজবংশী প্রীতি মনে ছিল না। বিজেপি নগেন রায়কে রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবেই সাংসদ করেছিল। রাজবংশীদের মর্যাদা ও সম্মান একমাত্র বিজেপিই দিয়ে থাকে।' যদিও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেই দিয়েছেন, এই সম্মানের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই।'

বিজেপি বা সিপিএম আক্ষেপ করলেও এটা স্পষ্ট যে, '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে একদিনে দুই মেরুর দুজনকে এক ছাতার তলায় এনে তৃণমূল বুঝিয়ে দিল, ঘুঁটি সাজানো শুরু হয়ে গিয়েছে। দেশপ্রিয় পার্কের অমর একুশে উদ্যানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বিজেপি সাংসদের 'বঙ্গবিভূষণ' নেওয়ার প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় ঘাসফুলে নাম লেখালেন সিপিএমের যুব নেতা প্রতীক উর রহমান।

'২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে যিনি ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের বিরুদ্ধেই লড়েছিলেন, শনিবার তিনিই হয়ে উঠলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক সহযোদ্ধা। দলবদলের মঞ্চটাও ছিল নজরকাড়া। বদ্ধ ঘরে নয়, একেবারে খোলা রাস্তায়। সেই প্রেক্ষাপটে তির্যক মন্তব্য করলেন অভিষেক, 'প্রতীক পথ দেখাল, সিপিএম যেন এবার পথে নামে।'

ইঙ্গিত স্পষ্ট- নিজের ঘর সামলাক সিপিএম। বামের ভোট যেন রামে না যায়। তাতে বিরোধী ভোট ভাগ হলে পোয়াবারো হবে তৃণমূলের। কার্সিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার তৃণমূলে যোগদানের রেশ কাটতে না কাটতেই নগেনের মমতার মঞ্চে উপস্থিতি বিজেপির অস্বস্তি একধাক্কায় বহুগুণ বাড়িয়ে দিল সন্দেহ নেই। ভাষা দিবসের মঞ্চে কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাসে বিখ্যাত সেনাপতি চিলারায়ের কবিতা পাঠ করে নগেনও উসকে দিলেন জাত্যভিমান।

তবে আসল বিস্ফোরণটা ঘটল মঞ্চের বাইরে সাংবাদিকদের কাছে তাঁর নিজের দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়ায়। উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে রাজবংশী ভোট বরাবরই নির্ণায়ক শক্তি, যা গত কয়েক বছর ধরে বিজেপির তুরুপের তাস ছিল। পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে পদ্ম শিবিরের সঙ্গে কিছুদিন ধরে দূরত্ব বাড়ছিল নগেনের। সরাসরি ঘাসফুল শিবিরে যোগ না দিলেও তাঁর গলায় শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং বিজেপির প্রতি প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ গেরুয়া শিবিরের জন্য বড়সড়ো অশনিসংকেত বৈকি।

উত্তরে যখন এই পরিস্থিতি, দক্ষিণে তখন প্রশ্নের মুখে সিপিএমের সদর দপ্তর আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সিপিএম থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন প্রতীক উর রহমান। নেতৃত্বের একাংশ তাঁকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। বরং দলের রাজ্য সম্পাদককেই কাঠগড়ায় চড়িয়েছেন প্রতীক। মহম্মদ সেলিমকে সিপিএমের গব্বর সিং পর্যন্ত বলেছেন। তৃণমূলে যোগ দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পদের মোহ নেই, বিধানসভা নির্বাচনে টিকিটও চান না। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৃণমূলকে আসল শক্তি হিসেবে মেনে তাঁর এই দলত্যাগ। এসএফআই-এর রাজ্য দপ্তরে শনিবার তাঁর নাম মুছে ফেলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর তোলা প্রশ্ন সিপিএমকে নিশ্চিতভাবে বড় ধাক্কা দিল। প্রতীকের ভাষায়, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে কোন আদর্শে সিপিএম ভিক্ষা বলে? প্রান্তিক মানুষকে সহায়তা পৌঁছে দেওয়াকে খাটো করে দেখা কোন আদর্শ?'

ঘটনা দুটি নিঃসন্দেহে কাকতালীয় নয়। '২৬-এর ভোটের আগে তৃণমূলের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ব্র্যান্ডিং। একদিকে নগেনকে সম্মান জানিয়ে উত্তরবঙ্গে বিজেপির জমি আলগা করার চেষ্টা, অন্যদিকে প্রতীক উরের মতো তরুণ নেতাকে ছিনিয়ে নিয়ে বামেদের অস্তিত্বে আঘাত হানার জোড়া চাল। যদিও রাজনীতিতে কেউ জমি ছাড়ে না। এই জোড়া ধাক্কা সামলে বিরোধীরা কী করে নিজেদের ঘর গোছায়, সেটা এখন বঙ্গ রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

অল্প কথায় জীবনের জলছবি থেকে হৃদয়ের গহিন কোণ- ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে অণুগল্পের আঙিনায় অনুভূতির ব্যাপ্তি। উত্তর-আধুনিক সময়েও একুশের চেতনা আমাদের মনন ও সৃজনে চিরভাস্বর। ১০টি বাছাই করা অণুগল্পের আধারে মায়ের ভাষার শাশ্বত মাধুর্যকে ছুঁয়ে দেখার এক প্রচেষ্টা।

গল্পকণা

স্বর্গসুখ

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য

'ম্যাও!'

আধো ঘুম আধো জাগরণের ফিনফিনে কুয়াশার মতো আস্তরণ ভেদ করে বহুযুগের ওপার থেকে যেন ভেসে এল শব্দটা। মৃদু করুণ একটি আকুতি। ঘুমের রেশটা চট করে কেটে যায় বাবুয়ার।

'ম্যাও!', আবারও খোলা জানলার ওপাশ থেকে শোনা যায় ডাকটা। আবার এসেছে কেলোটা!

বুক খালি করে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বাবুয়ার। উলটোদিকের দেওয়ালে ঝোলানো বড় ঘড়িটার দিকে উদাস চোখে তাকায়। সবে পাঁচটা। কোনওদিনই এত ভোরে ওঠার অভ্যাস নেই ওর। তবে গত তেরোদিন ধরে উঠতে হচ্ছে। টালির চালওয়ালা ঘুপচিমতো একটিমাত্র ঘরের এ বাড়িজুড়ে এখন বাস একা তারই। শরীরজোড়া আলস্য ঝেড়ে বিছানায় উঠে বসে সে। খাটের তলায় রাখা প্লাস্টিকের সবুজ বোতল থেকে ঠান্ডা জল গলায় ঢালে কয়েক ঢোঁক। তারপর উঠে মন্থর পায়ে হেঁটে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়। এধারটাজুড়ে একটা মাঝারি আকারের পাড়বাঁধানো পুকুর। জানলার ঠিক মুখোমুখি ওই পুকুরের পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কুচকুচে কালো রোগা বেড়ালটা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

কোনওদিনই এত ভোরে ওঠার অভ্যাস নেই ওর। তবে গত তেরোদিন ধরে উঠতে হচ্ছে। টালির চালওয়ালা ঘুপচিমতো একটিমাত্র ঘরের এ বাড়িজুড়ে এখন বাস একা তারই।

তার দিকে। কটা সবুজ চোখে কিছুটা অবুঝ ভাব, কিছুটা বুঝি মিনতি মাখানো। কয়েক মুহূর্ত প্রাণীটার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল বাবুয়া। ঝট করে ফিরে গেল মা আর তার দ্বৈত সংসারের ফেলে আসা দিনগুলোয়।

'কী যে এত আদিখ্যেতা তোমার ওই বিকট বেড়ালটাকে নিয়ে? আমাদের কি এত ক্ষমতা নাকি যে নিজেরা খেয়ে আবার বাইরেও বিলোব? রোজ ওটার জন্যেও দুধ, মাছ রাখছ কোন হিসেবে!'

বাবুয়ার মা ছেলের রাগ দেখে হাসত, 'মা ষষ্ঠীর বাহন। যেচে আসছে। কেউই তো ছায়া মাড়ায় না গরিব বলে। এটুকু পুণ্যি করি। স্বর্গে যেতে পারব!'

টুলের ওপর ঢাকা দেওয়া ছোট দুধের বাটিটা হাতে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ায় বাবুয়া। ইহকালে নয় না-ই হল, পরকালে মায়ের স্বর্গবাসটুকু সুখের হোক।

পুরাণের মতো

শ্যামলী সেনগুপ্ত

একবারের জন্যেও কেউ জানতে চায় না ঊর্মি কী চায়। সে আর কবে কে জানতে চেয়েছে! পরিবারের সকলেই খুশি। একই বাড়িতে দুই বোনের বিয়ে। দুই মেয়ে সুখে থাকবে। ঊর্মি গমরঙের মেয়ে। ঘরোয়া। দিদিটি কোমল দূর্বা। তার বায়নাক্কা বেশি। কৃষি বিজ্ঞানীর পছন্দ ডার্ক অ্যান্ড হ্যান্ডসাম পুরুষ। শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল তেমন পাত্র। এখানে আরেক খেলা! নতুন জামাইয়ের ছোট ভাই ঊর্মিকে দেখে কেমন থতোমতো খেয়ে গেল। ব্যাস।

ধুমধাম করে বিয়ে সাঙ্গ হল। অবশেষে সেই দিনটা আসে। যখন রাঘবকে তার অফিস থেকে চোদ্দো বছরের জন্য অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হল। এই চোদ্দো বছর অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে থাকতে হবে। দিদি বেশ উল্লসিত। কিন্তু নিজের সাধের চাকরিটা যে ছেড়ে দিতে হবে। তাতে কী! বিদেশ দেখার আনন্দে সে মশগুল! আনন্দে আত্মহারা। অস্ট্রেলিয়ায় রাঘবের প্রথম কাজ সিডনিতে। ছয় মাস পরে মেলবোর্ন। এদিকে, এই ছয় মাসের

চোদ্দো বছর অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে থাকতে হবে। দিদি বেশ উল্লসিত। কিন্তু নিজের সাধের চাকরিটা যে ছেড়ে দিতে হবে। তাতে কী! বিদেশ দেখার আনন্দে সে মশগুল!

মধ্যে দিদি সেখানে একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে সয়েল সায়েন্টিস্ট হিসেবে জয়েনও করে নেয়। রাঘবের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে তার চলবে না। সুতরাং, সে থেকে যায় সিডনিতে। একলা মেয়ে, তায় বিদেশ, এসব চিন্তা করে ভাই সৌমিত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু এত সবের মাঝে হঠাৎই কিছু কথা মনে উঁকি দেয় ঊর্মির। অবাক হয় ঊর্মি! বিয়ের পর ক'টা দিনই বা সে পেল বরকে! চোদ্দো বছর সে শ্বশুরবাড়ির সব কর্তব্য করেছে। শুধু দিদিদের ফেরার সময় হলে সে সংসার ও স্বামীর থেকে অব্যাহতি চায়। একা থাকতে থাকতে একাকিত্বকে তার মতো করে সাজিয়েগুছিয়ে নিয়েছে। একা থাকার যে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছে এই চোদ্দো বছরে, তাকে জলাঞ্জলি দিতে চায় না। তার বর দাদাবৌদির সেবা করুক। সে ডিভোর্স চায়। শুরু হয় ঊর্মির জীবনে আর একটি অধ্যায়। একাকিত্বের পূর্ণ স্বাধীনতা।

ঘুষের গন্ধ

অম্বরীশ ঘোষ

পড়ন্ত বেলাতেও সূর্যটা আজ একটু বেশিই উজ্জ্বল। চাকরি। তাও আবার এই অজপাড়াগাঁয়ে। শম্পার চাকরিতে একেবারে হইহই রইরই। শম্পার বাবা আনন্দে বাড়ির এই মাথা থেকে সেই মাথা ঘুরে বেড়াচ্ছে। টিনের দেয়াল আর চাল থেকে অট্টালিকা ছাপিয়ে যাওয়া গন্ধ আসছে ওনার নাকে। মা-ও হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শম্পার মাথায়। পাড়ার সকলের এক কথা, শম্পা পেরেছে। কোনও ঘুষ ছাড়া চাকরি। শম্পাদের বাড়ির অবস্থা জানে সকলে। ঘুষ দেবার সামর্থ্য নেই, ফলে প্রশ্নও নেই। শম্পা যেমন আনন্দিত, তেমনই হতবাক। এই যুগে একটা চাকরি কি চাট্টিখানি কথা! পাড়ার নানান লোক নানান সময়ে এসে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছে। শম্পার বাবার পিঠও চাপড়ে দিয়ে যাচ্ছে বয়স্করা। বাড়তি চিনি, চা পাতা আর বিস্কুটের পর্ব নিয়ে শম্পার মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। বয়স সবেমাত্র বিয়াল্লিশ ছুঁয়েছে। অথচ শক্ত সংসারী হাত আর সন্তান স্নেহের ব্যাপারে এমন মহিলার জুড়ি মেলা ভার। ধীরে ধীরে সূর্য নীচে নেমে ঠেলে পাঠিয়ে দিল গোধূলিকে। পাড়াপড়শিরা বিদায় নিল একে একে। দামি মুহূর্তে নিজের সস্তা পোশাকে সেজে শম্পা বের হল বাবার সঙ্গে। শিক্ষকদের দু'চারজনের বাড়িতে দেখা করাটা জরুরি। তাদের অবদান তো আর অস্বীকার করা যায় না। হট্টগোলের পর্ব পেরিয়ে শম্পার মা বাড়িতে একা। সেরে নিল এক দুটো হাতের কাজ। তারপর এসে দাঁড়াল দাগ পড়া আয়নাটার সামনে। নিজের

শম্পাদের বাড়ির অবস্থা জানে সকলে। ঘুষ দেবার সামর্থ্য নেই, ফলে প্রশ্নও নেই। শম্পা যেমন আনন্দিত, তেমনই হতবাক। এই যুগে একটা চাকরি কি চাট্টিখানি কথা! পাড়ার লোক নানান সময়ে এসে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছে।

দিকে অস্বস্তিতে তাকিয়ে থাকল ভ্রূ কুঁচকে। দু'চোখের কোনায় চিকচিক করে উঠল দু'ফোঁটা আত্মত্যাগের রামধনু জলকণা। হাত-পা, গা-মুখ বারংবার ধোয়া সত্ত্বেও তার ফর্সা আর শক্ত বাঁধনের শরীর থেকে ছিটকে বের হতে থাকল ঘুষের তীব্র গন্ধ।

ষোলোর পাতায়

- দেবপ্রিয়া সরকার
- সাহানুর হক
- মাল্যবান মিত্র
- মৌসুমী ঘোষ দাস
- সুপর্ণা সরকার

মাংসের বাজার

শুভজিৎ ভাদুড়ী

দোকানের সামনে ছিটিয়ে থাকা রক্ত জল আর মাংসের কুচি যখন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছিল ছেলেটি, তখন কেবলমাত্র একটি গামছা জড়িয়েছিল বলে, আর আলোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল বলে, গামছার ভিতর দিয়ে হরমর করে আলো ঢুকে আসছিল আর সে কারণেই উলটো দিক থেকে দেখা যাচ্ছিল যে তার অণ্ডকোষ দুটি ঝুলে রয়েছে ঠিক সেইভাবে যেভাবে কিছুক্ষণ আগে কেটে ঝুলিয়ে রাখা পাঁঠার অণ্ডকোষ দুটি ঝুলে ছিল, আর যে দুটি, ছেলেটি এক কোপে নামিয়ে দিয়েছিল, তারপর তার মধ্যে একটি অবহেলা ভরে ছুড়ে দিয়েছিল সামনে বসে থাকা তিনটে কুকুরের মুখের সামনে, যাদের মধ্যে একটি কুকুর বাকিদের থেকে তাগড়া হওয়ার কারণে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেই অণ্ডকোষটি, এবং বাকি দুটি কুকুর কিছুক্ষণ ক্যাও ক্যাও করে তার দিকে তাকিয়েছিল, তবু ছেলেটি নির্লিপ্তভাবে দ্বিতীয় অণ্ডকোষটি ভরে দিয়েছিল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রেতার ব্যাগে; সে আজ যখন মাংসের বাজারে এসেছে ততক্ষণে বাজার প্রায় বন্ধ, আসলে, হঠাৎ করেই তার মাংসের প্রয়োজন হয় এবং সে বাজারের মধ্যে প্রবেশ করে, যেখানে এই মুহূর্তে এক আশ্চর্য নীরবতা

প্রাণীগুলোর মাঝখান দিয়ে সে যখন ঢুকে পড়ল তখন একটি দোকান বাদে বাকি সব বন্ধ, খাঁচাগুলোর ভিতরে তখন একটা ভয়ার্ত নীরবতা ছিল, অথবা একধরনের শান্তিও...

যা কি না সকাল থেকে ঘটে চলা রক্তপাত আর আর্তনাদগুলোকে এক পেলব সান্ত্বনার মোড়কে ঢেকে দিচ্ছে, নিরুদ্দেশ সংবাদ আর ধুয়ে ফেলা রক্তের মাঝে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো চোখ নিয়ে বেঁচে থাকা প্রাণীগুলোর মাঝখান দিয়ে সে যখন ঢুকে পড়ল তখন একটি দোকান বাদে বাকি সব বন্ধ, খাঁচাগুলোর ভিতরে তখন একটা ভয়ার্ত নীরবতা ছিল, অথবা একধরনের শান্তিও, যেন কিছুক্ষণের স্বস্তি পরবর্তী নির্ধারিত রক্তপাতের আগে পর্যন্ত, তার মাঝেই দোকানি হাতটা খাঁচার মধ্যে ভরে দিলে ডানা ঝাপটানোর ভয়ার্ত শব্দ আর চিৎকার শুনতে পেল সে, যেমনটা তার পরিচিত, বহুদিন উপদ্রুত সীমান্তবর্তী এলাকায় চাকরি করার জন্য সে জানে কখনও রাষ্ট্রপ্রধানদের মাংসের প্রয়োজন হলে অসময়েও খাঁচার মধ্যে হাত ভরতে হয়।

অবসান

অভিষেক বোস

আরও একবার দেশলাই বাক্সটার দিকে তাকাল অভিরূপ। তারপর পরম স্নেহে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল, বেশ কয়েকটা বারুদমাখা কাঠি বাকি আছে। কে জানে, যদি একটা কাঠিতে কেল্লা ফতে না হয়!

রবিবার ছুটির দিন। ভরদুপুরবেলা। বাড়িতে কেউ নেই এখন। রিনি মেয়েকে নিয়ে শপিং মলে গিয়েছে। আর অভিরূপ, অভিরূপ একা বাড়িতে কী সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাতে চলেছে, কেউ দেখার নেই। আচ্ছা, কেউ যদি দেখে ফ্যালে পাশের ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে! রিনিরা যদি দুম করে ফিরে চলে আসে? যা হয় হবে। এই নরকযন্ত্রণা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। যাওয়ার আগেও একচোট হয়েছে। আজকাল রোজ হচ্ছে।

ডাইনিং টেবিলের এক কোণে রিনির রেখে যাওয়া জিনিসটা আরও একবার দেখল অভিরূপ।

অ্যাতো অবহেলা! না আর দেরি না। বাইরের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে, অভিরূপ রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। বাকি জোগাড় করা রয়েছে, শুধু তেল ঢেলে, দেশলাইটা জ্বালালেই...

আর কোনও ভয় হচ্ছে না এখন। সবকিছু কেমন যেন শান্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু বসন্তের এই অসময়ে কপালে বিন্দু বিন্দু জল জমছে। এখন ওর হাতে একটা ধারালো ছুরি। রান্নাঘরে ঢুকেই ফস করে ওভেনটা জ্বালিয়ে চাল-ডালে বসিয়ে দিল অভিরূপ। তারপর ছুরি দিয়ে চোখের জলে, নাকের জলে ভাসিয়ে পেঁয়াজ, লংকা কুচি। আজ যা হোক একটা খিচুড়ি, ওমলেট বানিয়েই ছাড়বে।

টেবিলে রাখা ওই জঘন্য ওটসের খিচুড়িটা মাইক্রোওয়েভে গরম করে খেতে হবে না ভেবেই মনটা আনন্দে ভরে উঠল অভিরূপের। বাড়ুক প্রেশার। বাড়ুক ওজন। লবণের কৌটোটা খুঁজতে খুঁজতে অভিরূপ গুনগুন করে গান ধরল - আমাকে আমার মতো রাঁধতে দাও...

ভরদুপুরবেলা। বাড়িতে কেউ নেই এখন। রিনি মেয়েকে নিয়ে শপিং মলে গিয়েছে। আর অভিরূপ, অভিরূপ একা বাড়িতে কী সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাতে চলেছে, কেউ দেখার নেই। আচ্ছা, কেউ যদি দেখে ফ্যালে পাশের ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে! রিনিরা যদি দুম করে ফিরে চলে আসে?

উত্তরণ

দেবপ্রিয়া সরকার

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার আজ প্রথম দিন। অঙ্ক দিয়ে শুরু। ক্লাস এইটের ছাত্রী কবিতা সকাল থেকেই বইখাতা উলটেপালটে দেখে নিয়েছে। শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি চালিয়েছে জোরকদমে। মায়ের বেড়ে দেওয়া খাবার খেয়ে, ঠাকুরঘরে একটা প্রণাম ঠুকে সে অবশেষে বেরিয়ে পড়েছে স্কুলের উদ্দেশে। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বেশি নয়, পায়ে হেঁটে মিনিট সাত-আটেক লাগে। প্রতিদিনের মতো আজও পিঠব্যাগে বইখাতা নিয়ে স্কুলের পোশাক পরে একাই রওনা হয়েছে সে। নির্জন বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে আসার সময় কবিতা দেখল উলটোদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা ঝাঁ চকচকে হাল ফ্যাশনের সাইকেল। সওয়ারিটিও কবিতার চেনা। গ্রামের মাতব্বর অনাদিবাবুর বড় ছেলে অজয়কে এ' তল্লাটে সকলে চেনে। দু'বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করে এখন দিনরাত সাইকেল নিয়ে চরকিবাজি করে বেড়ায়।

কবিতা শান্তভাবে নিজের পথেই এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অজয় সজোরে ব্রেক চেপে কবিতার একদম সামনে এসে সাইকেলটা থামাল। কবিতা হকচকিয়ে গিয়ে দেখল অজয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অজয়ের চোখ দুটো কবিতার সারা শরীরময় ঘোরাফেরা করতে করতে শেষে থিতু হল তার বুকের কাছে। বয়সের তুলনায় কবিতার শরীর একটু ভারিক্কি গোছের। কবিতার জোরে জোরে শ্বাস পড়তে লাগল। হৃৎপিণ্ডও চলতে লাগল অসম্ভব দ্রুতগতিতে। নিদারুণ ভয়ে সে কুঁকড়ে গেল। কবিতা এদিক ওদিক তাকাল,

নির্জন বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে আসার সময় কবিতা দেখল উলটোদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা ঝাঁ চকচকে হাল ফ্যাশনের সাইকেল।

যদি কাউকে দেখা যায়। সাইকেলটা স্ট্যান্ড করে অজয় একপা-দু'পা করে এগিয়ে আসতে লাগল কবিতার দিকে। অজানা আশঙ্কায় দম বন্ধ হয়ে এল কবিতার। আচমকা একটা মোটরবাইকের শব্দ শুনে থমকে গেল অজয়। সাইকেলে উঠে চলে যাওয়ার সময় একটা দুর্বোধ্য হাসি সে কবিতাকে উপহার দিয়ে গেল।

বুকটা আরও একবার কেঁপে উঠল কবিতার। লজ্জা, ভয়, উদ্বেগের মিশ্র অনুভূতি অশ্রু হয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল তার দু'চোখ বেয়ে। তালগোল পাকিয়ে গেল যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সহ যাবতীয় পাটিগণিতের হিসাবনিকাশ, জ্যামিতির আঁকিবুঁকি, বীজগণিতের সূত্রাবলি। আজ এই মুহূর্ত থেকে কবিতার জীবন আমূল বদলে গেল। নিরীহ এক কিশোরীর উত্তরণ ঘটল নারীত্বের প্রথম ধাপে।

গোলাপ

সাহানুর হক

একটিমাত্র গোলাপ বুকপকেটে গুছিয়ে রেখেছে মিনহাজ। শিরিনের জন্য। সেই কবে ছিল ফার্স্ট সিমেস্টারের প্রথম দিন, সেইদিন থেকে। এ বছরই ইউনিভার্সিটির শেষ। তারপর যে যার মতো অমীমাংসিত জীবনের পথে। অথচ মিনহাজ আর শিরিনের কথা কে না জানত ভার্সিটিতে। সকলের গল্পেই ওদের সম্পর্কের রসায়ন। যদিও ওরা দুজনেই সেব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন ও উদাসীন।

একদিন মাঝরাতে ঘুম নেই মিনহাজের। চোখে শুধু শিরিনের যত্নমাখা স্মৃতিদের ভিড়। হস্টেলের খাওয়া খুব একটা ভালো হয় না বলে রোজদিন শিরিন ওর জন্য পছন্দের সবজি রান্না করে ভার্সিটি নিয়ে আসত। ক্লাস শেষে বিকেলের তোষপাড়ে বসে দীর্ঘসময় নদীর নীরবতা দেখত দুজনে। যেন নদীতীরে শিমুলের মতো দুটি লাল ফুল পাশাপাশি আঁকড়ে আছে বিশ্বাসের গাঢ় সবুজ পাতাভরা ডালে। গতকাল রাতে লেখা প্রেম-বিরহের কবিতাগুলো শিরিনকে পড়ে শোনাত মিনহাজ। ফেয়ারওয়েলের পর সে কবিতা মিনহাজ কাকে শোনাবে ভাবতে ভাবতে টলমলে আকণ্ঠ জলের

শিরিনের চোখ দেখলেই মিনহাজ বুঝতে পারে সূর্যালোক ও জ্যোৎস্নার মধ্যেকার তফাত। যে কোনও দুঃখের স্রোতে ভেসে যাওয়ার আগেই মিনহাজ শিরিনের জন্য বাঁধ নির্মাণ করতে জানত বুঝিয়ে বলার ব্যারিকেড দিয়ে।

মায়ায় গাল বেয়ে নেমে আসে অঝোর বৃষ্টিফোঁটা। সে যে শিরিনকে মনে মনে ভীষণরকম ভালোবাসে। কিন্তু কে যেন একটা সুউচ্চ ভারী পাথর সেপথে আগে থেকেই রেখে গিয়েছে- ঢাকা, চাপা, অন্তর্নিহিত। খোলা আকাশের নীচেই অথচ অদৃশ্য।

শিরিনের চোখ দেখলেই মিনহাজ বুঝতে পারে সূর্যালোক ও জ্যোৎস্নার মধ্যেকার তফাত। যে কোনও দুঃখের স্রোতে ভেসে যাওয়ার আগেই মিনহাজ শিরিনের জন্য বাঁধ নির্মাণ করতে জানত বুঝিয়ে বলার ব্যারিকেড দিয়ে। দিঘির মতো অতল অথবা সমুদ্রের মতো গভীর হলেও যে কুহক কেবল মিনহাজেরই জানা। তাই মাঝেমাঝেই শিরিন মৃদু কণ্ঠে মিনহাজকে কাছে ডেকে বলত, 'তুই ভীষণ অন্যরকম।' এইটুকুই যেন মিনহাজের ভার্সিটিকালীন সঞ্চয়। আর কিচ্ছুটি নেই।

আগামীকাল ফেয়ারওয়েল। মিনহাজ ভার্সিটি যাবে না। খুব ভোরেই বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেবে ভেবে রেখেছে। তার আগে ভার্সিটি জীবনের এই শেষ রাতে মিনহাজ আরেকবার দু'চোখ মুছে শিরিনের জন্য যত্নে রাখা গোলাপটির দিকে তাকিয়ে থাকে সারারাত।

এদিকে, মিনহাজ ওর বাকি জীবনের কবিতাগুলো নদীপাড়ে এসে শোনাবে কি না- সেকথা আগামীকাল জিজ্ঞেস করবে বলে ভেবে রেখেছে শিরিন।

হারানো সুর

মৌসুমী ঘোষ দাস

২২২৫ সাল। প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রা। মানুষ একে অপরের সঙ্গে কথা বলে না। 'কথা বলা' মানেই সময় ও শক্তির অপচয় মনে করে। জন্মের পরপরই প্রত্যেকের ঘাড়ের নীচে মেরুদণ্ডের সঙ্গে অস্ত্রোপচার করে 'মাইক্রো-চিপ' বসিয়ে দেওয়া হয়, যা সরাসরি নিউরোনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে মানুষের মস্তিষ্কে যে চিন্তা তৈরি হয়, সেকেন্ডের কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে সেই চিন্তা ব্লু-টুথের মাধ্যমে অন্যজনের মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। 'সাইলেন্ট কমিউনিকেশন'ই এখন সমাজের স্ট্যাটাস সিম্বল।

কিন্তু বৃদ্ধ অমিতাভবাবুর জন্মের পর বিরল স্নায়বিক সমস্যার কারণে তাঁর মস্তিষ্ক মাইক্রো-চিপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। সমাজ তাঁকে, 'ভাষাহীন' ভেবে করুণা করে। ধুলোমাখা এক জীর্ণ লাইব্রেরির কোণে বসে তাঁর দিন কাটে। মিশু সেই লাইব্রেরিতে আসে 'প্রাচীন যোগাযোগ পদ্ধতি' নিয়ে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে। সে দেখে, সেই বৃদ্ধ এক কোণে একা বই নিয়ে বিড়বিড় করেন। বিস্মিত মিশু একদিন মাইক্রো-চিপের মাধ্যমে বার্তা পাঠায়, 'আপনি বিড়বিড় করেন কেন? কেনই বা সেই আদিম প্রথা আঁকড়ে গলার পেশির ক্ষতি ও সময় নষ্ট করছেন? আর অন্যদের কথাই বা বোঝেন কীভাবে?' অমিতাভবাবু তার রিস্ট-ব্যান্ডের দিকে ইশারা করেন। মিশুর পাঠানো বার্তা তাঁর রিস্ট-ব্যান্ডে ফুটে উঠেছে।

অমিতাভবাবু অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'মা'। মিশু চমকে ওঠে। সে এতদিন যন্ত্রের ঘর্ঘর বা বাতাসের শোঁশোঁ শব্দ শুনলেও মানুষের কণ্ঠস্বর যে বুকের মধ্যে এমন ঢেউ তুলতে পারে, তা তার কল্পনারও বাইরে ছিল। বৃদ্ধের ঠোঁটের থরথরানি দেখে সে তাঁর দিকে এগিয়ে যায়। নিজের ভেতর থেকে তেমনই স্বর বের করতে চেষ্টা করে। শুকনো ঠোঁট দুটো বহু কষ্টে জড়ো করে তার সমস্ত আবেগ একত্রিত করে অনেক চেষ্টার পর অবশেষে বলতে সমর্থ হয়, 'মা।' নিজের উচ্চারিত শব্দ নিজের কানে পৌঁছোতেই এক অদ্ভুত ভালোলাগায় মিশুর মন ভরে যায়।

বৃদ্ধ অমিতাভবাবুর জন্মের পর বিরল স্নায়বিক সমস্যার কারণে তাঁর মস্তিষ্ক মাইক্রো-চিপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। সমাজ তাঁকে, 'ভাষাহীন' ভেবে করুণা করে।

ফ্যাতাড়ু

মাল্যবান মিত্র

চায়ের দোকানে যখনই কেউ বলত, 'বাপটা না খেতে পেয়ে মরে গেল, আর ছেলে গাড়ি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে'-

লোকটা হেসে উত্তর দিত, 'গল্ফগ্রিনে গামছা পরে ভিক্ষা করলে কি আপনি খুশি হতেন?'

ক'দিন আগেই সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে- ডাক্তার বলেছে সাবধান। সে বলেছে, 'সোভিয়েত যদি ভেঙে যায়, আমি কেন ভাঙব না?' তারপর আবার সিগারেট ধরিয়েছে।

বৌ বারবার ফোন করত। সে জানত, ও ভয় পায়। ভয় পায় যে মানুষটা হঠাৎ মরে যাবে। কিন্তু সে ভয়কে পাত্তা দিত না। ভয় মানেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আর সে নবান্ন নাটকের লেখকের উত্তরপুরুষ- বাংলার শেষ বামপন্থী।

ভাষাবন্ধন নামে এক গাছের মালিক সে। গাছের পাতায় খিস্তি লেখা কবিতা। তার কলমে জন্মানো বেবি কে পেট্রোল খায়, মিউচুয়াল ম্যান ব্ল্যাকে মাল কিনে হ্যা-লোজেনের হলদে আলোতে যেতে ভয় পায় আর লুব্ধক নামে এক রাস্তার কুকুর তাকে সভ্য শহরকে লাথি মারার পর অনুসরণ করে।

লোকটার কাছে কুরোসাওয়ার র‍্যাশোমন এক্সপোর্ট কোয়ালিটির, বড়লোকের চকচকে, অবাস্তব; মিজো-গুচির দুর্ভিক্ষের জাপানি ভূত বা ঋত্বিকের মেঘেঢাকা

বৌ বারবার ফোন করত। সে জানত, ও ভয় পায়। ভয় পায় যে মানুষটা হঠাৎ মরে যাবে। কিন্তু সে ভয়কে পাত্তা দিত না। ভয় মানেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আর সে নবান্ন নাটকের লেখকের উত্তরপুরুষ- বাংলার শেষ বামপন্থী।

তারা বা অযান্ত্রিক আসল ছায়াছবি।

একবার সোনা-গাছিতে নাটক করার পর এক বুড়ি বেশ্যা গামছায় বাঁধা কিছু টাকা দিয়েছিল তাকে। সে বলত, ওটাই তার জীবনের সেরা পুরস্কার।

সে বলত, 'শব্দ যদি নেকুপুশু হয়, ভাষা মরবে। ভাষাকে গাছ হতে দাও-ডালপালা বাড়ুক, পাখি আসুক, শকুনও আসুক।'

একবার সে হারিয়ে গেল, গাড়িটা পাওয়া গেল খালি। লুব্ধকও নেই।

লোকেরা বলল, মরে গেছে।

খেলনানগরের বাসিন্দারা বলল, না, সে ফ্যাতাড়ু হয়ে গেছে।

শহরের ভাঙা দেওয়ালে এখনও অনেকসময় লোকটার কবিতা ফুটে ওঠে – 'বাংলাদেশের কবিরাও.. প্রস্তুত থাকুক..হত্যার শ্বাসরোধের লাশ নিখোঁজ হওয়ার স্টেনগানের গুলিতে সেলাই হয়ে..' অথবা 'যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায়, আমি তাকে ঘৃণা করি..!'

ছোটবেলায় লোকটার মা চলে গিয়েছিল ডিভোর্স করে। মৃত্যুর দিন সেই মা শুধু বলেছিল, 'ছেলে কোনওদিন অভিযোগ করেনি।'

নীলাদ্রি দোকানে হাজির। শুরু হল মালপত্রের হিসেব শেখা দিয়ে। তারপর একদিন গ্রাহকের সামনে শাড়ির আঁচল নিজেই গায়ে তুলল।

আঁচলের আয়না আকাশ

সুপর্ণা সরকার

আকাশ টিনের চালের নীচে ঠাসা, তবুও নীলাদ্রির স্বপ্নগুলো মেঘের চেয়েও ঊর্ধ্বে। বাংলায় এমএ পাশ করে কবিতার জগতে সদ্য নাম লেখানো ছেলেটি মনে মনে জানত, তার গতি আলাদা, জীবনে সে কিছু একটা অভাবনীয় করবেই। মা সেলাইয়ের মেশিনে দিনের আলো গুঁজে রাখেন, বাবা কাপড়ের দোকানে শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে রং দেখান। ছোটবেলায় দৃশ্যটা রূপকথার মতো ঠেকত, বড় হয়ে সেটাই অস্বস্তির আয়না।

জীবনের অন্ধকার বাঁকের মতো, একদিন রাস্তায় বাবার শরীর ভেঙে পড়ল। হার্ট অ্যাটাক। দু'দিনের লড়াই শেষে সংসার থেকে বিদায়। টিনের চাল তখন বৃষ্টির চেয়েও বেশি শব্দ তোলে। নীলাদ্রি দুটো টিউশন জোগাড় করল, তবু ভাতের হাঁড়ি কবিতায় সেদ্ধ হয় না। কেরোসিনের ধোঁয়া পেরিয়ে উনুনের খড়িতে মায়ের চোখ জ্বলে, স্বপ্নের কালি আরও গাঢ় হয়।

প্রায় বছর খানেক সংঘর্ষের পর, সমাজের দরজা ঠেলে সে বেরোল কাজের খোঁজে। সর্বত্র 'অভিজ্ঞতা'র দাবি, যেন দারিদ্র্যই একমাত্র অযোগ্যতা। বিধ্বস্ত হয়ে শেষে বাবার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। দোকানের মালিক কল্লোল কাকু দেখতে পেয়ে ডেকে প্রস্তাব দিলেন – 'ফাঁকা সময়ে দোকানে এসে বসতে পারিস।' পরদিন সকালে, ঠিক বাবার সময়ে, নীলাদ্রি দোকানে হাজির। শুরু হল মালপত্রের হিসেব শেখা দিয়ে। তারপর একদিন গ্রাহকের সামনে শাড়ির আঁচল নিজেই গায়ে তুলল। আয়নায় চোখ পড়তেই বুঝল লজ্জা কোনও উত্তরাধিকার নয়, দৃষ্টিভঙ্গি। শাড়ি বিক্রি হলে অজানা তৃপ্তি জন্মায়। যেন মানুষের চাহিদা মেটানোও এক ধরনের কবিতা।

এখন বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় ঠিক বাবার জায়গায় সে জুতো খোলে, ব্যাগটা ঝুলিয়ে রাখে। মা ধোঁয়ার পর্ব চুকিয়ে গ্যাসে চা চড়ায়। বাষ্প উঠতে থাকে স্বপ্নের মতোই হালকা অথচ উষ্ণ। নীলাদ্রি জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে তাকায়, বুঝতে পারে- নিজের সীমাকে মেনে নিয়ে আলো জ্বালিয়ে রাখাই, জীবনের আকাশ ছোঁয়ার আখ্যান।

বইমেলার আবোল-তাবোল গল্প

রম্যাণী গোস্বামী

গেলবার এক জেলা বইমেলায় গল্পপাঠের আসরে গিয়ে তো মহা ঝামেলায় পড়লাম!

আসর ডাকা হয়েছে চারটেয়। একটু আগেই গিয়ে পৌঁছেছি মেলার মাঠে। ডিসেম্বরের শুরুতেও চড়চড়ে রৌদ্র। ভিতরে ঢুকে দেখি দূরে শামিয়ানার তলায় ঘোরতর জটলা বেধেছে। দেখে তো আমি চমৎকৃত! রোববারের শীতের দুপুরে ভাতঘুম ছেড়ে গল্প শুনবে বলে শ্রোতারা আগেভাগেই এসে গেছে? তবে যে আমরা কথায় কথায় বলি পাঠক নেই? সেবেলা?

আমার পাশ দিয়ে ছাইরঙের কোটপ্যান্ট পরা নেড়ামাথা বেঁটেমতো একটা লোক হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল। হাবভাব দেখে মনে হল যে উদ্যোক্তাদেরই কেউ হবেটবে। বেশ পুলকের স্বরে ওকে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, ভাই, চারটের সাহিত্যবাসর আরম্ভ হয়ে যায়নি তো? আমি হলাম গিয়ে বিখ্যাত গল্পকার...

আমার মুখের কথাটি ফুরল না। সে আহ্লাদির মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দুই হাত নেড়ে বলল, না না ম্যাডাম, আমায় এখন কবিতা পড়তে বলবেন না। সত্যি বলছি, কোনও কবিতাই রেডি নেই।

ওমা! আমি আকাশ থেকে পড়ে বললাম, কী মুশকিল। তোমাকে আবার কবিতা পড়তে বলেছি কখন?

সে তবু শোনে না। ঘ্যানঘ্যান করে কানের কাছে বলতেই লাগল, আহা, রাগ করলেন ম্যাডাম? বেশ, শোনাচ্ছি না হয় একখানা। বলতে বলতে মাঝমাঠেই দাঁড়িয়ে পড়ে নেড়ামাথা লোকটা তার কোটের পকেট থেকে মস্ত এক গোটানো কাগজ বের করল। তারপর একটুও সময় ব্যয় না করে ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে কবিতা পড়তে আরম্ভ করল।

ভাবলাম, নেড়াটা ভালোই বেহায়া যা হোক! কবিতার প্রথম লাইন শুনেই তো আমার গা পিত্তি জ্বলে গেল। ওকে কীভাবে চুপ করানো যায় ভাবছি আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছি এমনি সময় চোখ পড়ল সাদা পাজামা পাঞ্জাবি, সাদা গোঁফদাড়ির সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের দিকে। নাহ, এবারে আর ভুল করিনি! এই লোক উদ্যোক্তাদের কেউ না হয়ে যায়ই না।

নেড়াটাকে রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেই তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম লোকটার কাছে। বুড়ো দিব্যি চোখ বুজে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পিঠে রোদ লাগিয়ে ঝিমোচ্ছিল। আমার পায়ের শব্দে বলে উঠল, কে ও? গোপলা নাকি?

বিনীতভাবে বললাম, আজ্ঞে না। গোপলা না। আমি একজন গল্পকার। এখানে সাহিত্যবাসরে গল্পপাঠের আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছি। আর এসেই... উফ কী পাল্লায় যে পড়েছিলাম!

বুড়ো টপাস করে চোখ খুলে খানিক দূরে নেড়াকে মাঠের মাঝে একা একাই বিড়বিড় করতে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, দূর দূর, তুমিও যেমন। কবিতা শোনার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কী? আর বলবেই বা কী? এখনকার ফেসবুকের কবি সব। দৈনিক গড়ে তিনখানা করে কবিতা পোস্ট করে। পাবলিক না পড়েই ওতে লাইক কমেন্ট দেয়। তাতেই ধরাকে সরা। যত বালখিল্যের দল। এই আমরা হলাম গিয়ে খাঁটি লেখক। নেই নেই করে চল্লিশখানা উপন্যাস লিখেছি বুঝলে? আমার এই ঝোলাতেই রয়েছে আট থেকে দশটা বই। সবগুলোয় ডিসকাউন্ট পাবে। নেবে?

আমি হতাশ হয়ে বললাম, ওহ, আপনিও লেখক? আমি ভাবলাম বুঝি...

বুড়ো বকেই চলল, নাও না তিনপিস বই। তিনটে কিনলে আরও একটা ফ্রি। একেবারে হাফ দামে পাচ্ছ। আর কী নেই আমার লেখায়? মার্ক্সবাদ, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ... তারপর তোমাদের ওই প্রেম-ভালোবাসা, ভ্রমণ, থ্রিলার, সাই-ফাই থেকে আরম্ভ করে ভূতপ্রেত, তন্ত্রমন্ত্র– ইয়ে, গুনলে?

আমি খেঁকিয়ে উঠে বললাম, না মশাই, গুনিনি। তখন থেকে বলছি যে আমি এসেছি গল্পপাঠ করতে। কোথায় লোকে আমায় ফুলের তোড়া আর খাদা দিয়ে বরণ করবে তা না বসে বসে আপনার উপন্যাসের থিম গুনব। আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

বৃদ্ধ এবার ভয়ানক চটে উঠে বলল, তোমার কাজ না থাকলেও আমার তো থাকতে পারে

নাকি? গল্পকার। ফুঁ! ওই যে শামিয়ানার তলায় দেখছ তাকিয়ে? ওরা সকলেই বিশিষ্ট কবি, লেখক, সাহিত্যিক আর গল্পকার। প্রত্যেকে নিজের নিজের লেখা ঝোলায় ভর্তি করে এনেছে। যতসব। যাও যাও, মেলা বকিও না। একেবারে অপদার্থের একশেষ। এই বলে বৃদ্ধ পুনরায় চোখ বুজল।

নাহ, আর উদ্যোক্তা-টুদ্যোক্তা খুঁজে লাভ নেই। একাই এগিয়ে যাই ছাউনির দিকে। ভিড়টার দিকে তাকিয়ে বিরস বদনে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, বলে কী হিংসুটে বুড়োটা? এরা সকলেই লেখক! অ্যাঁ? তাহলে পাঠক কোথায়?

মনে মনে বেশ বিস্মিত হয়েই কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু আমার স্বরযন্ত্র গলে কখন যে সেটা বাইরে ডাইভ মেরেছিল, বুঝিনি। হঠাৎ বাঁ দিকের স্টলগুলোর পাশ থেকে মস্ত এক দাড়িওয়ালা ছাগল উঁকি মেরে জিগ্যেস করল, কী? আমার কথা হচ্ছে বুঝি?

আমি বলতেই যাচ্ছিলাম, 'না'। কিন্তু কিছু বলার আগেই সে তড়াক করে এগিয়ে এসে গলা বাড়িয়ে তার বক্তৃতা আরম্ভ করল– হে স্বঘোষিত লেখক লেখিকাগণ, আমার আজকের বক্তৃতার বিষয় হল 'পাঠকে কী না খায়'। আমার গলায় ঝুলানো সার্টিফিকেট দেখেই বুঝতে পারছ যে আমার নাম শ্রীব্যাকরণ শিং, বিএ, সাহিত্য বিশারদ। আমি চমৎকার ব্যা করতে পারি তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ...

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, বাজে না বকে কাজের কথায় এসো তো।

শিং নেড়ে বলল শ্রীব্যাকরণ শিং- আজকের যুগে বাংলা সাহিত্যে কোনটা সুস্বাদু আর কোনটা নয়, তা ঠিক করে দেয় বড় বড় কর্পোরেট হাউসের মতোই স্বনামধন্য পাবলিশিং হাউসগুলো। বছরভর রংচঙে মাসিক পত্রিকা বাদে পুজোর সময় তিনশোটা প্রকাশনা থেকে তিনশো তেত্রিশটা পূজাবার্ষিকী বেরোয়। বইমেলায় বের হয় প্রায় হাজার দশেক নতুন টাইটেল। বেশিরভাগই মুখে দেওয়া যায় না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলে আমাদের ভাইবোনেরা সেগুলিই চেটেপুটে খায়। খেয়ে ঢেঁকুর তোলে। কিন্তু আমার এক ভাই একবার তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় রহস্যে ঠাসা একখানি হার্ডবাইন্ডিং উপন্যাস খেয়ে ফেলেছিল।

এই বলেই ব্যাকরণ শিং আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা ব্যা করে ভয়ানক কাঁদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে কঠিন বইটি গিলে ফেলে ওর সেই জ্ঞানপিপাসু ভাইয়ের অকালমৃত্যু ঘটেছে।

ওকে কী বলে চুপ করাব ভাবছি এমনি সময় দেখি ছাগলটার কান্না দেখে গোল গোল চোখ, মাথায় একবস্তা ঝাঁকড়া চুলের একটি ছেলে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে।

আমি ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, কে তুমি?

ও জবাব দিল, আমার নাম দাশরথি, ওরফে দাশু।

সে যাই হোক। তুমি তো ভারী বেআক্কেলে। এভাবে হাসছ কেন? মাথায় ছিট আছে নাকি?

সে আঙুল তুলে বলল, হাসব না? ওই দেখুন। গল্প পড়ার জন্য কেমন মারামারি লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যা ঘনিয়ে কখন যেন মঞ্চের উপরে আলো জ্বলে উঠেছে। নীচে কাতারে কাতারে কবি সাহিত্যিক লেখক ইত্যাদিগণ লেখার খাতা অথবা স্মার্টফোন হাতে প্রবল ঠেলাঠেলি করছে আগে গিয়ে নিজের লেখাটি পড়ার জন্য।

দেখেই আমার বুক ধড়াস করে উঠল। এ যে দেখছি আমাকে বাদ দিয়েই সাহিত্যবাসর আরম্ভ হয়ে গেল! হায় হায়, এত আগে এসে কী লাভটা হল তবে শুনি? যদি এরপর নিজের গল্পখানাই পড়তে না পারি? ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে আপডেটও বা দেব কীভাবে?

লেখকসুলভ আত্মাভিমান ভুলে আমি হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে দৌড় দিলাম ওদিকে। খেয়ালও করিনি কখন যেন দাশু নামের পাগলা ছেলেটা মুচকি হেসে গুটিগুটি পায়ে মঞ্চের পিছনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে।

মঞ্চের উপরে এক নবীন লেখক তখন গদগদ স্বরে তাঁর লেখা অণুগল্প পড়ছেন, আমি অনেক কষ্টে সাতচল্লিশ নম্বরে নিজের নাম লিখিয়ে পুলকিত চিত্তে গুঁতো খেতে খেতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আকুল অপেক্ষা করছি, এমনি সময় দুম-দাম-ফটাস শব্দে টলে উঠল জেলা বইমেলা মঞ্চ।

বোমা! বোমা! উগ্রবাদী হানা!

নিমেষে যে যেখানে ছিল দিল প্রাণভয়ে চম্পট। আমিও থেমে নেই। আপ্রাণ ছুটছি, দেখি পাশেই দৌড়ে আসছে সেই ছেলেটা। আমাকে আশ্বস্ত করে সে বলল, আরে দিদি, ভয় নেই। বোমা নয়। নিরীহ চিনেপটকা।

চিনেপটকা?

হুঁ...

কিন্তু আমাদের সাহিত্যবাসরটা যে ভেস্তে গেল, সেবেলা? কোন বেয়াদপের রসিকতা এ বলো তো? আমি ভয়ানক রেগে উঠে বললাম।

আজ্ঞে আমার। নির্বিকারভাবে বলল ও, কালীপুজোয় শব্দবাজি নিষিদ্ধ ছিল। গাদাগুচ্ছের চিনেপটকা জোগাড় করেছিলাম পটলার কাছ থেকে। ভাবলাম এখানেই কাজে লাগিয়ে দিই। যা হোক। দুঃখ না করে বরং এই নিয়েই এক পিস মুচমুচে রম্যরচনা নামিয়ে ফেলুন দেখি। আসি।

চোখের পলকে আমাকে পাশ কাটিয়ে বইমেলার মাঠের ভূতুড়ে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল পাগলা দাশু।

রসরঙ্গ

আমি অনেক কষ্টে সাতচল্লিশ নম্বরে নিজের নাম লিখিয়ে পুলকিত চিত্তে গুঁতো খেতে খেতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আকুল অপেক্ষা করছি, এমনি সময় দুম-দাম-ফটাস শব্দে টলে উঠল জেলা বইমেলা মঞ্চ।

অচিন পাখি

তমোনাশ দে সরকার

এআই

ছোটগল্প

রাখে কেষ্ট মারে কে।

অসমে বড় নদের ধারে ছিল ঘরবাড়ি। হড়পায় ভেসে গিয়েছিল সবকিছু। কে জানে কীভাবে যেন বেঁচে যায় চার বছরের বীরু। জলের তোড়ে ভেসে এসে দুটো গাছের ফাঁকে আটকে যায় চৌকিখানা। একেবারে বালিশ, তোষক, মশারি, কাঁথা সহ বীরুও আটকে যায়। ততক্ষণে ঘোলা জলের স্রোতে ওর মা-বাবা-দিদি ভেসে চলে যায়। ওদের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরদিন ভোরে ফৌজি উদ্ধারকারী দলের চোখে পড়ে ভিজে বিছানায় আধমরা হয়ে আছে একটা বাচ্চা। চৌকির ওপর। দুটো উঁচু গাছের ডালপালার ফাঁকে।

খবর পেয়ে শরণার্থী শিবির থেকে বীরুকে নিয়ে এসেছিল তিলোত্তমা। তিলুপিসি।

ভাইপোকে একবারে এখানে নিয়ে এলি তুই। একেবারে দুধের বাচ্চা যে। গোঁসাই ফিরে এলে ওকে এখানে রাখবে না দেখিস। ননী-বৈষ্ণবীর কথায় তিলু কোনও জবাব দেয় না। মাস দুয়েক বাদে গোঁসাই আর গোঁসাই-মা আখড়ায় ফিরেছিল। ফিরে এসে দেখে আশ্রম আখড়ায় সারা উঠোনময় ছুটে খেলে বেড়াচ্ছে ফুটফুটে একটা বাচ্চা ছেলে। সেবাদাসী, শিষ্য, ছেলেমেয়ে সব মিলে আখড়ায় সদস্য জনা পনেরো।

গোঁসাই দেখলেন, এই দু'মাসেই সবার নয়নের মণি হয়ে উঠেছে বীরু। একেবারে সাক্ষাৎ ননীগোপাল! সব শুনে গোঁসাইঠাকুর তিলুকে কাছে ডাকলেন। সরল হেসে বললেন, একেবারে গোপাল নিয়ে এলি আখড়ায়। নিজের ভাইপো। রক্তের সম্পর্ক। কী করবি কিছু ঠিক করেছিস?

তিলু চটজলদি কিছু বলে না। চুপ করে থাকে।

এইভাবে দেখতে দেখতে আরও একটা বছর কেটে গেল।

একদিন শেষরাতে পাশে শোয়া গোঁসাই-মাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়েছিলেন গোঁসাই। আশা শোনো, ওপরের ডাক এয়েছে মনে হচ্ছে। রাধামাধব এবার দয়া করল বুঝি।

গোঁসাই-মা জেগে গিয়ে ঘুম চোখে গোঁসাই-এর মুখে শরীরে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, এখন ঘুমোন তো। যখন ডাক আসবে তখন দেখা যাবেখন।

ডাক যে এত তাড়াতাড়ি আসবে আশালতা বুঝতে পারেনি। আশা বোষ্টুমী! আশ্রমের গোঁসাই-মা।

সেই শেষরাতে আলাপের এক মাসের মধ্যেই গোঁসাই সুবল দাস মহারাজ আরও বড় কোনও ইন্দ্রসভায় চিরতরে চলে যান।

আশ্রমের রীতি অনুযায়ী শোক-কান্না করতে নেই। আশালতার চোখেও জল ছিল না। কেউ দেখেনি। মাস খানেকের মধ্যেই আশা আখড়ার সব গুছিয়ে নিল। যেভাবে সুবল গোঁসাই সব বলে গিয়েছিল। আশারও তো এখন ষাট ছুঁইছুঁই। গোঁসাই ছিল ভালো ঘরের লেখাপড়া জানা সুদর্শন চেহারা। জাত বৈষ্ণব নয়। শোনা যায়, বৈষ্ণবতীর্থ কেন্দুলির মেলায় বাউলগানের টানে সুরের নেশায় ও ঘর ছাড়ে। আর ফেরেনি। রাঢ় বাংলা আর নদিয়া মিলে এমন গোঁসাই খুব কম মেলে। যেমন ছিল তার গানের গলা তেমনি ছিল তত্ত্বজ্ঞান। এই গোঁসাই-এর সঙ্গেই আশালতার কেটে গেল তিন যুগের কাছাকাছি! আশাকে সঙ্গিনী করেই সুবল স্থূল, প্রবর্ত থেকে সাধক হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে। নিজের অজান্তে গভীর একটা শ্বাস যেন বের হল আশালতার অন্তঃস্থল থেকে। বৈষ্ণবীও মানুষ বই তো আর কিছু নয়!

ইভা আজ আশ্রমে আসবে। অনেক বছর হল, বাইরের প্রোগ্রামে আশা নিজে যায় না। ইভা আসবে খবর পেয়ে তিলু ননীদের কালীগঞ্জের প্রোগ্রামও বাতিল করে দিল। অনেকদিন বাদে ইভা আসছে। সুবল মহারাজের চলে যাবার খবর পেয়েই আসছে। দিনকয়েক থাকবে। আশ্রমে সবাই মিলে তখন থাকলে গোঁসাই-এর শোক কিছুটা ভুলে থাকতে পারবে ও। গোঁসাই-এর বেঁধে দেয়া সুরে গানে ননী তিলু জীবন বৃন্দা এরাই মাতিয়ে তুলবে আশ্রম আখড়া। ইভার পাশাপাশি আশার মনও অনেকটা হালকা হয়ে যাবে তখন।

ইভা কেলার। পূর্বপুরুষের দেশ ছিল ইংল্যান্ডের ডোভার। ব্যবসার সূত্রে ওর ঠাকুরদা ডোভার চ্যানেলের ওপারে ফ্রান্সের ক্যালেতে যায়। সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। ইভার জন্ম ফ্রান্সে। বাবা ছিল কলকাতার কনসুলেটের কর্মী। সপরিবারে কলকাতায় থাকার সময় ইভা বাংলার সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে।

সুবল গোঁসাই-এর বাউল জীবনের প্রায় সব কথাই জানে আশালতা। কিন্তু আসল নাম, পরিবার, পরিজন, দেশ, গ্রাম এসব কিছুই জানে না। আসলে সুবল ছিল বাউল আর বৈষ্ণবের সংমিশ্রণ। আশ্রম আর আখড়া দুটোই ছিল ওর আশ্রয়স্থল। একসঙ্গে। সুদেহী সুকণ্ঠ উচ্চশিক্ষিত আর মনমাতানো লোকগানের এই জাদুকরের জীবনে প্রথম নারী কিন্তু আশালতা নয়।

সুবল গোঁসাই-এর যৌবনে প্রথম প্রেম এসেছিল ইভা কেলারের মনোভূমির প্রান্তরে। ডোবার চ্যানেল দক্ষিণ-পশ্চিমে চওড়া হয়ে নাম নিয়েছে বিখ্যাত ইংলিশ চ্যানেল। এই যুক্ত চ্যানেল যুগ যুগ ধরে অনেক নৌযুদ্ধ সহ নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। নরওয়ে সুইডেন আর ফিনল্যান্ডের স্ক্যান্ডেনেভিয়নরাও এই চ্যানেলের ভিতর দিয়ে জাহাজ নিয়ে চলাফেরা করে আসছে যুগ যুগ ধরে। উত্তর মহাসাগর আর আটলান্টিকের ছোট্ট মিলন দুয়ার এই ডোভার চ্যানেল। এই চ্যানেলের উত্তরে ইংল্যান্ড আর দক্ষিণে ফ্রান্স। এই দুই তীরে ইংরেজ ফরাসি ছাড়াও দুনিয়ার নানা জাতির বাস। অজস্র বঙ্গসন্তানের কর্মভূমি এই দুই অঞ্চল। শোনা যায় এই দুই অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালি শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে। বিশেষ করে লোকগান, বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি এসব। বরফজমাট শীতের মরশুমেই আয়োজন করা হত এই অনুষ্ঠানের। পালা করে একবার লন্ডনে একবার প্যারিসে।

লন্ডনে শীতের মধ্যরাত। দারুণ ঠান্ডা। কনসার্ট হল কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ। তারপর প্রচণ্ড করতালির শব্দ সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়ল হলের দেওয়ালে। ডায়াসে একতারা হাতে দীর্ঘদেহী নিমাই সদৃশ চেহারা গেরুয়া পোশাক এক বাউল। মাথা ঝুঁকিয়ে সবার অভিবাদন গ্রহণ করছে। টানা দেড় ঘণ্টা সে গান করছে। ক্লান্তিহীন। শীতবস্ত্র বলতে লাল রং-এর একখানা শাল। বয়স পঁচিশের নীচেই।

সোনালি চুল অষ্টাদশী এক মেয়ে তরতর করে ডায়াসে উঠে বাউলের কাছে গিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলল, দারুণ! দারুণ! এই সেই ইভা কেলার।

তারপর ঝোড়ো হাওয়ার মতো দিনগুলো কাটল প্রায় বছর খানেক ধরে। ডোভার-ইংলিশ চ্যানেলে লঞ্চে প্রমোদবিহার।

তারপর আমেরিকায় লুইসভিলে। সেখানে ইভার মামার কোল

এই গোঁসাই-এর সঙ্গেই আশালতার কেটে গেল তিন যুগের কাছাকাছি! আশাকে সঙ্গিনী করেই সুবল স্থূল, প্রবর্ত থেকে সাধক হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে। নিজের অজান্তে গভীর একটা শ্বাস যেন বের হল আশালতার অন্তঃস্থল থেকে। বৈষ্ণবীও মানুষ বই তো আর কিছু নয়!

মাইন। লুইসভিলকে কেন্দ্র করে গোটা আমেরিকা চষে বেড়াল ওরা। প্রবাসী বাঙালিদের ডাকে তিনটে সোলো প্রোগ্রাম করল সুবল। তবে প্রবল এই ঘূর্ণির মধ্যেও ইভা কোনও তরুণী-যুবতী মেয়েকে সুবলের কাছেপিঠে আসতে দেয়নি। ও তখন নেহাতই ছেলেমানুষ। 'সুবল বাউল' ওর একার। ওরই একমাত্র অধিকার! একবার তো কলোরাডো স্টেটের ডেনভারে এক আর্মেনিয়ান ছাত্রীর সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি। ঝকঝকে ইংলিশ বলিয়ে এই বাউলকে নিয়ে নানা দেশে ঘুরে শেষে এল বাউলের নিজের দেশে। বাংলায়। ইভা ইংরেজি আর বাংলা দুটোই জানে। ফরাসি তো ওর মাতৃভাষা।

উদ্দাম উচ্ছল প্রাণখোলা এক তরুণীর ভিতরে আসল রূপটা দেখেছিল সুবল বাউল। সেটা ওর কবিমন। ওরা দুজনে ঘুরেছে দেশ থেকে দেশান্তরে আর ইভার কবিতার ডায়েরি ভরে ওঠেছিল পল্লবিত হয়ে। অনেক পীড়াপীড়ি করলে ইংরেজিতে তর্জমা করে শোনাত মাঝে মাঝে। ওকে কবি বললে ও লজ্জা পেত।

আশালতাকে ইভার সব কথাই বলেছিল গোঁসাই। আখড়া বেঁধে আশ্রম তৈরি করার মুখে ইভাকে দেশে ফিরতে হয়। মায়ের অসুখ। তাছাড়া ভিসার সমস্যাও হচ্ছিল তখন। তারপর অনেকদিন আর এদেশে আসেনি। চিঠিপত্রের লেনদেনও কমে এসেছিল। অনেকদিন বাদে যখন এল তখন বাউল সাধনার শেষ ধাপে পা রেখেছে সুবল। সাধন সঙ্গিনী আশালতা।

দুজনাই দুজনাকে সহজে নিয়েছিল। আশা আর ইভা। ইভা বিয়ে করেনি। অনেকগুলো কবিতার বই এনেছিল সঙ্গে। ইংরেজি ভাষায় কবিতাগুলো গোঁসাই বাংলায় তৈরি করে ছাপিয়ে নিয়ে এল। এসব করতে গিয়েই সাংবাদিক আর কবিদের ভিড় জমে উঠল আশ্রমে। আশা সেদিন অবাক হয়ে জেনেছিল, এতো বড় মাপের একজন কবি গোঁসাই-এর চিরপ্রণয়িনী!

দয়াময়ের কী যে লীলা। সবক'টি আশ্রম আখড়ায় বেশিরভাগ মেয়ের অতীত হল, হয় অত্যাচারিতা নয়তো পরিত্যক্তা অথবা বালবিধবা। নতুবা দারুণ অভাবে বাউল-এর জীবন বেছে নিয়েছে। কিন্তু ইভা তো বিশাল ধনীর মেয়ে! শিক্ষিতা। ইভাকে যতই দেখত ততই অবাক হয়ে যেত আশা। বাউলের জীবন ওকেও কীভাবে টানল কে জানে!

কথায় কথায় গোঁসাই একবার বলেছিল— জানো আশা, আমি একবার ইভার কাছে জানতে চেয়েছিলাম বাংলার কী জিনিস ওর সবচেয়ে ভালো লাগে। ভেবেছিলাম বলবে বাউলগান, রসগোল্লা, তাঁতের শাড়ি এসব। যা বেশিরভাগ বিদেশিনীরা বলে থাকে। ও আমায় অবাক করে দিয়ে বলল, 'গাছের পাতা'! ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স দুটো দেশই হল পাতাঝরার দেশ। বছরে পাঁচ মাসও গাছে পাতা থাকে না। যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে পর্ণমোচী জলবায়ুর দেশ। এরই ভিতর স্কটল্যান্ডের গাছগাছড়া একটু আলাদা দেখেছি। অথচ বাংলায় সারাবছর প্রায় সব গাছেই পাতা থাকে। এই বাংলার গাছের সবুজ রং-এর ধরন ইভা গুনে গুনে বের করেছিল। সাতাশ রকমের সবুজ... ওর এক কবিতা আছে। নাম "মাটিমন গাছের পাতা"। আমি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছিলাম। আসলে ইভা হল এক কবি। অনেক বড় কবি। কবিতাই ছিল ওর আসল প্রেম। আমি নই।

আশা ভাবে। গোঁসাই তুমিও কম যাও কীসে শুনি! তুমি তো আসলে কবি। তোমার জীবনটাই তো ছিল এক সুন্দর কবিতা।...

সেই ইভা এল আশ্রমে। আশার মুখোমুখি দাঁড়াল। ওরা সমবয়সি। দুই নারী। দুই সাধিকা। দুনিয়ার দুই প্রান্তের দুই রূপ। একজনের গেরুয়া বসন। অন্যজনের নয়।

'ইভা, বয়স তোমার অনেক বেড়ে গেল দেখছি!'-খুব নরম সুরে বলল আশা। দুজনার মাঝে অনেকটা সময় চলে গেল নীরব প্রহরের মতো।

'তুমি যদি অনুমতি দাও। আশ্রমের কিছু নিয়মের মধ্যে মাত্র দুটো নিয়ম আজ আমি একটু ব্যতিক্রম করব। আমাকে বাধা দিও না প্লিজ!'

আশা অবাক চোখে ইভার দিকে তাকায়।

ইভা ধীরে ধীরে ভিতর ঘরে গেল। সাইড ব্যাগ থেকে মাঝারি সাইজের বাঁধানো ফোটো বের করল। সেই লন্ডনের অনুষ্ঠানে তোলা সুবল গোঁসাই-এর ছবি। আশ্রমে ফোটো রাখার নিয়ম নেই। তবু টেবিলে সেটা রাখল।

এবার দ্বিতীয় নিয়ম ভঙ্গ করল ইভা।

টেবিলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে অঝোরে কেঁদে চলল বিদেশিনী বৃদ্ধা। আশা চেয়ে দেখল সেই মুক্তোঝরা কান্না। দু'চোখ ভরে।

শুধু একটা চিঠি! এই চিঠিই তিলুর জীবনের ছকটাকে আবার পালটে দিল। জীবনে দ্বিতীয়বারের জন্য। বীরু সেদিন কাছের পাঠশালা থেকে ফিরে উঠোনে খেলছিল। আশা দাওয়ায় বসে। বাঁকুড়ার ভৈরব আখড়ার এক শিষ্য— চরণদাস এসে হাজির। কথা বলতে পারে না। জনম-বোবা।

আয় চরণ আয়, বলে গোঁসাই-মা ছুটে এল। আকারে ইঙ্গিতে চরণ জানাল, বেশিক্ষণ বসবে না। অন্য আখড়ায় চিঠিপত্র নিয়ে যেতে হবে। চরণের কাজই ছিল আখড়ায় আখড়ায় চিঠি দেওয়া-নেওয়া করা।

নিস্তব্ধ দুপুর। শান্ত আখড়া। দু'-একজন বাদে সবাই বর্ধমান গেছে। দিন সাতেকের জন্যে। নামগানের আসরে। বীরু কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে আশার বিছানায়। চিঠি খুলে গোঁসাই-মা অবাক। এ তো সুবল গোঁসাই-এর লেখা চিঠি! তারিখ! গোঁসাই-এর চলে যাবার মাস তিনেক আগে। বাঁকুড়া থেকে লেখা। তাই তো। তখন তো গোঁসাই সেখানে। তার মানে! নিশ্চয় 'ভৈরব আখড়া'-র গোঁসাইকে বলেই গিয়েছিল, সে চলে যাবার পরই যেন গোঁসাই-মা চিঠিটা হাতে পায়। তাই হবে।

'আশালতা,

আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। শরীরের সব কিছু একে একে জবাব দিচ্ছে। আমার আশ্রম-আখড়ায় জীবনের এমন কিছু নেই যা তোমার অজানা। শুধু একটি বিষয় ছাড়া। সেই তুমিও কোনওদিন বাড়তি আগ্রহ দেখাওনি। তোমার অনেক গুণের মধ্যে এটাও একটা বড় গুণ। সব ব্যাপার শান্তমনে গ্রহণ কর তুমি। তিলোত্তমার বিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে চাই।

প্রায় পাঁচ বছর হল। আমার হাত ধরে এই মেয়েটি আখড়ায় এসেছিল। আমি বলেছিলাম একে তোমার মনমতো গড়ে নিও। তুমি কিছুই আর জানতে চাওনি। আমিও আগ বাড়িয়ে ওর কথা কিছু আর বলিনি। চেয়েছিলাম ওর নতুন পরিচয়েই ও বাঁচুক। তুলসীকাঠের মালা, কপালে তিলক, উঁচু ঝুঁটি, গেরুয়া সব দিয়ে তুমি ওকে গড়ে তুললে 'তিলু বৈষ্ণবী' করে। ওর নিজের বলতে শুধু একটা জিনিস ও সঙ্গে করে এনেছিল। রাধামাধবের দান। সেটা ওর গলার সুর আর স্বর। তোমার গলায় জোর আগের মতো ছিল না তখন। ওর ভিতর তুমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলে। ননীক্ষেপী, শ্যামা এরা ভালোই গায়। তিলু আসবার পর দলটা জোর পেল। গায়কি গায়েনে আখড়ার নাম দুই বাংলা ছাড়িয়ে আসাম ত্রিপুরা সব জায়গায় খুব ছড়িয়ে পড়ল।

সেবার বিষ্ণুপুরের কাছে এক গাঁয়ে যাই। শহরতলির মতো। সেখানে টানা আট প্রহর শেষে পরদিন দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছি। এমন সময় এক ছোকরা মতো ভদ্রলোক দেখা করতে এল। সঙ্গে তেইশ চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে। অবিবাহিতা। ভদ্রলোকের বয়সও ত্রিশ পঁয়ত্রিশের আশপাশে। স্কুল মাস্টার। এক এনজিও-র সঙ্গেও যুক্ত। সেই মেয়ে এই তিলোত্তমা। তোমার তিলু।

আত্মীয়র বাড়ি গিয়েছিল। স্টেশন থেকে নেমে হেঁটে ফিরছিল। সন্ধে ঘনিয়ে একটু রাত হয়ে যায়। একলা মেয়ে পেয়ে জনা কয়েক পাষণ্ড ভাঙা মন্দিরে... সারারাত...। তিলুর মা-বাবা নেই। দাদার সংসারে থাকত। কাঠের ব্যবসা। নতুন বিয়ে করেছে সে। দেখতে শুনতে ভালো এমন অবিবাহিতা বোনকে দাদা একটু আগলে আগলে রাখত। এই নিয়ে হয়তো বৌদি-ননদের টানাপোড়েন ছিল। বিএ পাশ তিলুর জন্য উপযুক্ত পাত্র পেতেও হয়তো দেরি হচ্ছিল।

সেই ভয়ানক রাতের পর তিলুর অচেতন শরীরটা যখন বাড়িতে আসে তখন অনেক বেলা। লোকজন জড়ো হতে লেগেছে।

তিলুর আর ঠাঁই হয়নি নিজের বাড়িতে।

ওর দাদা লজ্জায় অপমানে সেখানকার ব্যবসা গুটিয়ে বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়ে অসমে চলে যায়। মাস্টারের এনজিও তিলুকে একটা ভালো হোমে নিয়ে যায়। লেখাপড়া জানা মেয়ে। সেখানে একটা হাতখরচা চলার মতো কাজের ব্যবস্থা হয়। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল অন্য কারণে। আমায় সে দুটো পদাবলি শোনাবে বলে ধরেছিল।

তুমি তো জানো আশা। গান আর সুর আমায় ঘরছাড়া করেছিল।

তিলোত্তমাকে সেই গান আর সুরই নতুন আস্তানা খুঁজে দিল! অমন গানের গলা ওর!

আমি মাস্টারের সঙ্গে কথা বলে ওকে আশ্রমে নিয়ে আসি। এই মাস্টার বরাবর যোগাযোগ রেখেছে আমার সঙ্গে। একদিন জানতে চেয়েছিলাম, তিলু তোমার কে হয় বাবা। সে জানিয়েছিল, 'আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল। ওই ঘটনার পর আমাকে ওর জীবনের সঙ্গে আর জড়াতে চায়নি। আমিও মেনে নিয়েছি। তবে দূরে থেকেও ওর পাশেপাশে থাকব আমি। কোনও দিন ছাড়ব না, গোঁসাই!'

বিশ্বাস করো আশা। সেদিন আমার চেয়ে আরও বড় এক গোঁসাইকে যেন দেখলাম মাস্টারের মধ্যে। আশ্রম ছাড়াই ওর কীভাবে সিদ্ধিলাভ হল বলো তো! তারপরের কাহিনী তো তোমার সব জানা।

আশা, ভাবতে পারো! অত্যাচার করল পুরুষ পাষণ্ডগুলো আর শাস্তি পেল অবলা নারী তিলোত্তমা। দয়াময়ের এ কী বিচার! আবার এটাও ভাবি, রাধামাধবের ছক কষা না থাকলে এই সংসারে ওই মাস্টারের মতো মানুষ আর তোমার মতো গোঁসাই-মা আসে কী করে। আর ইভার মতো প্রকৃতি-সুর-কবিতা পাগল মেয়ে এই সংসারে এল কী করে!

ভাড়াটেরা মাস্টারকে জানিয়েছিল অসমের বন্যায় ওর দাদার সব শেষ। ওই মাস্টারই তিলুকে অসমে নিয়ে যায়। যাবার আগে অনুমতি নিতে এসে তিলু কৈফিয়ত দেবার মতো করে বলল, যাই দেখে আসি গোঁসাই। যদি খবরটা ভুল হয়। যদি বেঁচে থাকে ওরা! চেয়ে দেখি ওর চোখে জল। এই হল মানুষের মন! যে দাদা ওর চরম বিপদে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল! আস্তে আস্তে বললে, মা-বাবা হারা দাদাই তো এতটা বড় করল। গোঁসাই বল, না যেয়ে পারি? আমি যেন আরেক তিলোত্তমাকে দেখলাম সেদিন।

আমার চলে যাবার সময় হয়ে এল। আশা! জীবনভর রাধামাধবের লীলা কিছুই বুঝলাম না এই ভবের মাঠে। এবার আসি আসল কঠিন কথাটায়।

জানি। আমার কথাটা শুনলে তোমার বুক ভেঙে যাবে। যে কারণে তোমার মুখোমুখি বলতে পারিনি।

গোঁসাই-মা। এবার যে তিলুকে ছেড়ে দিতে হবে গো। গোপাল আমাদের বীরু। ওর পিসির সঙ্গে যাবে নিজের বাড়িতে। সেই মাস্টার বীরুর বিষয়-আশয় সব কাগজপত্র ঠিকঠাক করেছে। এজন্য অনেক ঝামেলার মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছে। তাছাড়া তিলুর কেসটাও নতুন করে উঠবে। সব এই মাস্টারের উদ্যোগ বুঝলে। আমি জানি, কেসটাতে দোষীরা সাজা পেলেই ওই মাস্টারকে বিয়ে করবে তিলু। মনে মনে এই ছিল ওর পণ। সেই সংসারী তিলোত্তমার জীবনটা দেখে যাবার বড় সাধ ছিল আমার!

এই অবধি পড়ে আশালতা ওপরের দিকে চাইলেন। ঘরে বসেই যেন মহাশূন্যে তাকালেন। সেখানে চলে গিয়ে দিব্যি আছে তার গোঁসাই ঠাকুর। চোখ পড়ল গিয়ে বীরুর ওপর।

স্বভাব-শান্ত ধীর স্থির সদা হাস্যময়ী গোঁসাই-মা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। নীরবে নিভৃতে চোখের জলের ধারা ভিজিয়ে চলল তাঁর গেরুয়া বসন। বেঁচে থাকলে তুমি পারতে গোঁসাই, তোমার সাধের মীরাবাঈ তিলোত্তমাকে সহজে বিদায় দিতে! এক অসহায় প্রশ্নই শুধু রয়ে গেল আশালতার মনে। আর কিছু না।

উত্তরের ছড়াকার

নিঝুম ঠাকুর

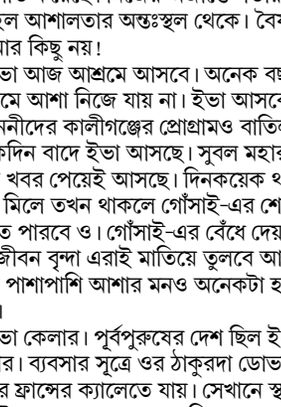

প্রকৃত নাম অমলকুমার বিশ্বাস হলেও তিনি নিঝুম ঠাকুর নামেই পরিচিত। জন্ম নাগরাকাটার সুখানিবস্তিতে। মাধ্যমিক পাশ করার পর পড়াশোনার জন্য জলপাইগুড়ি শহরে দাদার কাছে আসা। এখানে আসার পর থেকেই লেখালেখির শুরু। স্কুল ম্যাগাজিনে প্রথম লেখা। এরপর থেকে লেখালেখির বহরটা আরও বেড়েছে। সবার জন্য ছড়া, ছোট গল্প লিখলেও মূলত ছোটদের জন্য লেখালেখিই প্রিয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ বহু পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। জলপাইগুড়ি ক্লাব রোডে সেচ দপ্তরে চাকরি। অবসরের পর আরও বেশি করে লেখালেখিতে ডুবেছেন।

কীর্তিমান বঙ্কুবাবু

বঙ্কুবাবু প্রতিদিনই ঘরে ফেরেন লেটে
গিন্নি তার খাবারগুলো সাজিয়ে রাখেন প্লেটে,
প্রতিদিনই ফিরতে বাড়ি করেন তিনি রাত
বাড়ি ফিরেই বৌয়ের সঙ্গে সামাল দু'এক হাত!
যাবার পথে টিফিনগুলো সযত্নেই যায়
ফেরার পথে লাল্টু কুকুর তৃপ্তি করেই খায়!
যাবার পথে অফিস তিনি গট্ গটিয়ে যান
ফেরার পথে পা টলিয়ে পথে হোঁচট খান

গিন্নি দেখে টিভির খবর -চক্ষে সর্ষেফুল
সারা পাড়া সামনে বাড়ির সে কী হুলুস্থুল
চোখটা সবার পথের দিকে কখন তিনি আসেন
এমন তিনি পশুপ্রেমী সবাইকে ভালোবাসেন!
আদর করে লাল্টুকে তিনি খাইয়ে দিলেন আজ
গায়ে মাথায় হাত বুলোতেই লাল্টুর কি ঝাঁঝ
ঢুকতে ঘরে গিন্নি বলেন দাঁত চিবিয়ে রাগে
আজ লাল্টু ভেবে খাইয়ে এলে জ্যান্ত চিতাবাঘে!!

উচ্চারণ
সুশীল মণ্ডল

গভীর হয়ে অনেক অতলে মনের অন্দরে
অনেক শব্দের স্তূপে চাপা পড়ে আছে
একটা মোহময়ী উচ্চারণ।

তার কথা বলা বারণ সাদা পাতায়
কথা বলা বারণ গাছের পাতায়
সে কথা বলতে পারে না মেঘের ক্যানভাসে।

তাকে মাঝে মাঝে বলি অন্তহীন বিস্মরণ
সঙ্গোপনে চেয়ে থাকা ঝাপসা অতীত।

জানি
উচ্চারণ উচ্চারিত না হলে
দুঃখ ডানা মেলে না
নারীর মধ্যে মেলে না কবিতার দেখা
নদী তার তরঙ্গমালায় জ্যোৎস্না মাখতে পারে না।

উচ্চারণ উচ্চারিত হলে পদ্মবনে মৌমাছি আসে
নিথর অরণ্যে পাখি ডেকে ওঠে
আমরা সবাই কেমন যেন কবি হয়ে উঠি।

বড়ো একাকী
সন্ধ্যা দত্ত

আমার মননে ও চিন্তনে,
দুধেল ফেনার মতো ভেসে ওঠে
কিছু বিপন্নতা—
পিছু নেয় অবোধ অভিমান।
নিরন্ধ্র অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই—
সংশয়ের আঁচে ধুঁকছে বর্ণমালারা।
ব্রাত্য ওরা আজ—
ফিকে হয়ে গিয়েছে রক্তের রঙ।
তবুও কিছু বেপরোয়া শেষ ধাপটায়
নামতে চায়।
শুধুমাত্র শেকড়ের সন্ধানে।
অস্তিত্বের লড়াই টিকিয়ে রাখে।
উথালপাথাল করে।
হা-ঘরে অক্ষররা ভূমি আঁকড়ে থাকে।
কিছু ভাষা প্রেমীদের বদান্যতায়।
বিমূঢ় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণরা,

মাথানত করে দাঁড়ায় এককোণে!
নীরবে, নিভৃতে একাকী অসহায়,
বড়ো একাকী।।

যাযাবর সময়
সঞ্জয় বিশ্বাস

তোমাকে প্রথম দেখেছি যাযাবরের বিষণ্ণ সারিতে
বসন্তের উদাস দিনে, ঝরা পলাশের মোহনীয় রং
মেখে তুমি চলেছিলে সজারুদের গোপন ঠিকানায়
তখন অরণ্যের বোবা মর্মর ধ্বনি তোমার কর্ণমূলে
পেয়েছিল সুরের দ্যোতনা। জংলা পাতার মালা পরে
তুমি ফিরে এসেছিলে দখিন বাতায়নে, তখন
তোমার চোখের পাতায় দেখেছি আচম্বিতে লেগে থাকা
তৃণভোজী হরিণের ভয়, মধ্য দুপুরের ঝলসানো বাতাসে
সেদিন তুমি কাকে খুঁজেছিলে একা একা?

বহুদিন অন্ধ রাতে তোমাকে খুঁজেছিলাম যাযাবর কুয়াশায়...
খুঁজে খুঁজে আমার চোখের দৃষ্টি হয়েছিল সলতে পাকানো
প্রদীপের শেষ নিভু নিভু আলোর বিন্দু, এখন-
আমি তো বসে আছি এই শরীর থেকে অস্থি বিসর্জন দিয়ে,
বুকের ভিতরে জেগে আছে অসহনীয় রাত, আদিম বটবৃক্ষের
ঘ্রাণ আমাকে করেছে আরও উন্মাদ, তুমিও হয়েছ উন্মাদিনী
সময় হয়েছে এখন অস্তগামী জাহাজে উঠবার
দু'জনেই এখন চলে যাব উদাসী বসন্তের ওপার

শব্দের মিছিল
পার্থসারথি চক্রবর্তী

সময়, সে তো ক্ষয়িষ্ণু
আলোও কমে আসে ক্রমশ
কাছে দূরে মিলিয়ে যায়-
কোনো এক লহমায়!

মুষ্টিবদ্ধ বালি চোরাপথ খোঁজে,
গাছেরা কানে কানে বলে যায় -
ঝরে যাবে তোমার পাতাও
একদিন,আমাদের মতো!

ভাত, বিশ্বাস আর সন্দেহের দ্বন্দ্ব
চলছেই তবু চিরকাল;
আগুনে পথের ছাই উড়িয়ে
জীবনের মিছিলে সারি সারি।

কবিতা

ফিরে আসো তুমি
অনুপ দত্ত

সারাদিন এলোমেলো চিন্তায় ঘুরে ফিরে আসো তুমি
কখন সকাল গড়িয়ে যায় বিধবার সিঁথির মতো পথ ধরে
তুমি হেসে উঠলেই ঝরে পড়ে শুকনো গোলাপ
পাখিরা গেয়ে ওঠে 'এ দিল মাঙ্গে মোর'...
পাইন, বট পেরিয়ে একসময় বসন্তের আকাশে খসে পড়ে তারা
রাঙা মাসি ছেঁড়া চটিতে সেফটিপিন গুঁজে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে
পাড়ার মোড়ে তুফানি আড্ডায় তোমার চর্চায় বাতাসের মতো ছড়িয়েছে গুটখার গুঁড়ো
ভয় পেয়ো না... রিয়ালিটি শোয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার মতো এগিয়ে যাও...
গুগলে সার্চ করে লোকেশন দেখে তবেই সেই পথে এসো
এখানে তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে শিশিরের জলে ঝাপসা হয়ে আসছে মায়াদেবীর সংসার
ভালোবাসা ভালোবাসা চিৎপুর চিৎপুর বলে চেঁচিয়ে গেল বাস কনডাক্টর
বসার আসনে ছড়িয়ে আছে পিৎজার খালি বাক্স, দেশলাই কাঠের চামচ
ছায়াহীন পিরামিডের চূড়ায় বসে চোখ পড়েছে গহীন স্রোতে
তুমি কোথায়? রাত বাড়ছে সিন্ধুপাড়ে...
সারাদিন এলোমেলো চিন্তায় ঘুরে ফিরে আসো তুমি...

ফাগুন দাগ
প্রীতিলতা চাকী নন্দী

বাসন্তিক আঘাতের তীব্রতা জানতে চাইলে
ভেঙে টুকরো টুকরো হবার গল্প শোনাবো একদিন
বাঁকা চাঁদের প্রবন্ধ বহু পুরোনো
এবার উপন্যাস লিখবার পালা
অকপট যাদের ভালোবেসেছি
পাশে অযোগ্য থেকে গেছি
যারা আজীবন ভালোবেসে থেকে গেল
মুহূর্তের ভেতর আপন হতে পারিনি
এক আকাশ ভরসা যেখানে ছিল
বিনিময়ে একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইলাম

সারাদিনের ঝলসানো উনুন
সামলে ওঠবার পর
যখন দহন ভুলে যাই
কড়াই বেয়ে নেমে আসা ঝোলের দাগ
বসন্ত খোঁজে প্রতিনিয়ত।

স্ট্রাইক রেটের বিবর্তন : ক্রিকেটে বিপ্লব

ব্যাটিং বর্তমানে কেবল ব্যাটারের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ম্যাচ-আপ, রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, নতুন স্কিলসেট যুক্ত হওয়া আর বেশকিছু গভীর স্ট্র্যাটেজি। ব্যাটারদের সঙ্গে বিবর্তন ঘটেছে বোলারদের স্ট্র্যাটেজিতেও। সমস্ত কিছু নিয়ে লিখলেন যীশু নন্দী।

অভিষেক শর্মা - পাওয়ারপ্লেতে বাঁ হাতি স্পিনের বিপক্ষে তুখোড় একজন হিটার।

শীত প্রায় নিভু নিভু। পড়ন্ত রোদে জমিয়ে চলছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চোখ মেলে দেখছি দানবীয় সব ব্যাটারদের। হঠাৎই উত্তুরে হাওয়া কেমন যেন চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে আসে ক্রিকেটের প্রাকযুগকে। ফেলে আসা সেই যুগেও ছিল কিছু দানব। আবার ছিল শৌখিনতার ছোঁয়াও। কিন্তু সময়ের চাহিদা মেনে দানবীয়তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই এই লেখার বিষয়। তবে শৌখিনতা কিন্তু হারিয়ে যায়নি। যাঁরা হিটার ছিলেন তাঁরা আরও বেশী বিগ হিটার হচ্ছেন। আর যাঁরা ক্লাসিকাল ছিলেন,তাঁরা নিজেদের ঝুলিতে আহরণ করছেন আরও বেশী হিটিং রেঞ্জ। ব্যাটারদের স্ট্রাইকরেটও ফর্ম্যাট নির্বিশেষে বাড়ছে হুহু করে। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন?

পৃথিবীতে সব পরিবর্তনই ঘটে সময়ের চাহিদা মেনে। একে তাই পরিবর্তন না বলে বিবর্তন বলাই শ্রেয়। হাওস্ট্যাটের মতো অনলাইন পোর্টাল জানাচ্ছে-১৯৯০-২০০০ অবধি টেস্টে অ্যাভারেজ ব্যাটিং স্ট্রাইক রেট ঘোরাঘুরি করত ৪০-৪৫ এর মধ্যে,২০১০-এ সেটা দাঁড়ায় ৫০-৫৫, ২০২০ থেকে এখনও অবধি সেটা ঘোরাঘুরি করছে ৬০-৭০ এর মধ্যে। ওয়ানডেতে অ্যাভারেজ ব্যাটিং স্ট্রাইকরেট ১৯৯০-এর দিকে থাকতো ৭৩, সেখান থেকে বেড়ে অধুনাকালে(২০২০ এরপর) হয়েছে ৯৩। আর টি-টোয়েন্টি নিয়ে কিছুই বলার নেই। সেখানে ২০২৬-এ এক-একজনের স্ট্রাইকরেট ১৫০+। খুব ভালো হিটারের ক্ষেত্রে ২০০+। কোনও কোনও সেটা ৩০০+ হয়ে যায়। ব্যাপারটাকে গ্রাফিক্যালি তুলে ধরলে দেখা যাবে ব্যাটিং স্ট্রাইকরেটের উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন।

চটজলদি এই বিবর্তনটাকে দুভাগে ভেঙে আলোচনা করা যায়। প্রথমে দেখতে হবে সার্বিকভাবে এই ব্যাটিং স্ট্রাইকরেটে বৃদ্ধির কারণসমূহ কী। তারপর দেখব প্রতিটি ফর্ম্যাটে ব্যাটিং স্ট্রাইকরেটে সার্জিং-এর নির্দিষ্ট কোনও কারণ রয়েছে কিনা, মানে ফর্ম্যাট-স্পেসিফিক আলোচনা যাকে বলে আর কি।

সার্বিক কারণসমূহের মধ্যে প্রথমেই আসে ম্যাচ-আপ। ম্যাচ-আপ মানে হল ব্যাটার তাঁর অনুকূল বোলারকে পাচ্ছে নাকি প্রতিকূল বোলারকে। ব্যাটার যদি তাঁর অনুকূল বোলারকে পায় তাহলে তার স্ট্রাইকরেট বাড়বে, আর প্রতিকূল বোলারকে পেলে তাঁর স্ট্রাইকরেট কমবে। ২০১২ সাল থেকে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল এবং দেশের কাছে কম্পিউটার ডেটা অ্যানালিসিস উপলব্ধ হয়েছে। তাই প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল এবং দেশের স্ট্র্যাটেজিস্টরা আস্তে আস্তে এমনভাবে দল সাজাতে থাকে যাতে ব্যাটার বেশীরভাগ বলগুলি খেলে অনুকূল বোলারের বিপক্ষে।

যেমন ধরুন সুনীল নারিন ফেস করবে স্পিন বোলিং আর তাকে পেস বোলিং গার্ড দেবে ক্রিস লিন (গাম্ভীরের অভিনব স্ট্র্যাটেজি, যেখানে ক্রিস লিনের সর্বোচ্চ হিটিং রেঞ্জ কাজে লাগানো হয় তাকে নারিনকে দিয়ে মাস্কিং করিয়ে। একে অনেকে 'লিনশিল্ডও' বলে)। এই ব্যাপারটা আরও বাড়ে ২০২০-এরপর থেকে। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল এবং দেশ আলাদা করে নিয়োগ করে ডেটা অ্যানালিস্টদের। তারা মতামত দেয় ব্যাটারকে কোন সময় (এন্ট্রি পয়েন্ট) এবং কোন পজিশনে নামালে তার থেকে আমরা সর্বোচ্চ ক্রিকেটটা পাবো। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় নাথান লিমন, ফ্রেডি ওয়াইল্ডদের কথা। এই দুই ভদ্রলোক অধুনা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ দুই ডেটা সায়েন্টিস্ট। এছাড়া রয়েছেন হরিপ্রসাদ মোহন, যিনি ডেটা অ্যানালিস্ট হিসাবে ২০২৪ সালের ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

এরপর আসি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং লম্বা ব্যাটিং টেইলের প্রসঙ্গে। সবাই চায় তাদের বর্তমান রিসোর্সের সর্বোচ্চ ব্যবহার। এক্ষেত্রে তাদের অ্যানালিস্ট টিম এমনভাবে দল বিন্যাস করে যাতে প্রতিটা দল তাদের উপলব্ধ 'প্লেয়ার্স পুল' থেকে সর্বোচ্চ লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাটার এবং বোলার উভয়ই সর্বোচ্চ লাভ করে। ব্যাটার খুব সহজভাবে খেলতে পারে। আরেকটা প্রাসঙ্গিক বিষয় হল ব্যাটিং টেইল। যেসকল দল ব্যাটিং নির্ভরশীল হয়, তারা তাদের ব্যাটিং টেইল লম্বা রাখছে। অর্থাৎ আমার দলের ৯ বা ১০ নম্বর ব্যাটারও যাতে কিছু রান করে দিতে পারে। এই ব্যাটিং টেইল লম্বা হওয়ার জন্য দলের ওপেনার থেকে শুরু করে সবাই চালিয়ে খেলার লাইসেন্স পেয়ে যান। এমনকি উক্ত দলের ওপেনিং জুটি থেকেই বিগ হিটারদের আধিক্য বেশি থাকে।

যেমন ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের ১০ নম্বর ব্যাটার ছিলেন ক্রিস জর্ডন যিনি বড় শট নিতে পারতেন। তাদের প্রথম একাদশে কিন্তু জো রুটের স্থান হয়নি। বদলে স্থান হয় লিভিংস্টোন, স্টোকস, মঈন আলির মতো বেটার হিটারদের।

আধুনিককালে চেজিং-এর সময় ব্যাটিং কনসেপ্টেও পরিবর্তন এসেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি (এবং কিছু ক্ষেত্রে জাতীয় দলের স্ট্র্যাটেজিস্টরা) ভেবে দেখেছে যে বড়ো স্কোর চেজের ক্ষেত্রে তাদের দলের ব্যাটিং লাইন আপে অ্যাঙ্করের সংখ্যা একের বেশি হলে তাদের হয়তো ব্যাটিং ফেলিওরের সম্ভাবনা কম কিন্তু একইসঙ্গে চেজিংয়ে সাফল্যের সম্ভাবনাও কম অর্থাৎ লো রিস্ক, লো রিওয়ার্ড। তাই একাদশে ট্র্যাডিশনাল অ্যাঙ্কর রোল পরিবর্তন করে আনা হয়েছে মাল্টিগিয়ার ব্যাটিং রোল আর তারসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন বিগ হিটারদের(স্পিন হিটার এবং পেস হিটার)। ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাটারও তাই নিজের স্ট্রাইকরেটের দিকে মন দিচ্ছে। যে ট্র্যাডিশনাল অ্যাঙ্কর ছিল সে নিজেকে মাল্টিগিয়ার ব্যাটারে রূপান্তর করছে আর হিটার আরও বিগ হিটার হচ্ছে। যেমন বিরাট কোহলির টি-টোয়েন্টি স্ট্রাইক রেট ২০০৮-২০১৫ সালে ছিল ১২৫, ২০১৬ থেকে ২০২০ তে সেটা হয় ১৪৩।

জস বাটলার - একজন যথার্থ পাওয়ারপ্লে স্ট্রাইকার। মূলত পেস বোলিং-এর বিপক্ষে। ফিনিশিং-এও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

এরপরের কারণ হিসাবে তুলে ধরব ব্যাটারদের ইনোভেটিভ শট খেলার স্কিলসেটকে। ২০২২ সালের সমস্ত টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে মাঠের ফাইন লেগ অঞ্চলে ব্যাটিং স্ট্রাইকরেট ছিল ১০৭.৫৩,২০২৪ এ সেটা বেড়ে হয় ১৯৫.৯৬। আবার ২০২১-এ সমস্ত টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ডানহাতি ব্যাটারেরা লেগস্পিনারকে রিভার্স স্যুইপ মেরেছে ২০০ বার, ২০২৫ এ সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৩৫ বার। বেড়েছে বামহাতি ব্যাটারদের ডানহাতি অফ স্পিনারদের বিরুদ্ধে রিভার্স স্যুইপ খেলার প্রবণতাও। এটা কেন হচ্ছে? বিবর্তন একটি উভমুখী প্রক্রিয়া। ব্যাটারদের এহেন দানবীয়তায় বোলারেরাও তাদের কলাকৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন আনছে।

স্পিনারেরা ফ্লাইটের পরিবর্তে দিচ্ছে ফ্ল্যাটবল। লেগস্পিনার লেগস্পিনের চেয়ে বেশি করছে গুগলি। আবার অধিনায়কেরাও নির্দিষ্ট ম্যাচ-আপ মেনে বোলার আনছে। যেমন-বাঁহাতি ব্যাটারের বিরুদ্ধে ডানহাতি স্পিন, ডানহাতি ব্যাটারের বিরুদ্ধে লেগস্পিন এবং বাঁহাতি স্পিন। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে বাঁহাতি ব্যাটারেরা ডানহাতি স্পিনারের বিরুদ্ধে এবং ডানহাতি ব্যাটারেরা লেগস্পিনের বিরুদ্ধে রিভার্স স্যুইপ খেলে তাদের স্ট্রাইকরেট মেইনটেইন করছে। ফলে সেটা কমছে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কেন উইলিয়ামসনের কথা। তিনি ট্র্যাডিশনাল অ্যাঙ্কর হলেও মাল্টি গিয়ার ব্যাটার হিসাবে নিজের স্কিলসেট বাড়ানোর জন্য প্যাডেল স্যুইপ শট ভালোভাবে আয়ত্ত করে ফেলেন। জানুয়ারি, ২০২০-এর ভারত-নিউজিল্যান্ডের একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪ ওভারে ৪৩ চাই এমন পরিস্থিতিতে কেন উইলিয়ামসন বুমরাহের ওভার থেকে চারটি বাউন্ডারি বের করেন যার মধ্যে দুটি আসে এই প্যাডেল স্যুইপ শট থেকে। সুতরাং ইনোভেটিভ শট কীভাবে ব্যাটারদের স্ট্রাইকরেট বজায় রাখতে এবং বোলারের বিরুদ্ধে ম্যাচ-আপ ভাঙতে সাহায্য করে সেটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। আবার এটাও বলা যেতে পারে স্ট্রাইকরেট বাড়িয়ে তুলতেই ব্যাটারেরা বাড়িয়ে নিচ্ছে ইনোভেটিভ শট খেলার স্কিলসেটকে। সবকিছুই চেইনপ্রক্রিয়া আর কি।

ক্রিকেটে আধুনিককালে যোগ হচ্ছে ইম্প্যাক্ট রুল। এই নির্দিষ্ট নিয়মের জন্য অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি দল তাদের উপলব্ধ রিসোর্সের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করবে এবং ব্যাটারদের স্ট্রাইকরেটও আস্তে আস্তে ছাপিয়ে যাবে। আবার ধরুন অস্ট্রেলিয়ার বিগব্যাশে পাওয়ার-সার্জ বলে একটি নিয়ম থাকে যেখানে বেশ কিছু ওভার বৃত্তের বাইরে মাত্র ২ জন ফিল্ডার থাকতে পারবে। এই নিয়মগুলো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চালু হলে ব্যাটারেরা আরও চালিয়ে খেলতে পারবে। বিষয়টি অনেকটা ফুটবলের অফসাইড নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অফসাইড নিয়ম আনা হয়েছিলো যাতে স্ট্রাইকারেরা অনিয়ন্ত্রিত সুবিধা না নিতে পারে। কিন্তু অফসাইডের প্রাথমিক নিয়মের জন্য গোলের স্কোরিং রেট অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। অত:পর ফুটবলের অফসাইড নিয়মের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেছে (মূলত লাস্ট ডিফেন্সের কাউন্টে) কারণ যাতে ফুটবল খেলাগুলিতে গোলস্কোরিং রেট বাড়তে পারে (১৮৬৩ সালে আরোপিত অফসাইড রুলের লাস্ট ডিফেন্সের নিয়ম পরিবর্তিত হয় ১৯২৫ সালে, পরে সেটির পরিবর্তন হয় ১৯৯০ সালে)।

এই দীর্ঘ আলোচনায় পিচকে একটি কারণ হিসাবে দাঁড় করালাম না কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দল তার কম্বিনেশন অনুযায়ী পিচ চায় (ব্যতিক্রম-২০২৪ এর কেকেআর, তারা বেশীরভাগ অ্যাওয়ে ম্যাচ জিতেছিলো) আবার অনেকক্ষেত্রে পিচ অনুযায়ী কম্বিনেশন চায়(উদাহরণ- ২০১৮,২০১৯ এর চেন্নাই)। তবে অধুনা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলিতে বেড়ে চলা ফ্ল্যাট ট্র্যাক এবং শর্ট বাউন্ডারির সংখ্যাও ব্যাটিং স্ট্রাইকরেট বৃদ্ধির পরোক্ষ কারণ। পাকিস্তান সুপার লিগের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে সেদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলি ২০২৩ সালে একবার ২৪৪ রান, একবার ২৩৬ রান সফলভাবে চেজ করেছিল,২০২৫ এও একবার ২৩৬ রান সফলভাবে চেজ করেছিল। ওখানের অনেক পিচেই রানের ফুলঝুরি চলে। সুতরাং ব্যাটারেরাও এইসব লিগে চালিয়ে খেলবে তা খুবই স্বাভাবিক। তবে পিচ এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, আসল কারণ লুকিয়ে আছে ব্যাটারের স্কিলসেট, রোল ক্ল্যারিটি, ফেভারেবেল ম্যাচ-আপ, লং ব্যাটিং টেইলে চালিয়ে খেলার লাইসেন্স এবং অবশ্যই বোলারের ম্যাচ-আপ ভাঙার জন্য বিভিন্ন ইনোভেটিভ শটের কলাকৌশলের মধ্যে।

ফর্ম্যাট অনুযায়ীও ব্যাটিং স্ট্রাইকরেট বেড়েছে(টেস্ট, টি টোয়েন্টি এবং ওয়ানডেতে)। এই ব্যাপারে পরিসংখ্যানগুলি এই লেখার শুরুতেই দেখানো হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটে এখন বেশিরভাগ খেলাই হয় রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড। আইসিসি-এর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম এর প্রত্যক্ষ কারণ। তাই প্রতিটি দল পিচ ম্যানুপুলেট করে। আগেকার দিনের মতো পাটা পিচ বানানো হয় না যেখানে রেজাল্ট কম হয়, ড্র বেশি হয়। এখনকার টেস্টে স্পোর্টিং উইকেট(ইংল্যান্ড), টার্নার ট্র্যাক(ভারত, শ্রীলঙ্কা) এবং বাউন্সি পিচ হয়(অস্ট্রেলিয়া)। এদের মধ্যে টার্নার এবং বাউন্সি পিচে ব্যাটারদের স্থায়িত্বকাল কম হয়। তাই তারা চায় যতটুকু সময় ক্রিজে থাকা যায় কিছু রান যেন স্কোরবোর্ডে আসে। আসলে তিনদিন বা চারদিনে ম্যাচ শেষ করে পকেটে পয়েন্ট পুরতে গেলে স্কোরবোর্ডে রান দরকার। এই কারণেই টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের মতো না হলেও ব্যাটারদের স্ট্রাইকরেট টেস্টে ক্রিকেটেও বাড়ছে, আবার ব্যাটারদের টেস্ট অ্যাভারেজও কিন্তু কমছে একইভাবে।

ওয়ানডেতেও ২০১৩ এর ভারত অস্ট্রেলিয়া সিরিজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কি হারে রান উঠেছে সেখানে। ৩৫০-ও এখন নিরাপদ স্কোর নয় ওয়ানডেতে। ওয়ানডেতে ২০১১ সাল থেকে নতুন বল ব্যবহারের নিয়ম পরিবর্তন (দুপ্রান্ত থেকে দুটো নতুন বল ব্যবহার) ব্যাটিং স্ট্রাইকরেট বাড়াতে প্রভাব ফেলে। পাওয়ারপ্লের ফিল্ড লিমিটের পরিবর্তনও বিভিন্নসময় ওয়ানডে ব্যাটিং স্ট্রাইকরেটে প্রভাব ফেলেছে। একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান দিই-১৯৭১-৭৫ বিশ্বকাপচক্রে দলগুলির গড় রানরেট ৩.৯৮, আর ২০১৫-২০১৯ এ সেটা ৫.৩৮, ২০২৩-২০২৭ এর পরিসংখ্যান হয়তো আরও বেশী হবে।

সবশেষে কিছু উদাহরণ টেনে আনি। অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল ক্লিংগার বিগ ব্যাশ খেলতেন। তিনি মূলত অ্যাঙ্করের রোল পালন করতেন। কিন্তু সময়ের চাহিদায় তিনি নিজের স্ট্রাইকরেট বাড়ানোয় মনোযোগ দেন, সেইসঙ্গে বাড়িয়ে তোলেন স্পিন খেলার দক্ষতাও। অবশেষে কিছু খেলায় তিনি সফলভাবে নিজের স্ট্রাইকরেট ১৪০ এরও বেশি রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অজিঙ্কা রাহানে ২০১৬ এর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ৩৫ বলে ৪০ রান করেন। স্ট্যাট দেখাবে রাহানে ৪০ রান করেছিলেন, কিন্তু তার জন্য নিয়েছিলেন ৩৫ টা বল। অর্থাৎ সেদিন টিম ইন্ডিয়ার ফেস করা মোট বলের ২৯ শতাংশ বল খেলে দলের মাত্র ২০ শতাংশ রান করেন অজিঙ্কা। ওই ম্যাচে রাহানের নিজস্ব ব্যাটিং রান রেট ছিলো ৬.৮৪,আর ভারতের বাকি ব্যাটারদের গড় রানরেট ছিলো ১০.০৮। আধুনিক টি-টোয়েন্টিতে এটা অমার্জনীয় অপরাধ। আবার সেই রাহানেই ২০২৩ আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে ১৭০ এর উপর স্ট্রাইকরেটে ব্যাট চালিয়ে গেছেন। কারণ?-উপরের সবগুলি।

অনেক কিছু বললাম। অনেক কিছু বলতে পারলাম না। অনেকে বিষয়টিকে খারাপভাবে দেখেন। অনেকে বিষয়টিকে উপভোগ করেন। তবে একথা সত্যি বিবর্তন না হলে কোনোকিছুই যুগব্যাপী টিকে থাকে না। ধরে নিন না, স্ট্রাইকরেটের এই পরিবর্তন ক্রিকেটটাকে বাঁচানোর জন্য বেশ ভালোই। নয়তো কবেই ক্রিকেটটা ডাইনোসর হয়ে যেত। আমাদের ইন্টারনেটনির্ভর জীবনের ক্রমবর্ধমান দ্রুততার মতোই ব্যাটারেরাও যদি সবুজমাঠে একটু চালিয়ে খেলেন,তাতে ক্ষতি কি!

নিকোলাস পুরান- মিডল ফেজে সমস্ত স্পিনারদের যম

টিম শেফার্ট- ফিন অ্যালেন - কিউইদের সুপার স্ট্রাইকিং ওপেনিং জুটি

ডেওয়াল্ড ব্রেভিস-মিডল ফেজে বর্তমানে অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। স্পিন হিটিংয়ে ক্লাসেনের উত্তরসূরি।

স্টান্স বদলে শাপমুক্তির অপেক্ষায় অভিষেক

কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনার পর 'ওপেন চেস্টেড' স্টান্সের প্রস্তুতিতে অভিষেক শর্মা।

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি : মুখটা বড্ড গোমড়া। ফ্লাডলাইটের আলোতেও সেই হতাশা লুকোচ্ছে না। নেটে ব্যাট-প্যাড ফেলে তখন শুধুই হাত ঘোরাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তো আর বোলার নন, তাঁর আসল কাজ তো বাইশ গজে বিপক্ষ বোলারদের রাতের ঘুম ওড়ানো!

শুক্রবার রাতে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার চার ঘণ্টার মেগা অনুশীলনে সবার নজর আটকে ছিল ওই অভিষেক শর্মার দিকেই। শুরুতে ব্যাট না করলেও, রাত তখন প্রায় সাড়ে নয়টা, হঠাৎই সাজঘর থেকে ব্যাট হাতে বেরিয়ে এলেন তরুণ বাঁহাতি। সঙ্গে হেডকোচ গৌতম গম্ভীর এবং সতীর্থ ওয়াশিংটন সুন্দর। গম্ভীরের স্পেশাল ক্লাসে তখন বাধ্য ছাত্রের মতোই ঢুকে পড়লেন এই মারকাটারি ওপেনার।

আর তারপরই দেখা গেল আসল চমক! ইনিংসের শুরুতেই অফস্পিনারদের বিরুদ্ধে আড়াআড়ি শট (অ্যাক্রস দ্য লাইন) খেলতে গিয়ে বারবার বোল্ড হচ্ছেন। এই ফাঁদ থেকে বাঁচতে এবার নিজের ব্যাটিং স্টান্সেই বড়সড়ো বদল আনতে চলেছেন অভিষেক। কোচ গম্ভীরের সঙ্গে লম্বা আলোচনার পর পায়ের পজিশন বদলে একেবারে 'ওপেন চেস্টেড' স্টান্স নিচ্ছেন তিনি। সতীর্থ ওয়াশিংটনের সঙ্গে শ্যাডো প্র্যাকটিস করে ঝালিয়ে নিলেন নতুন এই স্টান্স। এরপর সেই 'ওপেন চেস্টেড' স্টান্সেই মোতেরার নেটে অন্তত পনেরো মিনিট টানা ব্যাটিং করলেন আইপিএল সেনসেশন। সোজা কথায়, স্টান্স বদলে সুপার এইটের মহারণে এক নতুন শুরুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন তিনি।

> **গত এক বছর ধরে অভিষেক আমাদের টেনেছে। এবার সময় এসেছে আমাদের ওকে কভার করার।**
>
> **-সূর্যকুমার যাদব**

টি২০ বিশ্বকাপের মঞ্চে 'শূন্যের হ্যাটট্রিক'-এর অনাকাঙ্ক্ষিত নজির গড়ার পর রানে ফিরতে মরিয়া অভিষেক। সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তিদের পরামর্শও ইতিমধ্যেই তাঁর কানে পৌঁছেছে। তবে সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর হল, গোটা দল এখন তাঁর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শনিবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সোজাসাপটা বলে গেলেন, 'গত এক বছর ধরে অভিষেক আমাদের টেনেছে। এবার সময় এসেছে আমাদের ওকে কভার করার।'

শুক্রবার রাতে নতুন স্টান্স ঝালিয়ে নেওয়ার পর শনিবার দুপুরে মোতেরার ঐচ্ছিক অনুশীলনে আর ঘাম ঝরাতে দেখা যায়নি অভিষেককে। রবিবারের হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে সম্ভবত নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখতেই এই বিশ্রাম। মোতেরার কালো মাটির পিচে রবিবার যদি অভিষেকের এই নতুন স্টান্সে ঝড় ওঠে, তবে আইডেন মার্করামদের কপালে যে বিস্তর দুঃখ আছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। টিম ইন্ডিয়াও সুপার এইটের আগে পেয়ে যাবে তাদের কাঙ্ক্ষিত অক্সিজেন।

ফুরফুরে স্কাই, শর্মাজির ঢাল এখন অধিনায়ক

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি : আহমেদাবাদের প্রেস কনফারেন্স রুমে তখন হাসির রোল। সাংবাদিকদের পরিচিত মুখ দেখে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রসিকতা জুড়ে দিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। টি২০ বিশ্বকাপে টানা তিন ম্যাচে শূন্য করা ওপেনারকে নিয়ে যখন গোটা দেশ চিন্তায়, তখন ভারত অধিনায়কের শরীরী ভাষায় বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। উলটে তাঁর মুখে চওড়া হাসি। সুপার এইটে নামার আগে এই 'স্কাই-সুলভ' মেজাজটাই যেন টিম ইন্ডিয়ার আত্মবিশ্বাসের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন।

অভিষেক শর্মার অফ ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই স্কাইয়ের সোজাসাপটা জবাব, 'যাঁরা অভিষেকের ফর্ম নিয়ে চিন্তায় ঘুমোচ্ছেন না, আমার বরং তাঁদের জন্যই চিন্তা হচ্ছে!' ভারত অধিনায়ক রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে দিলেন, 'আমি বরং সেই দলগুলোকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি, যাদের বিরুদ্ধে ও আগামী ম্যাচগুলো খেলবে। যেদিন ওর ব্যাট চলবে, সেদিন কী হবে, সেটা আপনারা ভালোই জানেন।' কঠিন সময়ে জুনিয়ার শর্মাজির পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন অধিনায়ক। তাঁর কথায়, 'ক্রিকেটের মতো দলগত খেলায় খারাপ সময় নতুন নয়। গত এক বছর ধরে ছেলেটা একা হাতে আমাদের অনেক ম্যাচ জিতিয়েছে। এখন আমাদের পালা ওকে কভার করার। দলের নির্দেশ হল, ও নিজের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলবে।'

মন্থর পিচ আর অফস্পিনারদের দাপটে ভারতের টপ অর্ডার বারবার হেঁচকি খাচ্ছে। তিন নম্বরে নেমে তিলক ভার্মাও (স্ট্রাইক রেট ১২০.৪৫) খুব একটা স্বস্তিতে নেই। তিলক বা অভিষেকের জায়গায় কি সঞ্জু স্যামসনকে খেলানো হতে পারে? প্রশ্নটা শুনেই নাটকীয়ভাবে চোখ কপালে তুললেন স্কাই! হাসতে হাসতেই বললেন, 'আপনারা কি চান তিলকের জায়গায় সঞ্জুকে খেলাই? পাওয়ার প্লে-তে তো আমাদের ৪০-৫০ রান উঠছেই, এটাই স্বাভাবিক ক্রিকেট।' এরপরই তিলকের ভূমিকা স্পষ্ট করে সূর্যকুমারের মন্তব্য, 'দলের ম্যানেজমেন্ট ওকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, প্রথম উইকেট পড়লে পাওয়ার প্লে-তে ও নিজের মতো স্বাধীনভাবে খেলবে। কিন্তু দ্রুত দুই উইকেট পড়ে গেলে, ওকে একটু খোলসে ঢুকে পার্টনারশিপ গড়তে হবে। ১০ ওভার কাটলে হার্দিক পান্ডিয়া-শিবম দুবেরা তো আছেই। আমি জানি তিলক নিজেও ওর ব্যাটিং নিয়ে খুশি নয়, তবে আমার কোনও চিন্তা নেই।'

রবিবার মোতেরায় ফাইনালের 'রিমেক'-এ সামনে সেই দক্ষিণ আফ্রিকা। আহমেদাবাদের টিম হোটেলের লবিতে হাঁটলেই ভক্তদের একটাই আবদার- 'কাপ লানা হ্যায়' (কাপ আনতে হবে)। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার চাপটা স্কাই নিজেও অস্বীকার করছেন না। 'চাপ নেই বললে মিথ্যে বলা হবে। হোটেলে এত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, সবার মুখে একটাই কথা- কাপ জিততে হবে। তবে এই চাপ সামলানোর টোটকা দলের সবার জানা আছে।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শুরুতে ধাক্কা খাওয়াটা ভারতের জন্য একটা 'ওয়েক আপ কল' ছিল বলে মনে করেন সূর্যকুমার। টুর্নামেন্টের বাকি পথটা তাই 'ওয়ান স্টেপ অ্যাট আ টাইম' হিসেবেই এগোতে চাইছে অপরাজিত টিম ইন্ডিয়া।

সুপার এইট শুরুর আগে হালকা মেজাজে সূর্যকুমার যাদব, সীতাংশু কোটাকরা।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

শ্রীলঙ্কা বনাম ইংল্যান্ড
বিকাল ৩টা, ক্যান্ডি

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা, আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ইংল্যান্ড দ্বৈরথের আগে আত্মবিশ্বাসী শ্রীলঙ্কা

পাল্লেকেলে, ২১ ফেব্রুয়ারি : গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে জিম্বাবোয়ের কাছে হোঁচট। কিছুটা সুর কাটলেও আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। ঘরের মাঠে রবিবার সুপার এইটের অভিযান শুরুর আগে প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল শ্রীলঙ্কা।

শ্রীলঙ্কা দলের ভারতীয় ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরের সাফ কথা, সাম্প্রতিককালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনেক ম্যাচ খেলেছেন তাঁরা। বিশ্বাস, অভিজ্ঞতাটা কাল কাজে লাগাতে সমস্যা হবে না। থ্রি লায়ন্সের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে ০-৩ হারের ক্ষত সরিয়ে নতুনভাবে ঝাঁপাবে টিম শ্রীলঙ্কা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীধর বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপে এখন যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের তুলনা চলে না। বিশ্বকাপের চাপ দ্বিপাক্ষিক সিরিজে থাকে না। তার ওপর সুপার এইটের ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা হোক বা ইংল্যান্ড কিংবা ভারত, পাকিস্তান, প্রত্যেক দলই বাড়তি চাপে থাকবে। আগামীকাল চাপে থাকবে ইংল্যান্ডও।'

নিসাঙ্কাকে সমীহ করছেন হ্যারি

হ্যারি ব্রুকের দলকে অবশ্য একইসঙ্গে সমীহ করছেন শ্রীলঙ্কার ফিল্ডিং কোচ। শ্রীধর বলেছেন, 'বিশ্বের অন্যতম সেরা দল। ওদের হাতে একাধিক পাওয়ার হিটার রয়েছে। ফলে বোলিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ। ওদের মারের মুখে পড়ে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। ডট বল খুঁজে নিতে হবে। এককভাবে নয়, বোলিং পার্টনারশিপে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ওপর চাপ তৈরি করা জরুরি।'

মাথিশা পাথিরানা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভার মতো বোলারকে অবশ্য আগামীকাল পাচ্ছে না শ্রীলঙ্কা। চোটের কারণে দুইজনেই বিশ্বকাপের মাঝপথে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছে। অভাব স্বীকার করে নিলেও শ্রীলঙ্কার ভারতীয় ফিল্ডিং কোচ আস্থা রাখছেন যাঁরা আছেন, তাঁদের ওপর। বিশ্বাস, গত কয়েক ম্যাচের মতো বোলাররা তাঁদের কাজটা ঠিকঠাকভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক যদিও গত শ্রীলঙ্কা সফরের সাফল্য থেকে রসদ খুঁজছেন। বলেছেন, 'সাম্প্রতিককালে শ্রীলঙ্কাতে বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছি আমরা। এখানকার পিচ, মাঠ সম্পর্কে আমরা অবহিত। আমাদের জন্য ওটা খুব ভালো সিরিজ ছিল। আশা করি, কাল সেই অভিজ্ঞতার ফসল তুলতে পারব।'

গত দ্বিপাক্ষিক সিরিজের পর অবশ্য শ্রীলঙ্কা অনেকটাই ধার বাড়িয়েছে। দুই ভারতীয় সাপোর্ট স্টাফ শ্রীধর (ফিল্ডিং কোচ), বিক্রম রাঠোর (ব্যাটিং কোচ) দলে যোগ দেওয়ার পর উন্নতির ছাপ পরিষ্কার। ব্রুকও মানছেন পাথুম নিসাঙ্কা সহ শ্রীলঙ্কা দলে বেশ কয়েকজন ভালো ব্যাটার রয়েছে। আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই।

অনুশীলনে জেসন কামিন্স।

চল্লিশ মিনিটে চেন্নাইয়ান ম্যাচের মহড়া বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন শুরু হল ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ শুরুর প্রায় এক ঘণ্টা পর। ঘড়ির কাঁটায় তখন সন্ধ্যা ৬টা। আর ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজার মিনিট দশেক আগেই মাঠ ছাড়লেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেনরা।

সব মিলিয়ে মিনিট চল্লিশের প্রস্তুতি। সোমবার চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে খেলা। ম্যাচের দুইদিন আগে অনুশীলনে সাধারণত বাড়তি সময় খরচ করেন সের্জিও লোবেরা। একইসঙ্গে প্রথম একাদশও দেখে নেন। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের আগেও তাই করেছিলেন। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, একরকম বাধ্য হয়েই সেই পরিকল্পনা থেকে সরতে হয়েছে তাঁকে। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। কাজেই ফুটবলারদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এমন আশঙ্কা থেকেই অনুশীলনে কম সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল।

তার মধ্যেই অবশ্য চেন্নাইয়ান বধের কৌশল ফুটবলারদের বুঝিয়ে দিলেন লোবেরা। অনুশীলন শুরুর দিকে সব ফুটবলারকে সাদা বোর্ডের সামনে দাঁড় করিয়ে কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন স্প্যানিশ কোচের সহকারী। জানা গিয়েছে চেন্নাইয়ানের শক্তি ও দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করে তা ছবির মতো তুলে ধরা হয় লিস্টন কোলাসো, আপুইয়াদের সামনে। প্রতিপক্ষ দলে আলবার্তো নোগুয়েরা, মহম্মদ আলি বেমাম্মেরের মতো ফুটবলার রয়েছেন। ফলে বাড়তি চ্যালেঞ্জ মোহনবাগানের মাঝমাঠের ফুটবলারদের কাছেও। তবুও পরিচিত আক্রমণাত্মক ফরমেশনেই দল সাজাবেন লোবেরা।

প্রথম একাদশে দুই-একটি পজিশন নিয়ে ভাবছেন বাগান কোচ। প্রথম ম্যাচে শুভাশিস বসুর পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নন তিনি। সেক্ষেত্রে অময় রানওয়াডেকে শুরু থেকে খেলানোর একটা সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া আতস কাচের নীচে রয়েছে অনিরুদ্ধ থাপার পারফরমেন্স। বিকল্প সাহাল আবদুল সামাদকে তৈরি রাখছেন লোবেরা। এছাড়া কেরালার বিরুদ্ধে দুর্দান্ত গোল করলেও ম্যাচের বাকি সময় তেমন ছাপ ফেলতে পারেননি ম্যাকলারেন। ফলত চেন্নাইয়ানের বিরুদ্ধে পেত্রাতোসের সঙ্গে শুরু করতে পারেন জেসন কামিন্স। যদিও কোনও কিছুই এখনও চূড়ান্ত নয়।

বদলার ছকে দক্ষিণ আফ্রিকা

পিচ-ভাবনায় ভারত

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি : 'আপ পত্রকার হো?'

বসন্তেই ঠাঠা রোদ, পারদ ছুঁয়েছে প্রায় ৩৪ ডিগ্রি! দুপুর একটা নাগাদ আহমেদাবাদের খানপুর থেকে উবের বুক করে মোতেরায় যাওয়ার পথে গাড়িতে উঠতেই চালকের সোজা প্রশ্ন। হ্যাঁ বলতেই একগাল হেসে উবের চালক প্রতীক শা ঘোষণা করলেন, রবিবার বিকেল থেকে তিনি গাড়ি চালানো বন্ধ রাখছেন। কারণ, মোতেরায় ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দেখতে তিনিও গ্যালারিতে থাকবেন। চমকের তখনও বাকি। একরাশ গর্ব নিয়ে প্রতীক জানালেন, ম্যাচ দেখার ভিআইপি টিকিট তাঁকে দিয়েছেন তাঁর এইচএম কমার্স কলেজের বন্ধু জসপ্রীত বুমরাহ! সপরিবারে মাঠে গিয়ে বন্ধু আর টিম ইন্ডিয়ার জন্যই গলা ফাটাবেন তিনি।

মোতেরার রাস্তার এই উন্মাদনার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি উত্তাপ ছড়াচ্ছে রবিবারের মহারণ। একদিকে টি২০ বিশ্বকাপে টানা ১২ ম্যাচ অপরাজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন টিম ইন্ডিয়া, অন্যদিকে কঠিনতম গ্রুপ থেকে মাথা উঁচু করে আসা দক্ষিণ আফ্রিকা। নিউজিল্যান্ডকে অনায়াসে উড়িয়ে দিয়ে যারা টুর্নামেন্টের বাকিদের কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে রেখেছে। এই ম্যাচ নিছক সুপার এইটের লড়াই নয়, এ হল বদলার আগুন। দুই বছর আগের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ৩৫ ওভার পর্যন্ত দাপট দেখিয়েও রোহিত শর্মাদের কাছে হারতে হয়েছিল প্রোটিয়াদের। পরে নিজেদের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ভারতকে হোয়াইটওয়াশ করে তারা কিছুটা বদলা নিলেও, রবিবারের লড়াইটা আসলে সুপার এইটে টিকে থাকার। হারলে সেমিফাইনালের অঙ্ক কঠিন হবে, পরের দুটো ম্যাচ হয়ে দাঁড়াবে 'ডু অর ডাই'।

ম্যাচ হবে কালো মাটির মন্থর পিচে। আর এই পিচ ঘিরেই ভারতীয় শিবিরের অন্দরে প্রবল নাটক। দুপুর দুটোয় দলের অনুশীলন শুরুর কথা। কিন্তু এক ঘণ্টা আগেই অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, রিঙ্কু সিং ও কুলদীপ যাদবকে নিয়ে মাঠে হাজির হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। বিসিসিআইয়ের অভিজ্ঞ পিচ কিউরেটর আশিস ভৌমিক এবং জেনারেল ম্যানেজার আবে কুরুভিল্লার সঙ্গে চলল দীর্ঘ আলোচনা। পিচের চরিত্র বুঝতে কখনও বাইশ গজের ওপর প্রায় শুয়ে পড়লেন গম্ভীর। কারণটা স্পষ্ট, কালো মাটিতে বল থেমে আসবে। তবে রাতের খেলা হওয়ায় শিশির বড় ফ্যাক্টর, তাই টস জিতে রান তাড়া করাই হবে আসল লক্ষ্য।

উলটোদিকে প্রোটিয়া শিবির যেন অদ্ভুতরকম নির্লিপ্ত। সন্ধ্যায় মাঠে এসে কুইন্টন ডি কক সাফ জানিয়ে দিলেন, পুরোনো ফাইনালের হার নিয়ে তাঁরা ভাবছেন না। টি২০ ম্যাচে কেউ আগাম ফেভারিট হয় না। কলকাতা নাইট রাইডার্সে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ তথা ভারতের বর্তমান রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ডি কক বললেন, 'বরুণ বর্তমান ক্রিকেটের অন্যতম সেরা স্পিনার, ওর বিরুদ্ধে খেলার পুরোনো অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগাতে হবে।' মোতেরার পরিবেশ প্রোটিয়াদের এখন ঘরের মাঠের মতোই, কারণ গ্রুপ পর্বের চারটি ম্যাচের তিনটিই তারা এখানে খেলেছে। আইপিএলের দৌলতে আইডেন মার্করাম, কাগিসো রাবাদাদের কাছে ভারতীয় পরিবেশও একেবারে হাতের তালুর মতো চেনা।

রবিবারের রণকৌশলে মূল ফোকাস থাকবে দুই দলের ওপেনারদের ওপর। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দুরন্ত ফর্ম নিয়ে আসা ঈশান কিষান এবং প্রোটিয়া অধিনায়ক মার্করাম। আশ্চর্যের বিষয় হল, কিছুদিন আগেও এঁদের কেউই ওপেনার ছিলেন না (গত ডিসেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে মার্করাম পাঁচে ব্যাট করতেন)। অথচ দুজনেই এই বিশ্বকাপে প্রায় ২০০ স্ট্রাইক রেটে ১৭০-এর ওপর রান করেছেন।

সব ছাপিয়ে ভারতীয় শিবিরের সবচেয়ে বড় অস্বস্তির নাম- অভিষেক শর্মা। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে ভারতের হয়ে টি২০ ম্যাচে পাঁচটি শূন্য করার লজ্জার রেকর্ড তাঁর ঘাড়েই, যার তিনটি এই বিশ্বকাপেই এসেছে। মন্থর পিচে মার্করাম বা কেশব মহারাজদের স্পিন-ফাঁস তাঁর জন্য চরম অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে। অন্যদিকে, ডেভিড মিলার ও ট্রিস্টান স্টাবসদের ছক্কার জবাব দিতে তৈরি ভারতের পাওয়ার হিটার হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবে। ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব তো স্বীকার করেই নিয়েছেন, টপ অর্ডার পাওয়ার প্লে-তে ৪০-৫০ রান করলেও পরে ডেথ ওভারে দলের পাওয়ার হিটাররা পরিস্থিতি ঠিক সামলে দেবেন।

দলীয় সূত্রে খবর, সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে প্রথম একাদশে ফিরছেন স্পিন-অস্ত্র অক্ষর প্যাটেল। অন্যদিকে, বিশ্রাম কাটিয়ে প্রোটিয়া পেস অ্যাটাকে ফিরছেন দলের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি লুঙ্গি এনগিডি। তবে রাবাদা ও আনরিখ নর্তজের মধ্যে কাকে খেলানো হবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা। রাতের খেলা হওয়ায় স্পিনার জর্জ লিন্ডের বদলে পেস-অলরাউন্ডার করবিন বশকে খেলাতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা।

পাওয়ার হিটিং বনাম ফিঙ্গারস্পিনের মায়াজালে দুলছে এই ব্লকবাস্টার লড়াই। রবিবার মোতেরার নীল সমুদ্রে ভারত কি টানা ১৩ নম্বর জয়ের ইতিহাস লিখবে? নাকি বদলার আগুনে পুড়ে ছাই হবে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন? উত্তর লুকিয়ে ওই বাইশ গজেই!

আহমেদাবাদে শনিবার ছিল ঠা ঠা রোদ। অনুশীলনের ফাঁকে ছাতার তলায় খানিকটা জিরিয়ে নিচ্ছেন ঈশান কিষান, জসপ্রীত বুমরাহরা।

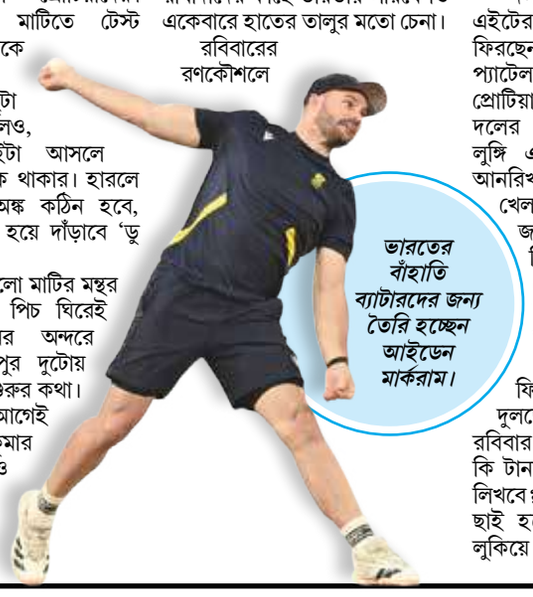

ভারতের বাঁহাতি ব্যাটারদের জন্য তৈরি হচ্ছেন আইডেন মার্করাম।

পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সমর্থনে প্রশ্ন ব্রুক-ভনের

লন্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারি : দ্য হান্ড্রেডের নিলাম নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ দানা বাঁধছে। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা। যদিও রাশ এই মুহূর্তে একাধিক টিমের মালিকানা থাকা ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির হাতে। পাকিস্তান ক্রিকেটারদের জন্য যারা নিজেদের দলের দরজা বন্ধ করতে চাইছে।

বিষয়টি সামনে আসার পর থেকে কার্যত ঝড় বইছে ইংল্যান্ড ক্রিকেটে। হান্ড্রেডে পাক ক্রিকেটারদের বয়কটের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে এদিন জোরালো সওয়াল করেছেন ইংল্যান্ডের বর্তমান টি২০ অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক, প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনরা।

ইংল্যান্ডের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট 'দ্য হান্ড্রেড'-এর নিলাম ১১ ও ১২ মার্চ। নিলাম তালিকায় ৬২ জন পাক ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছেন। যদিও ইসিবি-র তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয়দের হাতে থাকা চার ফ্র্যাঞ্চাইজি পাক ক্রিকেটারদের নেবে না। ইসিবি-র যে মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মুখ খুলেছেন হ্যারি ব্রুকরা।

রবিবার সুপার এইটে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। যার আগে ব্রুক বলেছেন, 'ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল পাকিস্তান। একঝাঁক বিশ্বসেরা খেলোয়াড় রয়েছে ওদের দলে। সেইসব পাক খেলোয়াড়কে হান্ড্রেডে দেখতে না পেলে, তা দুর্ভাগ্যজনক হবে। তবে আমার নজর আপাতত টি২০ বিশ্বকাপে। হান্ড্রেড নিয়ে কিছু পদক্ষেপ করার ক্ষমতা বা এক্তিয়ার আমার নেই। এখন শীর্ষ পদাধিকারীরা যা ভালো বুঝবেন করবেন।'

হান্ড্রেডে ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির দরজা বন্ধ হলেও অন্যান্য দলে খেলার সুযোগ অবশ্য থাকছে। ৮ দলীয় টুর্নামেন্টে ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়েন্টস, এমআই লন্ডন, সাদার্ন ব্রেভ এবং সানরাইজার্স লিডস- ভারতীয়দের মালিকানাধীন।

হান্ড্রেড বিতর্কে তোলপাড় ইংল্যান্ড

বাকি দলগুলি হল বার্মিংহাম ফিনিক্স, লন্ডন স্পিরিট, ট্রেন্ট রকেটস ও ওয়েলস ফায়ার।

মাইকেল ভন আবার চেনা মেজাজে বোমা পাঠিয়েছেন। দাবি তুলেছেন, যে সকল ফ্র্যাঞ্চাইজি এটা করবে, তাদের লাথি মেরে লিগ থেকে বের করে দেওয়া হোক। পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের 'বয়কট' করা হলে ভাবমূর্তি নষ্ট হবে ইসিবি-র। কারণ হান্ড্রেডের আয়োজক ইংল্যান্ডই।

ভন বলেছেন, 'হান্ড্রেডের ভক্ত আমি। সমর্থকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পাকিস্তান ক্রিকেটপ্রেমী। তাদের কাছে কী বার্তা যাবে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট সবার কাছে হাস্যকর হয়ে পড়বে। পাক খেলোয়াড়দের না নিলে জুতসই ব্যাখ্যা দিতে হবে। বিশ্বকাপে ভারত পাক ম্যাচ খেলেছে। তাহলে ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের কী সমস্যা পাক ক্রিকেটারদের নিতে? আইপিএলে বিষয়টা আলাদা। কিন্তু এটা অন্য দেশ। ইসিবি আয়োজক হান্ড্রেডের। শেষপর্যন্ত এই রকম কিছু ঘটলে সেইসব ফ্র্যাঞ্চাইজিকে বের করে দেওয়া উচিত। এখন দেখার ইসিবি-র সেই বুকের পাটা আছে কি না?'

টি২০ বিশ্বকাপ থেকেও খারাপ খবর পাকিস্তানের জন্য। কলম্বোয় টানা বৃষ্টিতে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তাদের সুপার এইটের ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। দুই দলকে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

আয়েষা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন শিখর ধাওয়ান। দীর্ঘদিনের বান্ধবী আয়ারল্যান্ডের সোফি সাইনের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে শনিবার তাঁর বিয়ে হয়। পরিবারের ঘনিষ্ঠ লোকেরা ছাড়াও বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রোহিত শর্মা, যুযবেন্দ্র চাহালরা।

বিশ্বকাপ : 'কোমা'য় চলে গিয়েছিলেন লিটনরা!

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি : স্বপ্নটাকে বুকের মধ্যে রেখে দিন গুনছিলেন প্রত্যেকে। কিন্তু কারও ব্যক্তিগত স্বার্থে সেই স্বপ্নটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভেঙে চুরমার! ধাক্কা সহ্য করা সহজ ছিল না। বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর সেই দশা হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের। লিটন দাসরা কার্যত মানসিক কোমার মধ্যে কাটিয়েছেন পরবর্তী ৫-৬ দিন।

পাকিস্তান-বাংলাদেশ সিরিজ মার্চে

এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছেন বাংলাদেশ দলের সহকারী কোচ সালাহউদ্দিন। ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের উদ্দেশ্যে তোপ দেগে তিনি অভিযোগ করেন, 'কারও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের জন্য ছেলেদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করা হয়েছে। ঘটনার জেরে দলের অন্তত জনা দুয়েক ক্রিকেটার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কোচ হিসেবে জানি, প্রায় দিন পাঁচেক কার্যত মানসিক কোমার মধ্যে কাটিয়েছে ওরা। নিজেদের সামলাতে পারছিল না। আবার যে ওদের মাঠে ফেরাতে পেরেছি, সেটাই অনেক।'

বাংলাদেশকে বাদ দিয়েই হইহই করে চলছে টি২০ বিশ্বকাপ। লিটন দাসদের পরিবর্তে রাতারাতি সুযোগ পাওয়া স্কটল্যান্ড দলও ছাপ রেখে দেশে ফিরে গিয়েছে। সেখানে পদ্মাপারের ক্রিকেটাররা দর্শক মাত্র। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ-ট্রমা কাটিয়ে মাস তিনেক পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছে বাংলাদেশ। সফরকারী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে তারা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আজ এই কথা জানানো হয়েছে। ২ ডিসেম্বর শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

মাঝের ঘটনাবহুল বিতর্কিত সময় পেরিয়ে আগামী ১১ মার্চ শুরু হবে পাকিস্তান-বাংলাদেশ ওডিআই সিরিজ। ৯ মার্চ বাংলাদেশে পা রাখবে পাকিস্তান। ১১ মার্চের পর শেষ দুটি ম্যাচ যথাক্রমে ১৩ ও ১৫ মার্চ। মিরপুরেই অনুষ্ঠিত হবে তিনটি ম্যাচ। আগামী বছর ওডিআই বিশ্বকাপ। যোগ্যতা পেতে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে সেরা ৯ দলের মধ্যে থাকতে হবে। পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে সেই লক্ষ্যে নেমে পড়বে বাংলাদেশ।

মাঝমাঠে মিগুয়েল, বক্সে এজেজ্জারি!

ইস্টবেঙ্গলের গোলের উৎসব যুবভারতীতে

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৪
(এডমুন্ড, এজেজ্জারি-২ পেনাল্টি-১ ও মিগুয়েল)
স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি-১ (অগাস্টিন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : গত ছয় বছরে এমন মাপের বিদেশি মিডফিল্ডার লাল-হলুদ গ্যালারি দেখেনি! আর ইউসেফ এজেজ্জারি? প্রথম দুই ম্যাচ খেলেই নামের পাশে চারটে গোল, ইতিমধ্যেই তিনি সমর্থকদের চোখের মণি। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এই মিগুয়েল-এজেজ্জারি জুটির দাপটেই স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল।

৪ গোলে জয়ের পর উচ্ছ্বাস ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের। ছবি : ডি মণ্ডল

ডুরান্ড কাপ জয়ী নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে আগের ম্যাচেই বড় ব্যবধানে চূর্ণ করেছিল দল। স্বাভাবিকভাবেই এদিন প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে লাল-হলুদ ব্রিগেড মাঠে নেমেছিল। কিন্তু ম্যাচের মাত্র ৪ মিনিটেই গ্যালারি স্তব্ধ করে দেয় দিল্লি। ইস্টবেঙ্গলের জয় গুপ্তাকে কার্যত মাটিতে ফেলে দিয়ে অগাস্টিন লালরোচানা যে গোলটি করবেন, তা হয়তো অতি বড় কল্পনাবিলাসীও ভাবেননি। তবে ওই গোলটাই যেন ঘুম ভাঙায় অমনোযোগী ইস্টবেঙ্গলের।

সাউল ক্রেসপোর চোটের কারণে এদিন প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। আর সেটাই শাপে বর হল। বিপিন সিং আর এডমুন্ডকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লির রক্ষণে তাণ্ডব শুরু করেন মিগুয়েল-এজেজ্জারি জুটি। ৮ মিনিটেই সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। বিপিনের শট দিল্লি গোলরক্ষক বিশাল যাদব রুখে দিলেও, ফিরতি বলে নিখুঁত শটে গোল করেন এডমুন্ড। জোরালো শটটি একাধিক ফুটবলারের ভিড়ে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় বিশালের বাড়ানো হাত এড়িয়ে জালে জড়িয়ে যায়।

ঠিক দুই মিনিট পর নিজেদের অনভিজ্ঞতার মাশুল দেয় দিল্লি। বক্সের ভেতর বল বেরিয়ে যাচ্ছে দেখেও এডমুন্ডকে অকারণে ট্যাকল করে বসেন ক্ল্যারেন্স ফার্নান্ডেজ। ১২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন এজেজ্জারি। এরপর গোটা ম্যাচজুড়ে শুধুই মিগুয়েল ফিগুয়েরার ম্যাজিক। তাঁর মাপা পাসগুলো দিল্লির ডিফেন্সকে ফালাফালা করে দিচ্ছিল। ২৭ মিনিটে তাঁর তোলা বলে ইউসেফের হেড একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে তখনই স্কোরলাইন ৩-১ হতে পারত।

তবে সেই আক্ষেপ মেটে ৪০ মিনিটে। বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে একাধিক ফুটবলারের মাঝখান দিয়ে মিগুয়েলের বাড়ানো 'কম্পাস মাপা' থ্রু ধরে অনায়াসে নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেন এজেজ্জারি। জোড়া গোলের সুবাদে ম্যাচের সেরা এজেজ্জারি হলেও, মাঠের আসল রাজা ছিলেন মিগুয়েলই। ৮৭ মিনিটে তাঁর একটি শট বারে লেগে ফেরে। অবশেষে ৯৪ মিনিটে একক দক্ষতায় বহু কাঙ্ক্ষিত গোলটি তুলে নেন এই স্প্যানিশ মায়েস্ত্রো।

এই দাপুটে জয়ের মধ্যেও অস্কার ব্রুজোঁকে ভাবাবে দুইটি বিষয়। আইএসএলের অন্যতম দুর্বল দল এই দিল্লি, যাদের বাজেট মাত্র দেড় কোটি টাকার মতো। তাদের কাছেও ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্স যেভাবে মাঝে মাঝেই উন্মুক্ত হয়ে পড়ছিল, তা কিন্তু চিন্তার। জামশেদপুর এফসি-র মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নামার আগে এই ভুল শুধরে নিতে হবে কোচকে।

এই ছন্দময় ফুটবলের মাঝে একমাত্র বেমানান ছিলেন নন্দকুমার শেকর। মিগুয়েলের বাড়ানো দুটো দুর্দান্ত বল তিনি যেভাবে নষ্ট করেছেন, তাতে তাঁর চূড়ান্ত ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বাধ্য হয়েই তাঁকে তুলে পিভি বিষ্ণুকে নামান কোচ।

অবাক করল দর্শক সংখ্যা। দলের টানা জয়, দুরন্ত ফুটবল, শুক্রবার কোচের বিশেষ আবেদন এবং শনিবার বিকেলের ছুটির মেজাজ-এতকিছুর পরেও যুবভারতীতে এদিন দর্শক সংখ্যা ছিল মাত্র ২০,৩৮৩!

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, নুঙ্গা (মার্তন্ড), আনোয়ার, জিকসন, জয়, নন্দা (বিষ্ণু), রাশিদ, মিগুয়েল, বিপিন (রাকিপ), এডমুন্ড (সৌভিক) ও ইউসেফ (ডেভিড)।

> **এই প্রথমবার আইএসএলের শুরুতে পরপর দুই ম্যাচ জিতে খুশি। তবে এরপরই টুর্নামেন্ট কঠিন হতে শুরু করবে। তবু আমাদের চেষ্টা থাকবে পরপর তিন ম্যাচ জয়ের।**
>
> **-অস্কার ব্রুজোঁ**

অস্ট্রেলিয়ায় টি২০ সিরিজ জয় রিচাদের

ভারত-১৭৬/৬ অস্ট্রেলিয়া-১৫৯/৯

ক্যানবেরা, ২১ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টি২০ সিরিজ জিতল ভারতীয় মহিলা দল। টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছিলেন রিচা ঘোষরা। শনিবার সিরিজের তৃতীয় তথা নির্ণায়ক ম্যাচে ভারত ১৭ রানে হারিয়ে দেয় অজিদের। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর। শুরুতেই শেফালি ভার্মা (৭) আউট হওয়ায় কিছুটা চাপে পড়ে যায় ভারতীয়রা। তবে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ১২১ রান যোগ করেন স্মৃতি মান্ধানা (৫৫ বলে ৮২ রান) ও জেমিমা রডরিগজ (৪৬ বলে ৫৯ রান)। ডেথ ওভারে রিচা ঘোষের (৭ বলে ১৮) ঝোড়ো ব্যাটিং দলের রান বাড়িয়ে নিতে সাহায্য করেছে। ভারতীয়রা ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান সংগ্রহ করে।

অর্ধশতরান স্মৃতি-জেমিমার

অজিরা রান তাড়ায় নামার পর দ্বিতীয় ওভারেই বেথ মুনিকে (৬) ফিরিয়ে ধাক্কা দেন রেণুকা সিং ঠাকুর। ব্যর্থ হন জর্জিয়া ভল (১০), ফোয়েবে লিচফিল্ডও (২৬)। শ্রেয়াঙ্কা পাতিল (২২/৩), নাল্লাপুরেড্ডি শ্রীচরণীদের (৩২/৩) দাপটের সামনে অ্যাশলে গার্ডনার (৪৫ বলে ৫৭) ছাড়া কেউ সেভাবে লড়াই করতে পারেননি। ৯ উইকেটে ১৫৯ রানে আটকে যায় অস্ট্রেলিয়া।

জুন মাসে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। তার আগে অজিদের বিপক্ষে এই সিরিজ জয় আত্মবিশ্বাস বাড়াবে রিচাদের।

শুরুতেই জোড়া উইকেট নিয়ে ভারতীয় মহিলা দলের জয়ের রাস্তা সহজ করে দেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল।

হ্যারি কেনের জোড়া গোল

মিউনিখ, ২১ ফেব্রুয়ারি : বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখ ৩-২ গোলে হারাল আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে। ১৬ মিনিটে আলেকজান্ডার পাভলোভিচের গোলে বায়ার্ন এগিয়ে যায়। ২০ ও ৬৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। কিন্তু শেষদিকে বায়ার্নকে চেপে ধরে আইনট্রাখট। ৭৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে জোনাথন বুরকারডট একটি গোল ফেরান। ৮৬ মিনিটে ব্যবধান আরও কমান আর্নড কালিমুয়েন্দো-মুইনগা।

হার রিয়ালের, ড্র চেলসির

মাদ্রিদ ও লন্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারি : লা লিগায় শীর্ষস্থান মজবুত করার সুযোগ হাতছাড়া করল রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ১-২ গোলে হেরে গিয়েছে ওসাসুনার কাছে। ৩৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আন্তে বুদিমির গোল করে ওসাসুনাকে এগিয়ে দেন। ৭৩ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার খেলায় সমতা ফেরান। ৯০ মিনিটে রাউল গার্সিয়ার গোলে জয় পায় ওসাসুনা। ২৫ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রিয়াল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনা তাদের থেকে এক ম্যাচ কম খেলে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে।

প্রিমিয়ার লিগে চেলসি ১-১ গোলে ড্র করে বার্নলের সঙ্গে। ৪ মিনিটে জোয়াও পেদ্রো এগিয়ে দেন চেলসিকে। সংযোজিত সময়ে সমতা ফেরান জিয়ান ফ্লেমিং।

সন্ধান চাই

শম্পা দাস (Sampa Das)
বয়স- ৫২+, উচ্চতা- ৫'৩", পরনে- ঠোঁটের নীচে থুতনিতে একটি কালো আঁচিল মানসিক ভারসাম্যহীন গত ১৭/২/২৬ তারিখ দুপুর ৩টে নাগাদ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া থেকে নিখোঁজ হন। গত ১৭/২/২৬ দুপুর ৩টে থেকে নিখোঁজ। উনি নিখোঁজ হওয়ার সময় পরনে ছিল সর্ষে ফুল রঙের (হলুদ) চুড়িদার নীল সোয়েটার মাথায় নীল ওড়না পায়ে কালো স্যান্ডেল। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান দিলে বাধিত হব। মোবাইল নম্বর-60034 91635/82501 66484.

দাদাভাইয়ের প্রকাশচন্দ্র কাপ আজ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেট প্রকাশচন্দ্র সাহা কাপ রবিবার শুরু হবে। দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী, টুর্নামেন্ট কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি অখিল বিশ্বাস জানিয়েছেন, এবার ১২টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। চ্যাম্পিয়নদের জন্য অজিতকুমার বিশ্বাস ও মীরা বিশ্বাস ট্রফি ছাড়াও থাকছে ১৫ হাজার টাকা। রানার্সরা গোপাল পালচৌধুরী ট্রফির সঙ্গে পাবে ১০ হাজার টাকা। ফেয়ার প্লে-র জন্য দেওয়া হবে পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফি। আগামীকাল সকাল সাড়ে ১১টায় উদ্বোধনী ম্যাচে অসমের হোজাই গার্লস টিম মুখোমুখি হবে শ্যামবাজার প্রতীক সংঘের। পরে বিকাল সাড়ে ৫টায় আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি খেলবে দাদাভাইয়ের সঙ্গে। ১ মার্চ ফাইনাল বাদে প্রতিদিন দুটো করে খেলা থাকছে।

বাবুল বলেছেন, 'ভারতীয় মহিলা এ দলের সদস্য ঝিনতি মণি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন দাদাভাই ফাইনালে উঠলে তিনি ক্লাবের হয়ে খেলবেন। আর আমরা খেতাবি লড়াইয়ের আগে ছিটকে গেলে তিনি ফাইনালে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এতদিন বাইরের বলতে শুধু কলকাতা থেকেই দল এসেছে খেলতে। এবার দক্ষিণবঙ্গের দলগুলির সঙ্গে আমাদের প্রাপ্তি অসমের হোজাই, উত্তরপ্রদেশের পিএসসি বারাণসীকে প্রতিযোগিতায় পাওয়া।'

আজ থেকে শুরু সুপার সিক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্স পর্ব রবিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হবে। প্রথম ম্যাচে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মুখোমুখি হবে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের। বাকি চার যোগ্যতা অর্জনকারি দল-তরুণ তীর্থ, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ও এনআরআই। প্রতিদিন সকাল ৯.৪৫ মিনিট থেকে খেলা শুরু হবে।

ভলিবলের সই শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ভলিবল লিগের জন্য খেলোয়াড়দের সই করানোর প্রথম দিনে বিবেকানন্দ ক্লাব ও এনআরআই দল গুছিয়ে নিয়েছে। পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুইটি ক্লাব যথাক্রমে ১২ ও ১৩ জনকে সই করিয়েছে। রবিবার শেষদিনে বিকাল ৪টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত সই প্রক্রিয়া চলবে ক্রীড়া পরিষদের দপ্তরে।